চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখা

চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখা

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কৌশলগত কাঠামো

ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানি রূপরেখার জন্য চামড়া খাতকে তিনটি উপখাতে ভাগ করা হয়েছে:
প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া, চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পাদুকা, এবং অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য

সূচিপত্র

চিত্রসূচি ৬
সারণিসূচি ৬
শব্দসংক্ষেপ ৭

সারসংক্ষেপ ১১
ভূমিকা ৩১
লক্ষ্য ৩৩
অর্জনের উপায় ৩৩
রূপরেখার উদ্দেশ্য ৩৩
রপ্তানি রূপরেখার সময়কালীন রপ্তানি প্রাক্কলন ৩৫
সাধারণভাবে চামড়া খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ৩৮
সুপারিশকৃত পদক্ষেপসমূহ ৪৩
ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও বিভাগের ভূমিকার সমন্বয় ৫১
চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাত ৫৩
সারসংক্ষেপ ৫৩
চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ ৫৫
চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ৫৭
চামড়াজাত পণ্য উপখাত ৫৯
চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পাদুকা উপখাত ৬০
চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা (চামড়াজাত ও অচামড়াজাত) উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ ৬৫
যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে: চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা এবং অচামড়াজাত পাদুকা ৬৬
আশু করণীয় ৬৯
স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ৭১
রপ্তানি রূপরেখার কর্মপরিকল্পনা ৭৩
কর্মপরিকল্পনা পাঠ করার দিকনির্দেশনা ৭৩
চামড়া খাতের জন্য সাধারণ কর্মপরিকল্পনা ৭৪
চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের জন্য কর্মপরিকল্পনা ৯৫
চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা (চামড়াজাত ও অচামড়াজাত) উপখাতের জন্য কর্মপরিকল্পনা ৯৯

পরিশিষ্ট ১: নীতি সংক্রান্ত যেসব বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে
তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতের তুলনা ১০৬
পরিশিষ্ট ২: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) ওয়ান স্টপ সার্ভিস ১১০

চিত্রসূচি

চিত্র ১	বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি বাজার (২০১৫)	৫৩
চিত্র ২	বাংলাদেশ হতে অন্যান্য পশুর চামড়া রপ্তানি	৫৪
চিত্র ৩	বাংলাদেশ হতে পাদুকা রপ্তানি, ২০১০-২০১৫	৬০
চিত্র ৪	বৈশ্বিক পাদুকা রপ্তানি, ২০০৯-২০১৫	৬১
চিত্র ৫	পাদুকার জন্য সর্ববৃহৎ ১০ রপ্তানি বাজার (২০১৫)	৬১
চিত্র ৬	ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) মডেল	১১০

সারণিসূচি

সারণি ১	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানির প্রাক্কলন	১৩
সারণি ২	দুইটি দৃশ্যকল্পের জন্য উপাদান চাহিদা	১৩
সারণি ৩	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানির প্রাক্কলন	৩৫
সারণি ৪	দুইটি দৃশ্যকল্পের জন্য উপাদান চাহিদা	৩৬
সারণি ৫	চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ	৫৫
সারণি ৬	বাংলাদেশ হতে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি	৫৯
সারণি ৭	চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ	৬৫
সারণি ৮	চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	৬৬
সারণি ৯	চামড়া খাতের জন্য সাধারণ কর্মপরিকল্পনা	৭৪
সারণি ১০	চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের কর্মপরিকল্পনা	৯৫
সারণি ১১	চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা (চামড়াজাত ও অচামড়াজাত) উপখাতের কর্মপরিকল্পনা	৯৯
সারণি ১২	তৈরি পোশাক খাত এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতের মধ্যে প্রধান নীতিগত বৈষম্য	১০৬
সারণি ১৩	রাজস্ব নীতিমালা সংক্রান্ত পদক্ষেপ	১০৭
সারণি ১৪	রাজস্ব নীতিমালা বহির্ভূত পদক্ষেপ	১০৮
সারণি ১৫	অতিরিক্ত নীতিগত সহায়তার জন্য সুপারিশ	১০৮
সারণি ১৬	ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি	১০৯
সারণি ১৭	প্রতিযোগী দেশগুলোর ক্ষেত্রে লিড টাইম	১০৯

শব্দসংক্ষেপ

আইআরডি	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন)
আইএনইএসসিওপি	পাদুকা ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (ইন্সতিতুতো টেকনোলঘিকো দেল কারখাগ এ কনেকসাস)
আইএফসি	ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন
আইএমএফ	আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (ইন্টারন্যাশনাল মনেটারি ফান্ড)
আইএলইটি	চামড়া প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি)
আইএলও	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন)
আইএসসি	ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল
আইডিবি	ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)
আরঅ্যান্ডডি	গবেষণা ও উন্নয়ন (রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)
আরএমআইএ	রূপরেখা বাস্তবায়নকারী সংস্থা (রোডম্যাপ ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্ট)
আরএমজি	তৈরি পোশাক (রেডি-মেড গার্মেন্টস)
আরএসএল	নিষিদ্ধ উপাদানের তালিকা (রেসট্রিকটেড সাবস্টেন্সেস লিস্ট)
আরজেএসসি	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (অফিস অব দ্যা রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস)
আরডি	নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (রেগুলেটরি ডিউটি)
ইআরডি	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইকোনমিক রিলেশনস ডিভিশন)
ইইউ	ইউরোপীয় ইউনিয়ন
ইউএনআইডিও	জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনাইটেড ন্যাশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)
ইউএনও	জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা (ইউনাইটেড ন্যাশনস অর্গানাইজেশন)
ইউএসএ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাইটেড স্টেটস অব অ্যামেরিকা)
ইউএসপি	বিশেষ গুণ (ইউনিক সেলিং পয়েন্ট)
ইউকে	যুক্তরাজ্য (ইউনাইটেড কিংডম)
ইউপি	ব্যবহারের অনুমতি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন)
ইডিএফ	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড)
ইপিজেড	রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন)
ইপিবি	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো)
ইবিএ	এভরিথিং বাট আর্মস
ইসিসি	পরিবেশ ছাড়পত্র (এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট)
এআইটি	অগ্রিম আয়কর (অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স)
এইচএস	হারমোনাইজড সিস্টেম
এএসএসওএমএসি	ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানুফ্যাকচারার্স অব ফুটঅয়্যার, লেদারগুডস অ্যান্ড ট্যানিং টেকনোলজি
এটিভি	অগ্রিম বাণিজ্যিক মূসক (অ্যাডভান্স ট্রেড ভ্যাট)
এডিবি	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক)
এনআইএফটি	ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি

এনএসডিসি	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল)
এনপিও	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
এনবিআর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ)
এফআইডি	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন)
এফওবি	ফ্রি অন বোর্ড
এফওয়াই	অর্থবছর (ফাইনান্সিয়াল ইয়ার)
এফডিআই	প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডায়রেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)
এফডিডিআই	ফুটঅয়্যার ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
এমআরএসএল	শিল্পক্ষেত্রে নিষিদ্ধ উপাদানের তালিকা (ম্যানুফ্যাকচারিং রেসট্রিকটেড সাবস্টেন্সেস লিস্ট)
এমএন	মিলিয়ন
এমএলডি	দৈনিক দশ লাখ লিটার (মিলিয়ন লিটার্স পার ডে)
এমওআই	শিল্প মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অব ইন্ডাস্ট্রিজ)
এমওইউ	সমঝোতা স্মারক (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং)
এমওইএফসিসি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ)
এমওসি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রি অব কমার্স)
এমডব্লিউ	মেগাওয়াট
এমভিএ	মেগাভোল্ট এম্পিয়ার্স
এলইইডি	লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন
এলএফএমইএবি	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি, বাংলাদেশ (লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটঅয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ)
এলএসবিপিসি	লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল
এলডব্লিউজি	লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ
এলডিসি	স্বল্পোন্নত দেশ (লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি)
এলসি	ঋণপত্র (লেটার অব ক্রেডিট)
এলসিসি	অবস্থানস্থল সংক্রান্ত ছাড়পত্র (লোকেশন ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট)
এসআরও	স্ট্যাচুটরি রেগুলেটরি অর্ডার
এসএমই	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ)
এসএলএ	সেবা সংক্রান্ত চুক্তি (সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট)
এসকিউএফটি	বর্গফুট (স্কয়ার ফুট)
এসডি	সম্পূরক শুল্ক (সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি)
এসডিজি	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস)
এসপিভি	জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত যানবাহন (স্পেশাল পারপাজ ভেহিকল)
এসবিডব্লিউএইচ	স্পেশাল বন্ডেড অয়্যারহাউজ
ওঅ্যান্ডএম	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স)
ওইএম	অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং
ওএফআইডি	ওপেক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন তহবিল (ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট)
ওএসএস	ওয়ান স্টপ সার্ভিস
ওডিএম	অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং
কুয়েট (কেইউইটি)	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (খুলনা ইউনিভারসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি)
কোয়েল (সিওইএল)	সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর লেদার স্কিল বাংলাদেশ লিমিটেড

ক্যাড (সিএডি)	কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন
ক্যাম (সিএএম)	কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং
জিএসপি	অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স)
জিডিপি	মোট দেশজ উৎপাদন (গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট)
জেডডিএইচসি	দূষণকারী রাসায়নিকের শূন্য নির্গমন (জিরো ডিসচার্জ অব হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল)
জেভি	যৌথ উদ্যোগ (জয়েন্ট ভেনচার)
টিইডি	ঢাকা চামড়াশিল্প নগরী (ট্যানারি এস্টেট ঢাকা)
টিওআর	চুক্তির শর্ত (টার্মস অব রেফারেন্স)
টিকেএইচ	কারিগরি জ্ঞান (টেকনিকাল নো-হাউ)
টিটিএম	অস্থায়ী কর স্থগিতকরণ (টেম্পোরারি ট্যাক্স মোরাটোরিয়াম)
ডিওই	পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট)
ডিপিআর	বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট)
ঢাকা ওয়াসা	ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুয়ারেজ অথোরিটি)
পিএমইউ	কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট)
পিএমবি	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বোর্ড (প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বোর্ড)
পিপিপি	সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ)
ফাও (এফএও)	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন)
বিআইসিএফ	বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড
বিএইচটিপিএ	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথোরিটি
বিএন	বিলিয়ন
বিএফএলএলএফইএ	বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটঅয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন
বিএবি	বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড
বিএমইটি	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেইনিং)
বিএসটিআই	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন
বিওডি	জৈব অক্সিজেন চাহিদা (বায়োলজিকাল অক্সিজেন ডিমান্ড)
বিটিএ	বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন
বিডা (বিআইডিএ)	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি)
বিপিসি	বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল
বিবিআইএন	বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত (ইন্ডিয়া), নেপাল ইনিশিয়েটিভ
বিমস্টেক	বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিকাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন
বিসিআইএম	বাংলাদেশ, চীন, ভারত (ইন্ডিয়া), মিয়ানমার – ফোরাম ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন
বিসিক (বিএসসিআইসি)	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন)
বুয়েট (বিইউইটি)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ ইউনিভারসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি)
বেজা (বিইজেডএ)	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথোরিটি)
বেপজা (বিইপিজেডএ)	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোনস অথোরিটি)
মূসক	মূল্য সংযোজন কর
রিচ (আরইএসিএইচ)	রাসায়নিক দ্রব্যাদির নিবন্ধন, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও বিধিনিষেধ (রেজিস্ট্রেশন, ইভালুয়েশন, অথোরাইজেশন অ্যান্ড রেসট্রিকশন অব কেমিক্যালস)
সিইটিপি	কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগার (সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট)
সিএজিআর	যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট)

সিএফসি	কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার
সিএলআরআই	সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট
সিএলই	কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টস
সিওডি	রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড)
সিটিসিপি	পর্তুগাল পাদুকা প্রযুক্তি কেন্দ্র (সেনত্রো তেকনোলজিকো দু কালকাদু দি পর্তুগাল)
সিডি	আমদানি শুল্ক (কাস্টমস ডিউটি)
সিডিপি	কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি
সিপিডি	সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ
সিসিআইই	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (অফিস অব দ্যা চিফ কন্ট্রোলার অব ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস)

সারসংক্ষেপ

দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অভাবনীয় ও স্থিতিশীল। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে রপ্তানি খাত প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তবে, রপ্তানির সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে তৈরি পোশাক খাত। মোট রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ৮২ শতাংশের বেশি। রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য শুধু তৈরি পোশাক খাতের উপর নির্ভরশীল থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বহিরাগত অভিঘাত ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা সংক্রান্ত ঝুঁকি রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিতে তুলনামূলক বেশি। রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণের মাধ্যমে এসব ঝুঁকি মোকাবেলা করা সম্ভব।

বাংলাদেশ সরকার দেশটির রপ্তানি পরিসর বহুমুখী করা এবং তৈরি পোশাক খাতের বাইরে অন্যান্য রপ্তানিমুখী খাতকে সহায়তা করতে সচেষ্ট। বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর) অন্যতম ভিত্তি রপ্তানি বহুমুখীকরণ। সুতরাং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বছরগুলোতে এ লক্ষ্যে সরকারি তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। রপ্তানি বহুমুখীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী খাতগুলো চিহ্নিত করেছে। এছাড়া রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাসহ খাতভিত্তিক রূপরেখা তৈরিতেও মন্ত্রণালয়টি নিয়োজিত রয়েছে। এ কাজে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করছে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)। আইএফসির 'বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ) ২' কর্মসূচির আওতায় তৈরি করা এই রপ্তানি রূপরেখাগুলোর মূল লক্ষ্য উচ্চ উৎপাদনশীল খাতের রপ্তানি-দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা। এসব রূপরেখা বাস্তবায়িত হলে এসব খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং তা অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পোন্নয়নে অবদান রাখবে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাতগুলোর অন্যতম চামড়া খাত[১]। অভ্যন্তরীণ হিস্যা ও রপ্তানি উভয় পর্যায়েই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খাতটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। শিল্পোৎপাদন ও দেশের জিডিপিতে খাতটির অবদান যথাক্রমে ২ শতাংশ[২] ও ০.৬ শতাংশ। চামড়া খাত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি শিল্প। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে সরাসরি নিয়োজিত ছিল ৫,৫৮,০০০ জন[৩]। এছাড়া আরও ৩,০০,০০০ লোক এ খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে কাজ করেছে।[৪] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক খাতের পরেই ছিল চামড়া খাতের অবস্থান। এই খাতের সম্ভাবনা বিবেচনা করে

---

১ এই রপ্তানি রূপরেখায় চামড়া খাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়েছে: ট্যানিং বা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ (ফিনিশড চামড়া), পাদুকা এবং অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য।

২ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। [অনলাইন] সংগ্রহস্থল: epb.portal.gov.bd।

৩ Paul, Hira & Antunes, Paula & Covington, Anthony & Evans, P & Phillips, P.S. (2013). Bangladeshi Leather Industry: An Overview of Recent Sustainable Developments. Society of Leather Technologists and Chemists. 97. 25-32.

৪ বাংলাদেশের চামড়া খাত এবং ট্যানারি শিল্প, বিএমইটি। [অনলাইন] সংগ্রহস্থল: http://www.bmet.org.bd/BMET/resources/Static%20PDF%20and%20DOC/publication/Brief%20on%20Leather%20sector%20and%20Tannery%20industry%20in%20Bangladesh.pdf।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকার চামড়া, চামড়াজাত পণ্য এবং চামড়াজাত পাদুকাকে 'বর্ষ পণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছিল। এছাড়া, ২০২১ সালের মধ্যে এ খাতে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়েছিল।

চামড়া খাতের এই গতি ধরে রাখার লক্ষ্যে রপ্তানি রূপরেখায় চামড়া খাতের রপ্তানি বৃদ্ধির কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে, যা রূপরেখাটির নিম্নোক্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে:

- ২০২৫ সালের মধ্যে চামড়া রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়া।
- ২০২১ সালের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের চামড়া রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

চামড়াজাত পণ্য ব্যবহারে শত বছরের ঐতিহ্যের পাশাপাশি পুরো বিশ্বের মোট গবাদিপশুর ১.৩-১.৮ শতাংশের আবাসস্থল বাংলাদেশে হওয়া সত্ত্বেও বৈশ্বিক চামড়া বাণিজ্যে দেশটির হিস্যা মাত্র ০.৫ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে জাবরকাটা পশুর সংখ্যা ৫.৫ কোটি। এছাড়া দেশটিতে রয়েছে বিপুল ও সস্তা শ্রমশক্তি, ৬,২০০টি কারখানা (ট্যানারি, চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা) এবং রপ্তানিমুখী চামড়া বাণিজ্যের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা ও রপ্তানি প্রণোদনাসহ নানামুখী সরকারি সহায়তা। এসব কারণে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ তার সামর্থ্য ও সক্ষমতা বাড়াতে পারে। তবে রপ্তানির বর্তমান প্রবণতা থেকে বলা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা বেশ কঠিন হবে। চামড়া খাতের বিকাশে সরকারের পক্ষ থেকে পরিকল্পিত ও সমন্বিত বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ আশু প্রয়োজন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে: বেসরকারি খাতের পণ্য প্রস্তুতকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, ট্যানারি শিল্পে প্রাথমিক স্তরের কাঁচামাল উৎপাদন ও রপ্তানি থেকে উচ্চমূল্যের ও কমপ্লায়েন্ট চামড়া উৎপাদনে যাওয়া, সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টের মাধ্যমে কৌশলগত ব্র্যান্ডিং, ব্যাপক মাত্রার অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, চামড়ার বৈশ্বিক বাজারে জোরালো বাজারজাতকরণ, প্রধান প্রধান ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতার সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করা এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা বাজারের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) ও যৌথ উদ্যোগে (জেভি) আকৃষ্ট করা।

রপ্তানি রূপরেখা বাস্তবায়নকালে রপ্তানি প্রাক্কলন

২০১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে এবং ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখাটি তৈরি করা হয়েছে। এ রূপরেখায় প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য দুইটি দৃশ্যকল্প বিবেচনা করা হয়েছে। ১ম দৃশ্যকল্প রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা, স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি এবং অতীতের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে তৈরি। অন্যদিকে ২য় দৃশ্যকল্পের প্রাক্কলন বের করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার উপর নির্ভর করে। প্রাক্কলন দুইটি নিম্নরূপ:

সারণি ১: চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানির প্রাক্কলন[৫]

পণ্যের ধরন	ভিত্তি বছর	দৃশ্যকল্প ১		দৃশ্যকল্প ২	
	২০১৫-১৬	২০২০-২১	২০২৪-২৫	২০২০-২১	২০২৪-২৫
চামড়া (কোটি মার্কিন ডলার)*	২৮.৮	৪৬.৮	১১০.৫	১০০.০	৩৪৮.০
চামড়াজাত পাদুকা – মোট জোড়া (কোটি)	৪.৮	১০.৮	১৯.০	২২.৭	৮৫.১
চামড়াজাত পাদুকার মূল্য (কোটি মার্কিন ডলার) – (ক)	৪৯.৪	১৫০.০	৩১২.৬	৩২৫.০	১,৪০০.০
চামড়াজাত পণ্য – মোট পণ্যদ্রব্য (কোটি)	৪.৪	৯.০	২৩.৪	২০.০	৩৬.৩
চামড়াজাত পণ্যের মূল্য (কোটি মার্কিন ডলার) – (খ)	৩৪.৫	৮৪.০	২৪০.০	১৭৫.০	৩৪০.০
মোট রপ্তানি মূল্য (কোটি মার্কিন ডলার) – (ক) + (খ)	**৮৩.৯**	**২৩৪.০**	**৫৫২.৬**	**৫০০.০**	**১,৭৪০.০**

* বাংলাদেশে মূল্য সংযোজিত চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে রপ্তানিকারক সংস্থাগুলো কর্তৃক চামড়া ক্রয়ের হার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই এখানে সম্ভাব্য ও প্রত্যক্ষ চামড়া রপ্তানির সমন্বিত মূল্য প্রদান করা হলো।

রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ও প্রবণতা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন থেকে খাতটি এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সুতরাং, ১ম দৃশ্যকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলেও অবিলম্বে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

উভয় দৃশ্যকল্পে উৎপাদনের উপাদান হিসেবে চামড়া (দেশীয় ও আমদানিকৃত উভয় ধরনের), বিনিয়োগ, শ্রমশক্তি, ভূমি এবং বিদ্যুতের চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক নিচে উপস্থাপন করা হলো। প্রত্যেক দৃশ্যকল্পে উৎপাদনের পরিমাণের সমানুপাতিক হারে উপাদান চাহিদা নির্ধারিত হয়েছে।

সারণি ২: দুইটি দৃশ্যকল্পের জন্য উপাদান চাহিদা

উপাদান চাহিদা	দৃশ্যকল্প ১		দৃশ্যকল্প ২	
	২০২১	২০২৫	২০২১	২০২৫
চামড়া (কোটি বর্গফুট)	৭২	১৬০	১৫৭	৩৭০
অতিরিক্ত বিনিয়োগ (কোটি মার্কিন ডলার)	১১০	২৩৫	৩৪০	৮৩০
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (নতুন চাকরির সংখ্যা)	১,৯৮,০০০	৩,৮০,০০০	৬,০০,০০০	১৬,১০,০০০
নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান*	১,৩৮,৬০০	২,৬৬,০০০	৪,২০,০০০	১১,২৭,০০০
জমি (একর)	৩০০	৮০০	৯০০	২,৭০০
বিদ্যুৎ (মেগাওয়াট)	৪০	৭৫	১৩০	৩৫০

* চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম – ৬০ শতাংশ – হতে পারে। তবে পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য উপখাতগুলোতে তা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নারী কর্মসংস্থান গড়ে মোট কর্মসংস্থানের ৭০ শতাংশ ধরে এখানে নারীদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসব প্রাক্কলন ও উপাদান চাহিদার উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের চামড়া খাতের জন্য একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

---

[৫] উৎস: ট্রেডম্যাপ।

চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখার লক্ষ্য

বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা একীভূত ও বৃদ্ধি করা এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ ও সাসটেইনেবল পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিতে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়া।

অর্জনের উপায়

বর্তমান বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম ও কমপ্লায়েন্ট রাখতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বেশকিছু কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যৌথ উদ্যোগ ও কারিগরি সহযোগিতা আকারে অভ্যন্তরীণ ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে প্রধান প্রধান বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। উন্নততর কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই ও রপ্তানির উপযোগী কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করে দেশীয় কাঁচামালে মূল্য সংযোজন সর্বোচ্চ স্তরে নেওয়া। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত মানদণ্ডগুলো অর্জন করতে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ও সনদপত্র প্রদানকারী অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাকে শক্তিশালী করা এবং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অধিক, উন্নত ও শোভন চাকরি তৈরিতে সাহায্য করা। চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে তৈরি পোশাক খাতের সমান (বাড়তি কিছু না হলেও) সুবিধা ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা, যাতে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের শুরুতেই খাতটির প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

চ্যালেঞ্জসমূহ

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা জরুরি। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হতে পারে। আর এজন্য দরকার পরিকল্পিত, বাস্তবসম্মত ও সক্রিয় পদক্ষেপ। পুরো রপ্তানি খাত যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি রয়েছে সেগুলো হলো: অপর্যাপ্ত যোগাযোগ অবকাঠামো, জটিল কর ও শুল্ক ব্যবস্থা, কষ্টসাধ্য ও প্রলম্বিত ব্যাংকিং লেনদেন, মালামাল পরিবহনে দীর্ঘসূত্রিতা, বন্দরে পণ্য খালাসে ধীর গতি ও অস্বাভাবিক রকমের বেশি লিড টাইম, ব্যবসা পরিচালনায় চড়া খরচ, কর ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও যৌথ উদ্যোগে দীর্ঘসূত্রিতা। অন্যান্য রপ্তানি খাতের মতো চামড়া খাতও একই রকম পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে। অধিকন্তু, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ হলে বিদ্যমান রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা হারাবে। এসব চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি চামড়া খাতের অতিরিক্ত কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে যা মোকাবেলার জন্য হস্তক্ষেপ এবং বাস্তবসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী সংশোধনী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

চামড়া খাতে যে বিশেষ চ্যালেঞ্জগুলো বিদ্যমান রয়েছে তা নিম্নরূপ:

অপর্যাপ্ত কমপ্লায়েন্স

পুরো চামড়া খাতের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ক্রেতারা চায় রপ্তানি পণ্যটি পরিবেশগত, সামাজিক ও শ্রম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্সসমূহের মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। সুতরাং, বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর মূল

নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে চামড়া খাতের পণ্যগুলোর কমপ্লায়েন্স। হাজারীবাগের পরিবেশগত সমস্যার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ট্যানারি পণ্য রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। আনন্দের সংবাদ হলো, কারখানাগুলো ইতোমধ্যে সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির জন্য সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর কাজ সম্পূর্ণ করা এবং কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) পরিচালনার উপযোগী করে তোলা জরুরি।

কাঁচামাল ক্রয় সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স (বিশেষত ঈদুল আযহার সময়)

বিভিন্ন শহর ও তার বাইরে থেকে ঈদুল আযহার সময় ৪০-৫০ শতাংশ কাঁচা চামড়া ও ছাল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কাঁচা চামড়া রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা কঠিন। চামড়া খাতের মধ্যস্বত্বভোগীরা যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণে ব্যাঘাত ঘটায়, যার কারণে পুরো সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঈদের সময়ে দেশব্যাপী অদক্ষ ও আধাদক্ষ কসাইদের মাধ্যমে একটি বড় সংখ্যক পশু জবাই করানো হয়, যা চামড়া ও ছালের অনেক ক্ষতিসাধন করে। পশু জবাইয়ের বিদ্যমান পরিকাঠামো নাজুকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে এবং সেখানে অস্বাস্থ্যকর ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে চামড়া নাড়াচাড়া করা হয়ে থাকে। এসবের ফলে চামড়ার মূল্য হ্রাস পায়।

সিইটিপির অপর্যাপ্ত সক্ষমতা

সাভারের সিইটিপি পূর্ণাঙ্গরূপে সক্রিয় নয়। বেশির ভাগ ট্যানারিই পরিবেশগত বিধিমালা এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট মানদণ্ডসমূহ মেনে চলে না। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। ঢাকা চামড়াশিল্প নগরীর অসম্পূর্ণ আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর কারণে চামড়ার উৎস নির্দেশক (ট্রেসেবিলিটি) ব্যবস্থাপনা যথাযথ থাকছে না। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং স্থানীয় চামড়া দ্বারা উৎপাদিত চামড়াজাত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। ট্যানারিগুলোতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি; ফিনিশড চামড়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতির মাত্রা ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিচ (রাসায়নিক দ্রব্যাদির নিবন্ধন, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও বিধিনিষেধ) মানদণ্ডের সাথে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মান ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার হালনাগাদে ঘাটতি

বিশ্বজুড়ে চামড়াজাত পণ্য প্রধানত একটি ফ্যাশন পণ্য। এক্ষেত্রে তাই গুণগত মান ও নকশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড এবং সর্বশেষ প্রবণতা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আকর্ষণীয় ফ্যাশন ও নকশা উদ্ভাবনে সতর্ক পর্যবেক্ষণ দরকার। খাতটির প্রবৃদ্ধি বাড়াতে দক্ষতা ও ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কারিগরি শ্রমশক্তির উন্নয়ন ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে কারিগরি সহায়তা জরুরি। ক্রাস্ট চামড়া তৈরি থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে যেতে কারখানাগুলোর প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

চামড়া খাতে একটি নিয়মিত সমস্যা হচ্ছে আধাদক্ষ ও দক্ষ শ্রমশক্তি থেকে শুরু করে নকশাকার, কারিগরি শ্রমিক, মান ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাসহ তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা পর্যন্ত দক্ষ কর্মীর অভাব।

শিল্প ও বিদ্যায়তনের মধ্যে বিদ্যমান দূরত্ব দূর করা একটি গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ। এটা করা গেলে বিষয় পরিকল্পনা, পাঠ্যসূচি ঠিক করা, শিল্পকারখানায় স্নাতক ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ প্রদান এবং একাডেমিক গবেষণার মানের উপর প্রভাব পড়বে, প্রকারান্তরে যা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশ সরকার অর্থনীতিকে নিয়ামকনির্ভর প্রবৃদ্ধি থেকে উৎপাদনশীলতা ও উদ্ভাবননির্ভর প্রবৃদ্ধিতে নিয়ে গেছে। এই উদ্দেশ্যে বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে। অতএব, অধিক উৎপাদনশীলতার জন্য সরকারের বাজেটের সাথে মান ও প্রক্রিয়া হালনাগাদে সামঞ্জস্য ঘটাতে হবে।

ফিনিশড চামড়া উৎপাদনের জন্য কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারের অভাব

পণ্যের ভ্যালু চেইনকে ক্রাস্ট চামড়া থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে নিয়ে যেতে হলে ট্যানারিগুলোতে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে প্রচুর বিনিয়োগ দরকার। নতুন যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি ট্যানারির উৎপাদন কার্যক্রম কম হওয়ায়, এসব ট্যানারি এই বিনিয়োগকে আর্থিকভাবে লাভজনক মনে করে না। সুতরাং, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ট্যানারির জন্য কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার থাকতে হবে।

মূল্য সংযোজনকে উৎসাহ প্রদানে নীতিমালার অনুপস্থিতি

বাংলাদেশের ট্যানারিগুলোতে খুব অল্প পরিমাণ ক্রাস্ট চামড়াকে ফিনিশড চামড়ায় রূপান্তর করা হয়। দেশে প্রক্রিয়াজাত কাঁচা চামড়া ও ছাল ক্রাস্ট চামড়া হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে। এতে দেশের অভ্যন্তরে বিশেষ মূল্য সংযোজন ঘটে না। ট্যানারিগুলোকে পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নত করতে উৎসাহিত করা হলে তা চামড়া খাত ও দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অর্জনে ভূমিকা রাখবে। এখানে উল্লেখ্য যে ফিনিশড চামড়ার মূল্য ক্রাস্ট চামড়ার মূল্যের চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি[৬]।

সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর সীমিত সক্ষমতা

রপ্তানি রূপরেখায় নির্ধারিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। খাতটির দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম, রাজশাহীর মতো অঞ্চলেও নতুন চামড়াশিল্প নগরী স্থাপন করতে হবে।

পশ্চাৎমুখী সংযোগের অভাব

সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেলে তা খাতের প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ভ্যালু চেইনে সংযোগ ঘটানোর প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের চামড়া খাত বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। ট্যানারিগুলোর যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সরঞ্জাম দরকার। বেশির ভাগ ট্যানারি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ও সরঞ্জাম বাইরে থেকে আমদানি করা হয়। শিল্পের চাহিদা পূরণ করতে এসব উপকরণের পশ্চাৎমুখী সংযোগ যথেষ্ট নয়।

বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগে ধীর গতি

দ্রুত প্রবৃদ্ধির রপ্তানির জন্য চামড়া খাতে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ আকর্ষণ করা জরুরি। চামড়া খাতের প্রধান সংস্কার হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীতি-নির্ধারকদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এখনও পর্যাপ্ত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও যৌথ উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আনা এবং খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হয়েই আছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যাপক মাত্রায় ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতার সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা জরুরি। বিনিয়োগ ও সাপ্লাই চেইন স্থানান্তরে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের শর্তাবলি সহজ ও আকর্ষণীয় করা দরকার।

সীমিত বাজার প্রবেশ সুবিধা

সর্বমোট বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার অতি নগণ্য – মাত্র ০.৫ শতাংশ। কমপ্লায়েন্সের মানদণ্ডসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ, ট্রেসেবিলিটি ও ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ।

---

[৬] ২০১০-২০১৫ সময়ের মধ্যে ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া রপ্তানিতে বিশ্বজুড়ে মূল্য ব্যবধান নিয়ে একটি বিশ্লেষণে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

তৈরি পোশাক খাতের অনুরূপ সুবিধা ও প্রণোদনার ঘাটতি

তৈরি পোশাক খাতের ধারাবাহিক ও দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য খাতটি বছরের পর বছর অনুপ্রেরণামূলক নীতি সহায়তা ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা পেয়ে এসেছে। গত তিন দশক ধরে খাতটি নানা সরকারি প্রণোদনা পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই চামড়াসহ অন্যান্য খাত একইরকম নীতি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় রপ্তানি প্রণোদনা পাচ্ছে না।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য সহায়ক পরিস্থিতির অনুপস্থিতি

চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প জড়িত রয়েছে। পণ্যের মান, নকশা, পণ্যের ধরন, উৎপাদনশীলতা এবং সর্বোপরি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এসব শিল্পের উৎকর্ষতা দরকার।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণের জন্য সুপারিশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পর্যালোচনার ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি দেশের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হয়ে আসতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশ[৭] হিসেবে বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) পেয়ে থাকে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে অধিকাংশ পণ্য (এইচএস ৯৩ ছাড়া এইসএস ০১-৯৭) রপ্তানিতে উন্নত দেশগুলো হ্রাসকৃত বা শূন্য শুল্কের সুবিধা দিয়ে থাকে। এই সুবিধার অধীনে বাংলাদেশ ৩৮টি দেশে শূন্য আমদানি শুল্ক সুবিধা উপভোগ করে থাকে। এদের মধ্যে ২৮টি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত এবং বাকি ১০টি অন্যান্য দেশ। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ হলে এবং শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা হারালে বাংলাদেশ গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে যা দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে মোকাবেলা করা সম্ভব হতে পারে।

সুপারিশকৃত পদক্ষেপসমূহ

রপ্তানি রূপরেখায় চামড়া খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলো হলো:

কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত মানদণ্ড অনুসরণ করা

- *কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা:* সামনের বছরগুলোতে ট্যানারি ও চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি উন্নত করা চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে কোনো খাত যাতে বেড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করে কমপ্লায়েন্স। চামড়া খাতের জন্য কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত কয়েকটি হস্তক্ষেপ সুপারিশ করা হলো:
  - সমিতিগুলোর সাথে পরামর্শ করে সামাজিক, পরিবেশগত, রাসায়নিক নিরাপত্তা, পেশাগত ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নির্দেশিকা এবং সনদপত্র প্রদান বিষয়ক কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড ও চাহিদাকে ভিত্তি ধরে এগুলো তৈরি করতে হবে।
  - কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত সকল ধরনের মানদণ্ডের শর্তাবলি বিদ্যমান কারখানাগুলোকে মেনে চলতে হবে। সকল নতুন কারখানায় কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখতে হবে।

---

[৭] জাতিসংঘের অন্তর্গত দেশগুলোর একটি তালিকা।

- একটি কার্যকর ব্যবসায়ী সমিতির অধীনে একটি সাসটেইনেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কর্মস্থলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সামাজিক কমপ্লায়েন্স মানদণ্ডগুলো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন খাতটি মেনে চলছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করবে এই সেল।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চামড়া খাতের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে একটি সাসটেইনেবিলিটি কমপ্লায়েন্স সেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহ পূরণে সহায়তা করতে কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগে চামড়া খাতকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের সনদপত্র অর্জন করতে চামড়া খাত ও ট্যানারিসহ এর উপখাতগুলোকে কারিগরিভাবে সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- খাতটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহ পুরোপুরি পূরণ করতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি করতে হবে এবং যতদিন তা না হয় ততদিন একে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত এসব সনদপত্র ও মানদণ্ড ছাড়াও ট্যানারি শিল্পের সর্ববৃহৎ অঞ্চল অর্থাৎ সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন পুরো মাত্রায় সম্পন্ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারের (সিইটিপি) যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ট্যানারিগুলো এবং সর্বোপরি চামড়া খাত টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সকল ট্যানারি কর্তৃক কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডসহ সঠিক বোঝাপড়া সহকারে সামগ্রিক বর্জ্য নির্গমন নীতিমালা মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ।
- ট্যানারির উপজাত পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে মূল্য সংযোজনে অবদান রাখা সম্ভব। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান করতে নির্দিষ্ট বিনিয়োগ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভ্যালু চেইনের নিচের ভাগকে শক্তিশালী করতে হবে। এটা কঠিন বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে নিম্নবর্তী ব্যবসায় কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মান ও উৎপাদনশীলতা

- *শিল্প খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান দূর করা:* কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিল্প খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান দূরত্বের অবসান ঘটাতে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি। পারস্পরিক সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করতে শিল্প খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত আলোচনায় বসতে হবে। চামড়া খাতের আধুনিকায়নে এবং উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে খাতটির কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- *প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ:* শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নত করতে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রয়োজন। চামড়া নিয়ে ফলিত গবেষণার জন্য দেশীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা অনুদান সংস্থার সাথে টুইনিং[৮] বা আনুষ্ঠানিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

[৮] ম্যাকডোনা গয়রহের (২০০২) মতে, টুইনিং হচ্ছে 'যুক্তরাজ্যের কোনো নির্দিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের অনুরূপ কোনো বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাপ্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করা, যার উদ্দেশ্য হবে চাহিদার সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করা এবং পরবর্তী সকল পর্যায়ে কার্যকর পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা'। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হচ্ছে কোনো অগ্রসর প্রতিষ্ঠান (উদাহরণস্বরূপ, সিএলআরআই) এবং বিকাশের মধ্য পর্যায়ে রয়েছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের (যেমন, আইএলইটি) মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা। উৎস: Macdonagh, R., Jiddawi, M., and Parry, V. (2002). Twinning: The future for sustainable collaboration. BJU International. 89(Supl.): 13-17. সংগ্রহস্থল: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1465-5101.2001.128.x/pdf।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন

চামড়া খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং দেশীয় চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে প্রায় ১৬০টি কারখানা রয়েছে যেগুলো হয় প্রত্যক্ষভাবে রপ্তানি কার্যক্রমে পরিচালনা করছে, নয়তো রপ্তানি বাজারে সংযুক্ত রয়েছে। ঠিকাদারি ও অন্যান্য উপায়ে রপ্তানিকারকদের সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (প্রায় ২,৫০০ কারখানা) সংযোগ ঘটানো যেতে পারে। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বহুবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্লাস্টার বা গুচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী ছোট ছোট কারখানা আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতকারক খাত হিসেবে এখনও স্বীকৃতি পায়নি। এসব কারখানার সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে এবং অর্থনীতিতে এদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রার অবদান পেতে সরকারের উচিত এখনই প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

- *ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন:* একটি বড় সংখ্যক ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ রয়েছে যা হয় সরাসরি অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য কাজ করে অথবা ঠিকাদার হিসেবে – বিশেষ করে ব্যস্ত মৌসুমে – বড় কারখানাগুলোর জন্য কাজ করে। মান, নকশা, পণ্যের ধরন, উৎপাদনশীলতা এবং সর্বোপরি এসব গুচ্ছের উৎপাদন উন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। একটি বা দুইটি গুচ্ছ যদি আধুনিক উৎপাদন চর্চা ও প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে, তাহলে তা অন্যান্য গুচ্ছের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। কুটিরশিল্প গুচ্ছ (আর্টিজানাল ক্লাস্টার) সম্পর্কে বোঝাপড়া পরিষ্কার করতে এবং কোন কোন উপায়ে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে তা খুঁজে বের করতে গবেষণা পরিচালনা করা দরকার।

কাঁচা চামড়া ও ছালের মান উন্নয়ন

কাঁচা চামড়া ও ছালের মান উন্নয়নের জন্য পশুপালন থেকে জবাই করা, চামড়া ক্রয় থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি, ট্যানারিগুলোকে ক্রাস্ট চামড়া উৎপাদন থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে যেতে সহায়তা করতে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা জরুরি। এসব বিশেষজ্ঞ মান ও প্রক্রিয়া উন্নয়নে কাজ করবেন। ট্যানারিগুলো কর্তৃক এসব বিশেষজ্ঞ নিয়োগে ভর্তুকি প্রদান করতে একটি কর্মসূচি দরকার হবে। ক্রাস্ট চামড়া উৎপাদন থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে যেতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সাপেক্ষে এবং খরচ ভাগাভাগির ভিত্তিতে এই ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে।

কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন

ফিনিশড চামড়া উৎপাদনের জন্য কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারের (সিএফসি) পাশাপাশি প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে কারিগরি সহায়তা জরুরি। ক্রাস্ট থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনের জন্য একটি সিএফসি নির্মাণ করতে হবে, যা ট্যানারিগুলো ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে চামড়া খাতের প্রাথমিক পর্যায়েই এ ধরনের সিএফসি নির্মাণ করা হয়েছে। ট্যানারিগুলোর উপর আর্থিক বোঝা কমানোর পাশাপাশি ট্যানারিগুলোকে নতুন প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতির জন্য কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে যে খরচ করতে হতো সেই খরচওহ্রাস করবে সিএফসি।

নতুন চামড়া উৎপাদনে গবেষণা

বর্তমানে বাংলাদেশ মাত্র কয়েক ধরনের চামড়া উৎপাদন করে থাকে। উৎপাদনের বড় অংশই হচ্ছে ক্রাস্ট চামড়া; নতুন ধরনের চামড়া উৎপাদনে গবেষণা ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা খুব একটা হয়নি। এছাড়া ট্যানারদের মধ্যে নিম্নমানের চামড়ার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। যেকোনো চামড়া বা ছালের প্রতিটি লটে এ ধরনের চামড়ার পরিমাণ কমপক্ষে ২০ শতাংশ। সুতরাং, নতুন চামড়ার গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য এবং প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন।

নতুন বাজারে প্রবেশ ও নতুন পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে বহুমুখীকরণ

পাদুকা: পণ্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে এসপাড্রিল একটি উদ্ভাবনী পণ্য যা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। উপখাতটির জন্য নিম্নে কয়েকটি নতুন বাজার উল্লেখ করা হলো:

- খেলাধুলার পাদুকা – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া।
- পাদুকা, গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত, বাইরে রাবার বা চামড়ার আবরণসহ প্লাস্টিকের তৈরি, নেসোই – ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও কানাডা।
- পাদুকা, বাইরে রাবার বা চামড়ার আবরণসহ প্লাস্টিকের তৈরি, নেসোই – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য।

অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য: আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত অতীতের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যমান বাজারসমূহে বাংলাদেশ যেসব নতুন পণ্য সরবরাহ করতে পারে তাদের মধ্যে রয়েছে ট্রাংক ও সুটকেস। যেসব সম্ভাব্য বাজারে উপখাতটি প্রবেশ করতে পারে তাদের মধ্যে রয়েছে:

- হাতব্যাগ – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কোরিয়া, জাপান, জার্মানি ও চীন।
- হাতমোজা ও দস্তানা – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন ও সুইডেন।
- বেল্ট ও কার্তুজ রাখার বেল্ট – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও কোরিয়া।
- চামড়াজাত অন্যান্য সামগ্রী – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, জার্মানি ও ফ্রান্স।

সরাসরি বাজারজাতকরণ

বড় ব্র্যান্ড ও পাইকারদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করার কথা বিবেচনায় রেখে চামড়া ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশকে একটি বাজার হিসেবে তুলে ধরতে হবে। এজন্য আন্তর্জাতিক মেলা ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদলে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বাজার প্রবেশ সুবিধা উন্নত করতে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। সরাসরি বাজারজাতকরণের সময় আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত পরিবেশগত, সামাজিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সের মানদণ্ডসমূহের অগ্রগতি এবং খাতটির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তাকে তুলে ধরতে হবে।

বর্তমান নীতি সহায়তা শক্তিশালী করা

বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের হাতিয়ার হিসেবে বাণিজ্য নীতিকে ব্যবহারে সচেষ্ট। রপ্তানি বাজারে দেশটির সফলতা অর্জনে বাণিজ্য নীতিটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। গত ১০ বছরে সামগ্রিক রপ্তানির পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৬ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১,২০০ কোটি মার্কিন ডলার, যা ২০১৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৩,৮০০ কোটি মার্কিন ডলারে[৯]। পাদুকা খাতের জন্য প্রণীত বিশেষ নীতিমালা এবং বাণিজ্য প্রণোদনাও খাতটির বিকাশে ভূমিকা রেখেছে। পণ্য খাতটিতে মাত্র ছয় বছরে রপ্তানি মূল্য তিনগুণ হয়েছে; ২০১০ সালে যার পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি মার্কিন ডলার, ২০১৬ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০ কোটি মার্কিন ডলারে। এক্ষেত্রে বিধিমালার কঠোর প্রয়োগসহ অর্থনৈতিক প্রণোদনা আকারে নীতি সহায়তা প্রয়োজন।

---

[৯] ট্রেডম্যাপে উল্লেখিত উপাত্ত অনুযায়ী।

বন্ডেড অয়্যারহাউজ সুবিধা ও শুল্ক ফেরত প্রক্রিয়া উন্নত করা

বাংলাদেশের বন্ডেড অয়্যারহাউজ কাঠামোর অধীনে লাইসেন্সধারী পণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো রপ্তানিমুখী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ বিনা শুল্কে আমদানি করতে পারে। বিশ্বব্যাংক পরিচালিত এক অনুসন্ধানে বন্ডেড অয়্যারহাউজ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি তৈরির মাধ্যমে বন্ডেড অয়্যারহাউজ কাঠামো উন্নত করতে কয়েকটি পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছিল। এক্ষেত্রে লেনদেনভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকিনির্ভর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। চামড়া রপ্তানিকারকদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে বন্ডেড অয়্যারহাউজের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এই রপ্তানি রূপরেখায় সুপারিশ করা হচ্ছে।

দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) থেকে একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং দুই বা তিনজন নেতৃস্থানীয় শিল্পপ্রতিনিধি নিয়ে এবং নিম্নোক্ত দায়িত্ব দিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করার সুপারিশ করা হলো:

- বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিতে বিদ্যমান প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করুন।
- এফডিআই আকর্ষণ করতে বিনিয়োগ করে থাকে এমন দেশগুলোতে (চীন, ভিয়েতনাম, ইত্যাদি) সফর করুন।
- চামড়া খাতের বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সভা-সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করুন।

এখানে উল্লেখ্য যে বিদেশি বেশ কয়েকটি বড় চামড়া ব্যবসায়ী বাংলাদেশে তাদের কারখানা স্থানান্তর করতে আগ্রহী, যারা কোনো শিল্পনগরে নিজেদের কারখানা নির্মাণ না করে কারখানা নির্মাণের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা চাইতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা সহজ ও উৎসাহব্যঞ্জক হতে হবে।

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের উপর বিশেষ নজর দেওয়া

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতকে আধুনিকায়ন করতে এবং উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা অবলম্বনের মাধ্যমে খাতটির সক্ষমতা শক্তিশালী করতে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শ্রমশক্তির প্রশিক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। সুপারিশকৃত সকল ক্ষেত্রে যদি আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহলে আশা করা যায় যে আসন্ন চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবেলা করতে গিয়ে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত যথেষ্ট দৃঢ় ও সম্প্রসারিত হবে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা শক্তিশালী করা

সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, বিশেষ করে এফডিআই বা যৌথ উদ্যোগকে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার পরিবর্তে যেকোনো প্রয়োজনে শুধুমাত্র একটি সংস্থার – বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের – সাথে যোগাযোগ করলেই চলবে এমন ব্যবস্থা যদি গড়ে তোলা যায়, তবে তা হবে এ ধরনের বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বিশাল এক পদক্ষেপ।

নীতিমালা ও অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজলভ্য করা

সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা যাতে তাদের প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করার পূর্বে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে সেজন্য দেশে ব্যবহারযোগ্য জমির বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা যেতে পারে। এসব প্রচারে জমির অবস্থান, ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, এ ধরনের জমির প্রধান বৈশিষ্ট্য ও মূল্য ইত্যাদি তথ্য থাকতে হবে।

কর ও নীতিমালা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা

কর, শুল্ক ও মূসক আরোপ, ব্যবসা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতিমালায় নানা ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে। দেশে উদ্ভাবন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। বিশেষভাবে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উপখাতে এই বাধা প্রকট। একটি স্থিতিশীল ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে নীতিমালা, আইন ও বিধিবিধানসমূহ চার কিংবা পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারণ করা উচিত। উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে এবং রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করতে চামড়া ও পাদুকা শিল্পের জন্য একটি পৃথক শুল্ক কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

রপ্তানি নীতির সুষম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

২০১৫-১৮ সালের সর্বশেষ রপ্তানি নীতিতে বাংলাদেশ হতে সামগ্রিক রপ্তানি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই সরকারি নীতিতে পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যকে দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। খাতটির জন্য নীতি সহায়তার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে:

- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বাইরে অবস্থিত রপ্তানিমুখী কারখানাগুলো অভ্যন্তরীণ বাজারে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পণ্য বিক্রি করতে পারবে, অর্থাৎ যে সকল চামড়া কারখানা তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্যের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে, প্রণোদনা পাওয়ার ক্ষেত্রে সেসব কারখানাও শতভাগ রপ্তানিমুখী কারখানা হিসেবে বিবেচিত হবে।
- নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের জন্য রপ্তানি ভর্তুকি প্রযোজ্য হবে। ভর্তুকির পরিমাণ হবে ৫ থেকে ১৫ শতাংশ।
    - চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিতে নগদ অর্থ প্রণোদনা ১২.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে, যা ২০১৬ অর্থবছর হতে কার্যকর রয়েছে।
    - সাভারে স্থানান্তরিত কারখানাগুলো থেকে ক্রাস্ট চামড়া রপ্তানিতে ৫ শতাংশ নগদ অর্থ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।
- রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সকল ধরনের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা।
- চামড়া খাতের জন্য নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিতে সহজ শর্তে শুল্ক সুবিধা।
- অন্যান্য নীতি সহায়তার পাশাপাশি কর অবকাশ, রপ্তানিমুখী চামড়া খাতের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা, বন্ডেড অয়্যারহাউজের মাধ্যমে সহায়তা।
- রপ্তানি উন্নয়নের জন্য ঋণপত্র (লেটার অব ক্রেডিট) ও তহবিলের বিপরীতে ৯০ শতাংশ ঋণ সহায়তা।
- রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা (এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি) প্রকল্প।

নগদ অর্থ প্রণোদনা ও অন্যান্য নীতিমালা সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা যাতে জেনে-বুঝে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য নগদ অর্থ প্রণোদনা ও বাণিজ্য নীতির মতো নীতিমালা ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে না হলেও, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর রাখতে হবে।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ[১০] (এফডিআই) আকর্ষণ

যেহেতু বিনিয়োগকারীরা বৈশ্বিক বাজার, ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তাই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি এফডিআই। সাধারণত বিনিয়োগকারীরা এমন স্থানেই বিনিয়োগ কওে, যার ইতোমধ্যে বৈশ্বিক বাজারের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অতিরিক্ত সুযোগ। বাংলাদেশ এখনও ছয় বছর শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা উপভোগ করতে পারবে।

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনাইটেড ন্যাশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ইউএনসিটিএডি) 'বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০১৯' অনুযায়ী, ২০১৮ সালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ২০১৭ সালের ২১৫ কোটি মার্কিন ডলার থেকে ৬৭.৯৪% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬১ কোটি মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে[১১]। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশে এফডিআই বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালের মধ্যে ৯৬০ কোটি মার্কিন ডলার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে[১২]। এফডিআই প্রবাহ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে জোরালো ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের ২০০ কোটি মার্কিন ডলার (নেট) এফডিআই প্রবাহের ১৬৩.৫ লাখ মার্কিন ডলার (নেট) এফডিআই চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে এসেছিল, যা মোট এফডিআই প্রবাহের ১ শতাংশেরও কম[১৩]। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে এফডিআই প্রবাহ সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই খাতে এফডিআই প্রবাহের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। তবে এরপর থেকে এই খাতে এফডিআই প্রবাহের হার কমতে শুরু করেছে।

সময়ের পরিক্রমায় এফডিআই প্রবাহের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে যে পরিমাণ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আসে তার ৭৫ শতাংশের বেশি আসে নেদারল্যান্ড, চীন ও হংকং থেকে। বাংলাদেশে শীর্ষ ছয় বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং ও নরওয়ে। শীর্ষ এই ছয় দেশের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়, কেবল হংকং বাদে কোনো দেশই বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতের বড় বিনিয়োগকারী দেশগুলোর মধ্যে নেই।

ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক

বৈশ্বিক রপ্তানি বাজারে যেকোনো দেশের জন্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সম্প্রসারণে ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতারা চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। চামড়া খাতেও অনুরূপ পদক্ষেপ ও ব্যবসায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সরকারের নীতি সহায়তা নিয়ে বেসরকারি প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকরা পণ্য ক্রয়ে ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পারে।

---

[১০] বাংলাদেশ ব্যাংক চামড়া খাতের এফডিআই সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত পুরো খাতের যোগফল আকারে প্রদান করেছিল, যা চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা অধ্যায়ে এফডিআই নিয়ে আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। এ কারণে, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রকৃত পরিমাণ জানা যায়নি।

[১১] Source: https://www.dhakatribune.com/business/economy/2019/06/24/report-bangladesh-tops-fdi-list-in-south-asia-in-2018.

[১২] সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬ - ২০২০ অর্থবছর)। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[১৩] উৎস: Bangladesh Bank. (2016). FDI in Bangladesh, Survey Report. [অনলাইন] সংগ্রহস্থল: https://www.bb.org.bd/pub/halfyearly/fdisurvey/fdisurveyjanjun2016.pdf।

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের চামড়া খাতের মারাত্মক ভাবমূর্তি সংকট রয়েছে। খাতটির ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য অন্যতম কৌশলগত উপকরণ হতে পারে 'সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং', যা রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলোতে (ইপিজেড) এফডিআই প্রবাহ

দেশে এফডিআই প্রবাহ বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)[১৪] প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প প্রবৃদ্ধি সম্প্রসারণ পরিকল্পনার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে বেশকিছু সুবিধার প্রস্তাব করা হয়েছে। চামড়া খাতের জন্য দুইটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সরকার ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগগুলোকে স্বয়ংক্রিয় ও সক্রিয় করে তোলা এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা

বিডা, বেজা, এনবিআর, আরজেএসসি, ইপিবি এবং সিসিআইইর মতো সংস্থা ও বিভাগগুলোতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং সেবা প্রদান সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হওয়া উচিত।

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ

সাভারের চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে বিদ্যমান অন্যান্য চ্যালেঞ্জের উপর বাংলাদেশের নজর দেওয়া দরকার। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলো যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

কমপ্লায়েন্স

কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়গুলোর বাইরেও চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতে কিছু অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে বেশির ভাগ কারখানাই পরিবেশগত বিধিমালা এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট মানদণ্ডগুলো মেনে চলে না। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে।

অধিকন্তু, দেশে উৎপাদিত চামড়ার ট্রেসেবিলিটি বা সনাক্তকরণ সক্ষমতা নিম্নমানের। ঢাকা চামড়াশিল্প নগরীর অসম্পূর্ণ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো একে আরও দুর্বল করার পেছনে ভূমিকা রাখছে। এসব কারণে, দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং বাংলাদেশ থেকে দেশীয় চামড়া দ্বারা উৎপাদিত চামড়াজাত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, অভিযোগ রয়েছে যে কারখানাগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হারে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে। কারখানাগুলোতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। ফিনিশড চামড়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতির পরিসীমা ইউরোপীয়

---

[১৪] EPZs in Bangladesh: An attractive investment destination. [n.d.]. BEPZA. [অনলাইন] সংগ্রহস্থলঃ https://www.bdembassyuae.org/pdf/EPZ%20in%20Bangladesh%20-%20An%20Attractive%20Investment%20Destination.pdf।

ইউনিয়নের রিচ মানদণ্ড অর্থাৎ রাসায়নিক দ্রব্যাদির নিবন্ধন, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও বিধিনিষেধ সংক্রান্ত মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কাঁচা চামড়া ক্রয় করাও একটি চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে ঈদের সময়ে। এই সময়ে শহর ও গ্রাম থেকে ৪০-৫০ শতাংশ কাঁচা চামড়া ও ছাল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কাঁচা চামড়া রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা কঠিন। মধ্যস্বত্বভোগীরা যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণে ব্যাঘাত ঘটানোর ফলে পুরো সাপ্লাই চেইনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

বাহ্যিক অবকাঠামো

- *পশু জবাইয়ের দুর্বল অবকাঠামো:* পশু জবাইয়ের বর্তমান অবকাঠামো নাজুকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে, যেখানে অস্বাস্থ্যকর ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে চামড়া নাড়াচাড়া করা হয়। ফলে চামড়ার মূল্য হ্রাস পায়। ঈদের সময়ে দেশব্যাপী অদক্ষ ও আধাদক্ষ কসাইদের হাতে বড় সংখ্যক পশু জবাই হয়ে থাকে, যা কাঁচা চামড়া ও ছালের অনেক ক্ষতি করে।
- *সিইটিপির অপর্যাপ্ত সক্ষমতা:* সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) দৈনিক ২৫,০০০ ঘনফুট তরল বর্জ্য পরিশোধন করতে পারে। সুতরাং সেখানে চামড়া উৎপাদনের পরিমাণ এই সীমার মধ্যে রাখতে হবে। শীঘ্রই চামড়ার চাহিদা সরবরাহের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তখন সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর মতো আরেকটি চামড়াশিল্প নগরী স্থাপন করতে হতে পারে অথবা বড় বড় যেসব কারখানার একক সক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে অন্যান্য স্থানে স্থানান্তর করতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার মানদণ্ড নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বর্তমান সিইটিপিতে কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত সকল মাপকাঠি পূরণ করা হচ্ছে না, যা ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।
- *পানির অদক্ষ ব্যবহার:* ব্যবহারের ভিত্তিতে পানির মূল্য নির্ধারিত না হওয়ায় কারখানাগুলোতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর ফলে তরল বর্জ্য শোধনাগারে বিপুল পরিমাণে তরল বর্জ্য জমা হয়। শোধনাগারের এই অতিরিক্ত তরল বর্জ্য পরিশোধন করার সক্ষমতা নেই।
- *কোল্ড চেইন সংরক্ষণ:* কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য কোন কোল্ড চেইন ব্যবস্থা নেই। অপরিশোধিত কাঁচা চামড়ায় পচন ধরার কারণে কারখানাগুলো ভালো মানের কাঁচামাল পায় না।
- *বর্জ্য নির্গমন ও পুনর্ব্যবহার:* বর্জ্য নির্গমন ও পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিং ব্যবস্থার অভাবে উচ্চ মাত্রার দূষণ সৃষ্টি এবং কাঁচামালের অপচয় হয়, যা লাভজনক পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অর্থায়ন

- *অপর্যাপ্ত অর্থায়ন:* বেশকিছু কারখানা সাভারে এখনও জমি বরাদ্দ পায়নি। এ কারণে এসব কারখানা স্থানান্তরের জন্য অর্থের আবেদনও করতে পারছে না। হাজারীবাগ থেকে সাভারের চামড়াশিল্প নগরীতে কারখানাগুলোকে স্থানান্তর করা একটি ব্যয়বহুল কর্মযজ্ঞ। সকল কারখানার জন্য এই খাতে মোট খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৬.২ কোটি মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় আনুমানিক ৭,০০০ কোটি টাকা)।

প্রযুক্তি

- *উচ্চমূল্যের চামড়া উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অভাব:* ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কারখানাগুলো উচ্চ মূল্যের চামড়া উৎপাদনে প্রয়োজনীয় আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির ব্যয় বহন করতে সক্ষম নয়।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন সভায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণের জন্য সুপারিশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মূল্যায়নের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি দেশের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হয়ে আসতে পারে। উত্তরণের পরে বিদ্যমান বাজারে বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা আর থাকবে না। ২০২৪ সালের পরে চামড়া খাত কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে তা চিহ্নিত করতে একটি বিস্তারিত অনুসন্ধান কার্যক্রম অতি দ্রুত শুরু করা দরকার। অবিলম্বে জেনেভায় অবস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়ে সংস্থাটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব দৃঢ় করা উচিত।

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

- অবিলম্বে হাজারীবাগ থেকে কারখানাগুলো স্থানান্তর করতে হবে।
- কর অবকাশসহ ন্যায্য ও যৌক্তিক অর্থায়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারের সকল উপাদান ও প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ আন্তর্জাতিক শর্তাদি অনুযায়ী এর ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক পরিবেশ মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে হাজারীবাগ অঞ্চলকে ‘সবুজ চামড়া কারখানা অঞ্চল’ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ঈদুল আযহার সময়ে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে কাঁচা চামড়া ও ছাল ক্রয় করতে হবে।
- চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারীদের সহযোগিতা নিয়ে চামড়া ক্রয়ের পরিকল্পিত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদপত্র অর্জনে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারীদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে।
- এলডব্লিউজি ছাড়পত্র পেতে কারখানাগুলোকে কারিগরি সহায়তা দিতে হবে।
- সিইটিপির কার্যকর পরিচালনার পথে প্রযুক্তিগত, পরিচালনা বিষয়ক ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।
- কমপ্লায়েন্স পরিমাপক মানদণ্ডের আলোকে পরিশোধন প্ল্যান্টগুলোসহ সিইটিপির একটি স্বাধীন কারিগরি মূল্যায়ন করতে হবে।
- সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর সিইটিপির টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে একটি বেসরকারি সংস্থাকে নিযুক্ত করতে হবে।
- কারখানাগুলো হতে বর্জ্য নির্গমনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- বরাদ্দপ্রাপ্তদের প্রস্তাবিত উৎপাদন সক্ষমতা মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে ট্যানারিগুলোর উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত করতে হবে।
- সিইটিপি সম্পর্কে কারখানাগুলোর ধারণা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা।
- সিইটিপির নির্ধারিত মানদণ্ড মেনে চলতে কারখানাগুলোর উৎপাদন পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।
- কারখানাগুলোর কঠিন বর্জ্য থেকে লাভজনক উপজাত পণ্য উৎপাদন করা।
- প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা এবং তা সম্ভাব্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিকট উপস্থাপন করা।
- সাভার ও অন্যান্য সম্ভাব্য অঞ্চল, যেমন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিগৃহণকৃত ও প্রতিষ্ঠিত জমি ও অঞ্চলে সকল ধরনের সুবিধা নিশ্চিত করা।
- সাভারে বরাদ্দপ্রাপ্তদের কাছে জমির দখল হস্তান্তর দ্রুত সম্পন্ন করতে সুবিধাভোগীদের পরামর্শক্রমে মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা।
- খাতটির জন্য একটি নিয়মানুগ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- স্বচ্ছতার পরিমাপক হিসেবে প্রথমে সমিতি পর্যায়ে এবং পরে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ শুরু করা।

চামড়াজাত ও অচামড়াজাত উপখাতসমূহের বিশেষ চ্যালেঞ্জ

চামড়া ও চামড়া ব্যতীত অন্যান্য (অচামড়া) উপখাতে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা মোকাবেলায় অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এসব উপখাতে কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি রয়েছে। পরিবেশগত, সামাজিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহের ঘাটতির কারণে অনেক আন্তর্জাতিক বায়িং হাউজ বাংলাদেশ হতে পণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকে। এক্ষেত্রে যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। যাচাইকরণ, প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত চর্চা এবং আন্তর্জাতিক যাচাইকরণ ও প্রত্যয়ন ব্যবস্থার ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য প্রধান প্রতিবন্ধকতা, যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে লিড টাইম ও পণ্য বাতিলের ঝুঁকি। উপখাতসমূহে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও কারখানা সম্প্রসারণের জন্য অর্থের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যেহেতু দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমশক্তির অভাবে উপখাতসমূহে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তাই কার্যকর মানবসম্পদ এখানে গুরুত্বপূর্ণ। পণ্য নকশা করার কাজে দক্ষ লোকের ঘাটতি রয়েছে। দেশে কর্মরত বেশির ভাগ নকশাকার বিদেশি। এর ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মূল্য সংযোজন কমে যায়। দেশে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা ও সক্ষমতাও সীমিত। ফলত, এসব কাজের জন্য বিদেশিদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। প্রতিষ্ঠিত পণ্য প্রস্তুতকারক কারখানাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। কারণ, নারীরা ছোট কারখানার চেয়ে বড় কারখানায় নিজেদের বেশি নিরাপদ মনে করে। চামড়া ও চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট উপখাতগুলোর শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ কম। যেহেতু স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন পণ্য উৎপাদন করে না, তাই পণ্যের নকশার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার সহজলভ্য নয়। এছাড়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় এবং দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়। মোল্ড বা ছাঁচ, আনুষঙ্গিক জিনিশপত্র ও উপকরণের জন্য প্রস্তুতকারকরা আমদানির উপর নির্ভর করে বিধায় লিড টাইম বৃদ্ধি পায়।

অচামড়াজাত পাদুকা উপখাতে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অচামড়াজাত পণ্যের মান ও উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের কারণে এর চাহিদা চামড়া খাতকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়েই পরিবর্তনের এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কারখানাগুলোর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন সক্ষমতার বর্তমান অবকাঠামোর বিবেচনায়, বাংলাদেশ সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক জ্ঞান সংযোজন করে সহজেই পরিবর্তনের এই সুযোগটি নিতে পারে। বিশ্বব্যাপী চাহিদার নতুন নতুন প্রবণতার সাথে খাপ খাওয়াতে অচামড়াজাত পাদুকা খাতকে বাড়তি মনোযোগ ও নীতি সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় চামড়াজাত পাদুকার সাথে অচামড়াজাত পদুকাকেও সংযুক্ত করা দরকার।

চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা প্রতস্তুতকারকরা যে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করছে, সেগুলোর কয়েকটি নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

কমপ্লায়েন্স

কারখানা ও উৎপাদনস্থলে পরিবেশগত, সামাজিক ও নিরাপত্তাজনিত কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ঘাটতির কারণে অনেক আন্তর্জাতিক বায়িং হাউজ বাংলাদেশ হতে পণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকে।

পণ্য যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে পণ্য যাচাই, সনদপত্র প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণ চর্চার অভাব রয়েছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের যাচাই ও সনদপত্র প্রদানের কোনো কর্মসূচিও এখানে নেই। এর কারণে লিড টাইম বৃদ্ধি পায়।

অর্থায়ন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও কারখানা সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন সুবিধা অত্যন্ত সীমিত।

মানবসম্পদ

নিচের ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমশক্তির অভাব রয়েছে:

- *পণ্য নকশা:* পণ্য নকশার ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। দেশে বর্তমানে কর্মরত বেশির ভাগ নকশাকারই বিদেশি। এর ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মূল্য সংযোজন কম হয়।
- *ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা:* দেশে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা ও সক্ষমতাও সীমিত। ফলে এসব কাজের জন্য বিদেশিদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়।
- *শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার কম:* প্রতিষ্ঠিত প্রস্তুতকারক কারখানাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। কারণ নারীরা ছোট কারখানার চেয়ে বড় কারখানাগুলোতে নিজেদের বেশি নিরাপদ মনে করে। কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোর ঘাটতির কারণে নারীরা কর্মমুখী হন না।

প্রযুক্তি

যেহেতু স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠান পণ্যের নতুন নকশা তৈরি করে না, তাই পণ্যের নকশার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার সহজলভ্য নয়। এছাড়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় এবং দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়।

উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ

মোল্ড বা ছাঁচ, আনুষঙ্গিক জিনিশপত্র ও উপকরণের জন্য প্রস্তুতকারকরা আমদানির উপর নির্ভর করে। এর ফলে লিড টাইম বৃদ্ধি পায়।

চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

- চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা খাতের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে একটি বিস্তারিত অনুসন্ধান পরিচালনা করতে হবে।
- চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পাদুকা প্রস্তুতকারকদের মৌলিক কমপ্লায়েন্স উন্নত করুন।
  - আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহ মেনে চলায় কারখানাগুলোকে সহায়তা করতে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
  - কমপ্লায়েন্সের সুবিধা এবং কমপ্লায়েন্স না থাকার ঝুঁকি ও ক্ষতি সম্পর্কে কারখানাগুলোকে অবহিত করতে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালনা করুন।
  - প্রতিটি কমপ্লায়েন্সের সাথে জড়িত প্রণোদনা ও এর বিপরীতে ক্ষতির ঝুঁকি উল্লেখ করে একটি কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সারণি তৈরি করুন।
  - সামাজিক, পরিবেশগত, রাসায়নিক, নিরাপত্তাজনিত, পেশাগত এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সের একটি জাতীয় নির্দেশিকা ও সনদ প্রদান কর্মসূচি তৈরি করুন।

- খাতটি যেন টেকসই হয় তা নিশ্চিত করুন।
  - কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি দক্ষতা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকদের সহায়তা করুন।
- চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা খাতের দক্ষতা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে একটি কারিগরি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন যা নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করবে:
  - কোনো খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ও রাসায়নিক উপাদান পরীক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি করুন।
  - খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাতটির জন্য একদল প্রশিক্ষক তৈরি করুন।
  - কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বেসরকারি খাতের জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।
  - কোনো খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় শ্রমশক্তির জন্য একটি পরীক্ষাভিত্তিক সনদ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করুন।
  - কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করুন।
  - অচামড়াজাত পাদুকা উৎপাদন কার্যক্রমে ডিস্কিলিঙের উপযোগী (অর্থাৎ, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা বা দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনার) ক্ষেত্র খুঁজে বের করুন।
- ফ্যাশন ও নকশা তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন এবং দেশের পাদুকা উপখাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।
  - পাদুকা নকশা, উন্নয়ন ও ফ্যাশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন।
  - আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে নকশা কেন্দ্রের জন্য মানবসম্পদ তৈরি করুন।
  - দেশীয় নকশাকারদের সাথে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত নকশাকারদের বাংলাদেশে নিয়ে আসুন। মৌসুম ভিত্তিতে তাঁদের আনা যেতে পারে।
  - বাজার গবেষণার জন্য একটি রেফারেন্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করুন।
  - খাতটির সম্ভাবনা তুলে ধরতে এবং খাতটিতে সৃষ্টিশীল লোকদের আকর্ষণ করতে মেলা, প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন।
- কাঁচামাল ও উপকরণের আমদানি ব্যয় হ্রাস করুন।
  - রপ্তানিকারকদের দেওয়া ইউটিলাইজেশন ডিকলারেশন পর্যালোচনা করতে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে অনুমোদন প্রদান করুন।
  - উপকরণ প্রস্তুতকারী শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করুন, যাতে এই শিল্প বাংলাদেশের প্রস্তুতকারকদের চাহিদা মেটাতে পারে এবং দেশের বাইরেও রপ্তানি করতে পারে।
- অর্থায়ন সুবিধা বৃদ্ধি করুন।
  - কমপ্লায়েন্স মেনে চলছে বা মেনে চলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এমন কারখানার জন্য রাজস্ব ও কর প্রণোদনার ব্যবস্থা করুন।
- সামাজিক, নিরাপত্তাজনিত এবং পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স উন্নত করুন।
  - অগ্নিনিরাপত্তা ও অন্যান্য কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি উন্নত করতে তৈরি পোশাক খাতের ন্যায় আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করুন।
- বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য নীতিমালা কাঠামো উন্নত করুন।
  - পরিকল্পনা ঝুঁকি হ্রাস করুন এবং অনিশ্চয়তা দূর করুন।
- নির্বাচিত বিদেশি বাজারে শিল্প ও দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করুন।
  - চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য দেশগুলোতে অনুষ্ঠান ও মেলা আয়োজন করতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
  - রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশে প্রথমে সমিতি ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করবে এবং ধীরে ধীরে এর পরিধি বৃদ্ধি করবে।
  - চামড়া খাতের জন্য একটি বিশেষ সচিত্র সাময়িকী প্রকাশ করুন।
  - নির্বাচিত বাজারসমূহে প্রভাববিস্তারকারী ওপিনিয়নলিডারদের বাংলাদেশে সফর করতে এবং বাংলাদেশের সক্ষমতা সম্পর্কে লেখার আহ্বান জানান।

    - প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন দিতে প্রস্তুতকারকদের সহায়তা করুন। রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ক্রেতাদেও কাছে পণ্যের পরিচিতি ও প্রাপ্যতার তথ্য পৌঁছে দেয়ার পথ সুগম করুন।
- প্রধান প্রধান আমদানিকারক ও ব্র্যান্ডের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে কারখানাগুলোকে সহায়তা করুন।
    - কারখানাগুলোর পণ্য প্রদর্শনীর জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করুন।
- অন্যান্য দেশ হতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করুন।
    - সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছাতে বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করুন।
- বাংলাদেশে অচামড়াজাত খাতে পণ্য বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করুন।
    - নতুন পণ্য নিয়ে গবেষণা করতে শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
- উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করে গড়ে অধিকতর মূল্য পেতে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প জাতীয় উদ্যোগগুলোকে উপযোগী করে তুলুন।
    - কুটিরশিল্প জাতীয় উদ্যোগগুলো সম্বন্ধে ধারণা পেতে এবং বাংলাদেশে চামড়াজাত ও অচামড়াজাত উপখাতসমূহের জন্য শিল্পটিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা চিহ্নিত করতে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করুন।
- এসপাড্রিল পাদুকা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন। এর মানোন্নয়ন ও বাজারকে বহুমুখী করুন।
    - এই পণ্যটি রপ্তানির জন্য আন্তর্জাতিক বাজার চিহ্নিত করতে এবং কারখানাগুলোকে এই পণ্যটি রপ্তানি করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পণ্যটি ও এর বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো বাজার প্রতিনিধি নিয়োগ করুন।
- অচামড়াজাত পাদুকা পণ্যের নকশার সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
    - একটি নকশা, পণ্য উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করুন।
- বর্তমান ও নতুন নতুন মাধ্যমে অচামড়াজাত পাদুকা প্রস্তুতকারকদের জন্য বাজার প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধি করুন।
    - সরাসরি ও ডিজিটাল বাজারজাতকরণের জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করুন।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে গঠিত কেন্দ্রে রপ্তানি রূপরেখার একটি পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।

ভূমিকা

বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর একটি। দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধি অভাবনীয় ও স্থিতিশীল। গত এক দশক ধরে দেশটির গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশ। সম্প্রতি দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ ছাড়িয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে রপ্তানি খাত প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তবে, রপ্তানির প্রধান একটি অংশ জুড়েই রয়েছে তৈরি পোশাক খাত। মোট রপ্তানি আয়ে এ খাতের অবদান ৮২ শতাংশের বেশি। যেকোনো অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য কেবল তৈরি পোশাক খাতের উপর নির্ভরশীল থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বহিরাগত অভিঘাত ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিতে বেশি থাকে। রপ্তানি পরিসর ও রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণের মাধ্যমে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায়। রপ্তানি বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

তৈরি পোশাক খাতের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য খাতের মধ্যে বহুমুখীকরণের অন্যতম বড় দাবিদার হতে পারে চামড়া খাত। শিল্পোৎপাদন এবং দেশের জিডিপিতে খাতটির অবদান যথাক্রমে ২ শতাংশ এবং ০.৬ শতাংশ। খাতটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি শিল্প, যেখানে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানে ৫,৫৮,০০০ লোক নিয়োজিত রয়েছে। চামড়াজাত পণ্য ব্যবহারে শত বছরের ঐতিহ্যের পাশাপাশি পুরো বিশ্বের মোট গবাদিপশুর ১.৩-১.৮ শতাংশের বাস বাংলাদেশে। তবুও, বৈশ্বিক চামড়া বাণিজ্যে দেশটির হিস্যা মাত্র ০.৫ শতাংশ। সুতরাং, বাংলাদেশে চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধি ঘটানোর অনেক বড় সুযোগ রয়েছে।

২০২৫ সালের মধ্যে চামড়া রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের মধ্যে জায়গা করে নেওয়া এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের চামড়া খাতের গতিশীলতা বাড়াতে রপ্তানি রূপরেখাটিতে চামড়া খাতের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কর্মকৌশল তুলে ধরা হয়েছে।

অতীতে মানসম্পন্ন চামড়ার আন্তর্জাতিক বাজারে উন্নত দেশগুলোর প্রাধান্য ছিল। ১৯৭০ সাল থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে ক্রমেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানান্তর হতে শুরু করেছে। চীন এই সুযোগটি গ্রহণ করে এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বৃহত্তম প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকে পরিণত হয়। সম্প্রতি চীনে বড় ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে, যার ফলে দেশটিতে মজুরি কাঠামো ও উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেছে। বিভিন্ন কারণেই চীন নতুন নতুন দেশে এখন এর বিনিয়োগ নিয়ে যেতে চায়। ভিয়েতনাম এই সুযোগটি পুরোদমে কাজে লাগিয়েছে এবং চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে লক্ষণীয় উন্নতি করেছে। ২০০১ থেকে ২০১৭ সালের ব্যবধানে চামড়া খাত থেকে দেশটির রপ্তানি আয় ১৫৫ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭০০ কোটি মার্কিন ডলার। চীন ও অন্যান্য বড় প্রস্তুতকারক দেশ তাদের উৎপাদনের একটি বড় অংশ ইতোমধ্যে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়াসহ অন্যান্য দেশে স্থানান্তর করে ফেলেছে। এসব দেশ এখন তাদের কারখানাগুলোকে নতুন নতুন উপযুক্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুঁজছে। এ লক্ষ্যে তাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়য় দেশ বা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উদার এফডিআই কাঠামো, কম ব্যয়ে ব্যবসা করার সুযোগ এবং সরকারের স্থিতিশীল নীতিমালার নিশ্চয়তা।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণ এবং যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব দেশের বিনিয়োগকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার এখনই উপযুক্ত সময়। এসব বিদেশি বিনিয়োগকারীর জন্য বাংলাদেশের চামড়া খাত একটি বিকল্প হিসেবে হাজির

হতে পারে। বাংলাদেশে বছরে ২৮.৮ কোটি বর্গফুট চামড়া উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় সুবিধা। উৎকৃষ্ট চামড়া পৃষ্ঠ (গ্রেইন প্যাটার্ন), অভিন্ন জমিনের গঠন (ফাইবার স্ট্রাকচার) ও মসৃণতাসহ সরবররাহের প্রাচুর্যতার কারণে বাংলাদেশের চামড়াকে অন্যতম উৎকৃষ্ট চামড়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইপিজেডগুলোর কল্যাণে শীর্ষ ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা এবং বেশকিছু বেসরকারি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যোগাযোগের উন্নত অবকাঠামো এবং শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধার কল্যাণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য বাজারে দৃঢ় উপস্থিতির সুবাদে বাংলাদেশ – নিজের উদার এফডিআই নীতিমালার সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগিয়ে – চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে পরবর্তী প্রধান দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এফডিআই ও যৌথ উদ্যোগের জন্য বেজা একটি অতিরিক্ত সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। বেজার দেওয়া লাভজনক সুবিধার কারণে আরও বেশি বিদেশি প্রস্তুতকারক বাংলাদেশে তাদের উৎপাদন শুরু করতে, বাংলাদেশ থেকে তাদের কাজ করিয়ে নিতে কিংবা পণ্য সংগ্রহে উৎসাহিত হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক বাজারে চামড়াজাত পণ্য আমদানি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ধরনের চামড়াজাত পণ্য আমদানি কিছুটা হ্রাস পাওয়া ব্যতীত প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশে এসব পণ্যের আমদানিতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। এর অর্থ হচ্ছে, এসব দেশের ভোক্তারা সস্তা মূল্যে এসব পণ্য ক্রয় করতে আমদানির উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। নিকট ভবিষ্যতে এই প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেতে পারে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

বিশ্ববাজারে চামড়াজাত পণ্য আমদানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য বিদ্যমান। পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের মোট বৈশ্বিক আমদানির ৭৫ শতাংশের বেশি করে থাকে এরা। এর বাইরে বিকাশমান আরও বাজার থাকলেও এসব দেশের ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার কারণে চামড়াজাত পণ্যের বাজারে তাদের প্রাধান্য হ্রাস পাবে না। সুতরাং, দেশ দুইটির উপর গুরুত্বারোপ অব্যাহত রাখতে হবে।

বৈশ্বিক রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাদুকা রপ্তানিতে এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী প্রতিযোগী ভিয়েতনাম আর ইউরোপের অন্যতম প্রতিযোগী পর্তুগাল। পাদুকা রপ্তানিতে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় পর্তুগাল না থাকলেও সাম্প্রতিককালে দেশটির পাদুকা খাত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এর পেছনে বেশকিছু কারণ কাজ করছে। প্রথমত, অনলাইন বাজারজাতকরণ এবং অন্যান্য উদ্ভাবনের কারণে বৈশ্বিক খুচরা বাজার লক্ষণীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, অর্ডারের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, সরবরাহের সময় কমে যাচ্ছে, এবং নকশাকাররা ঘন ঘন নতুন মডেল ও নকশা তৈরি করছে। এসব কারণে সরবরাহকারীকে যেকোনো পরিবর্তনের সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তৎপর থাকতে হবে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং ব্যবহার কৌশল রপ্ত করার মাধ্যমে পর্তুগাল বিকাশমান বাজারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে পুনরায় অর্ডারের ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য অনেক। এ কারণে বাংলাদেশের পাদুকা প্রস্তুতকারকদের জন্য পর্তুগাল প্রত্যক্ষ প্রতিযোগী হিসেবে হাজির হয়েছে। তবে, ডিজিটাল বাজারজাতকরণ ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের এই কৌশল বাংলাদেশের পাদুকা প্রস্তুতকারকরাও অনুসরণ করতে পারে।

বিশ্ববাজারে চামড়াজাত পাদুকা রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে চীন ও হংকংয়ের পরেই রয়েছে ভিয়েতনাম, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও তুরস্ক। এরা সবাই পাদুকা উৎপাদনকারীও বটে। অন্যদিকে, শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় রয়েছে জার্মানি, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ড। এই দেশগুলোর তেমন কোনো উৎপাদন কার্যক্রম নেই বলে এরা নিজেরা প্রথমে আমদানি করে তা পুনরায় রপ্তানি করে থাকে। বৈশ্বিক বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বাংলদেশের অবগত থাকা উচিত। পাশাপাশি উদীয়মান চামড়া খাতের জন্য পরিকল্পনা ঠিক করতে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করাও জরুরি।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটলে প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তৈরি পোশাক খাতের অনুরূপ রপ্তানি বৃদ্ধি করতে চামড়া খাতের পুরো কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে। রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন ব্যাপক আকারের সরকারি হস্তক্ষেপ। এক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। রপ্তানি রূপরেখায় খাতটির প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যক কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়েছে।

চামড়া খাতের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ একটি রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

লক্ষ্য

বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা একীভূত ও বৃদ্ধি করা এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ মানবসম্পদ ও সাসটেইনেবল পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিতে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়া।

অর্জনের উপায়

বর্তমান বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম ও কমপ্লায়েন্ট রাখতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বেশকিছু কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যৌথ উদ্যোগ ও কারিগরি সহযোগিতা আকারে অভ্যন্তরীণ ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে প্রধান প্রধান বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। উন্নততর কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই ও রপ্তানির উপযোগী কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করে দেশীয় কাঁচামালে মূল্য সংযোজন সর্বোচ্চ স্তরে নেওয়া। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত মানদণ্ডগুলো অর্জন করতে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ও সনদপত্র প্রদানকারী অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাকে শক্তিশালী করা এবং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অধিক, উন্নত ও শোভন চাকরি তৈরিতে সাহায্য করা। চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে তৈরি পোশাক খাতের সমান (বাড়তি কিছু না হলেও) সুবিধা ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা, যাতে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের শুরুতেই খাতটির প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

রূপরেখার উদ্দেশ্য

চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে চামড়া ও ছাল ক্রয় থেকে শুরু করে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা। চামড়া খাতে দক্ষতা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতার পাশাপাশি সামাজিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাজনিত কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি উন্নত করা অত্যাবশ্যক। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন ও উন্নত অবকাঠামোর উপর গুরুত্বারোপ করে শিল্প খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে খাতটির ধারাবাহিক অর্থায়ন দরকার। গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধন করতে খাতটিতে বিনিয়োগ জরুরি। এছাড়া, আরও যেসব বিষয় নিশ্চিত করতে হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্যাশন ও নকশা সক্ষমতা উন্নত করা, বিশ্বমানের কাঁচামাল আমদানিতে জটিলতা হ্রাস করা, আমদানিকৃত উপাদান ও উপকরণ ব্যয় হ্রাস করা এবং উন্নত পশ্চাৎমুখী সংযোগ তৈরি করা। বিদ্যমান ও নতুন নতুন অঞ্চলে পাদুকা, চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারকদের জন্য বাজার প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধি করতে সমন্বিত উদ্যোগ দরকার। প্রসিদ্ধ বাজারগুলোতে দেশ ও শিল্পের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সরকারের উচিত কারখানাগুলোকে সহায়তা প্রদান করা। পাশাপাশি, প্রধান প্রধান আমদানিকারক ও ব্র্যান্ডের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতেও কারখানাগুলোকে সরকারের সহায়তা প্রদান করা দরকার। বাংলাদেশে পণ্য বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে উচ্চতর গড় মূল্য আহরণের জন্য কুটিরশিল্প জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগদের মানোন্নয়ন করতে হবে।

এই রপ্তানি রূপরেখাটিতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পাদুকা এবং অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য উপখাতে বিদ্যমান বাধাসমূহ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে কর্মকৌশল ও হস্তক্ষেপসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, সম্ভাব্য দায়িত্ব বণ্টন ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সীমা তুলে ধরা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে এই খাতে যেসব কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, বিনিয়োগ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করতে হবে সেসবের জন্য রূপরেখাটি একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। রূপরেখাটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০২৫ সাল। ২০২৫ সালেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করবে বলে আশা করা যায়। এর ফলে, প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোতে দেশটির শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা বাতিল হবে এবং দেশটি অনেক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।

সুনির্দিষ্টভাবে, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতে যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে পশু জবাই, চামড়া ও ছাল সংগ্রহ, সংগ্রহ পদ্ধতি সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স (শহরাঞ্চলের জন্য কসাইখানা এবং গ্রামাঞ্চলে যেসব জায়গায় পশু জবাই করা হয় সেসব জায়গায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা), কার্যকর উপায়ে সংগ্রহ (সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ, কাঁচামালের সরবরাহ ও প্রাপ্যতা, যেমন চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য সস্তা দামে লবণ সরবরাহ), মধ্যবর্তী সংগ্রহস্থল উন্নতকরণ (সংরক্ষণের সক্ষমতা ও মান, ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা, সীমানা দিয়ে অবৈধভাবে চামড়া পাচার রোধে প্রতিযোগিতামূলক ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণে উৎসাহ প্রদান), ট্যানারিতে সংগ্রহ কেন্দ্র উন্নত করা, ট্যানারিতে কমপ্লায়েন্ট উপায়ে সংরক্ষণ, কমপ্লায়েন্ট প্রক্রিয়াজাতকরণ (তরল বর্জ্য শোধনাগার, রাসায়নিক দ্রব্যের যৌক্তিক ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহার এবং কারখানা ও শ্রমিকের পেশাগত ও কাঠামোগত নিরাপত্তা), এবং আন্তর্জাতিক মানের সনদপত্র অর্জন।

চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উপখাতের জন্য রূপরেখাটিতে যে সকল বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে মানসম্পন্ন চামড়া ও ছাল সংগ্রহ, আমদানির মাধ্যমে ক্রয় করার পদ্ধতি সহজ করা, বন্দর সুবিধা উন্নত করা, শুল্ক ব্যবস্থা সরল করা, পরিবহন সুবিধা উন্নত করা এবং পুনঃরপ্তানি সুবিধা সহজতর করা। রূপরেখাটিতে আরও যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কমপ্লায়েন্ট কারখানার (কাঠামোগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পেশাগত নিরাপত্তা, শ্রম মানদণ্ড, উৎপাদনশীলতা) গুরুত্ব, উন্নত ফ্যাশন ও ডিজাইন সেন্টার (আন্তর্জাতিক চাহিদার সাথে মানানসই) এবং মান যাচাইকরণ পরীক্ষাগার (মানসম্পন্ন, আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যায়িত, এবং যে কয়টি পরীক্ষা করতে হয় তার সবগুলো করার ব্যবস্থা থাকা) প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, যৌক্তিক মূল্যে পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ ও পানির মতো সেবার প্রাপ্তি সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখা, সম্প্রসারিত বন্ডেড অয়্যারহাউজ সুবিধা, কর কাঠামোর নির্ভরশীলতা, জটিল শুল্ক ও ব্যাংকিং পদ্ধতি সহজতর করা, রপ্তানি প্রণোদনা বৃদ্ধি করা, লিড টাইম ও ব্যবসার ব্যয় কমিয়ে আনা।

এছাড়া রূপরেখাটিতে আরও যে সকল পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে দেশীয় মালিকানাধীন রপ্তানিমুখী কারখানাগুলোর প্রতি বাড়তি যত্ন ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাস, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা দৃঢ় ও বিস্তৃত করার মাধ্যমে প্রধান বাজারগুলোর সাথে সংযোগ, প্রধান প্রধান খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডের সাথে সংযোগ ও তাদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্নত করা, রপ্তানি পণ্যের সাথে তুলনা করে দেশীয় উদীয়মান বাজারের প্রবণতা ও এর মূল্য কাঠামো যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা, ব্যাংকিং সুবিধা সহজতর করা, রপ্তানি প্রণোদনা, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর ক্ষমতায়ন, সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টের মাধ্যমে স্বচ্ছতাকে উৎসাহিতকরণ, বন্দর ও শুল্ক প্রক্রিয়া উন্নত করা, লিড টাইম কমানো, রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যৌথ উদ্যোগ ও বিদেশি মালিকানাধীন কারখানাকে কাজে লাগানোর কৌশল গ্রহণ করা, বিডাতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিত করা, মুনাফার রেমিট্যান্স সহজ করা, অবাধ ব্যবসা পরিবেশ এবং নির্ভরযোগ্য কর কাঠামো।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটলে বাংলাদেশ কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। এতে একদিকে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা বাতিল হবে, অন্যদিকে বাংলাদেশকে আরও কিছু কমপ্লায়েন্স মেনে চলতে হবে। নতুন বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে বাড়তি প্রচেষ্টা ও সক্রিয় পদক্ষেপ দরকার। উত্তরণের ফলে অন্যান্য আরও যে সকল খাত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে সে খাতগুলো ও চামড়া খাতের জন্য ট্যারিফ কমিশনের অধীনে একটি বিস্তারিত অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের সহায়তায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের উপস্থিতি দৃঢ় করতে হবে। আনন্দের

সংবাদ হচ্ছে, জিএসপি সুবিধা ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ সফলতা পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাকের অন্যতম বড় রপ্তানিকারক বাংলাদেশ। অন্যান্য খাতে সফলতা আনতেও এই কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

রপ্তানি রূপরেখার সময়কালীন রপ্তানি প্রাক্কলন

২০১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে এবং ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ের জন্য রপ্তানি রূপরেখাটি তৈরি করা হয়েছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়কে ভিত্তি করে প্রাক্কলন করার কারণ এই বছরটিতে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৫ সালকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়ার সময়সীমা হিসেবেও ধরা হয়েছে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা বাতিল হওয়ার কারণে সে বছরই বাংলাদেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রথম ধাক্কাটির মুখোমুখি হবে। রূপরেখাটিতে প্রবৃদ্ধির দুইটি দৃশ্যকল্প বিবেচনা করা হয়েছে। ১ম দৃশ্যকল্পের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি এবং অতীতের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে তৈরি। অন্যদিকে ২য় দৃশ্যকল্পের প্রাক্কলন বের করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে। প্রাক্কলন দুইটি নিম্নরূপ:

সারণি ৩: চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানির প্রাক্কলন[১৫]

পণ্যের ধরন	ভিত্তি বছর	দৃশ্যকল্প ১		দৃশ্যকল্প ২	
	২০১৫-১৬	২০২০-২১	২০২৪-২৫	২০২০-২১	২০২৪-২৫
চামড়া (কোটি মার্কিন ডলার)*	২৮.৮	৪৬.৮	১১০.৫	১০০.০	৩৪৮.০
চামড়াজাত পাদুকা – মোট জোড়া (কোটি)	৪.৮	১০.৮	১৯.০	২২.৭	৮৫.১
চামড়াজাত পাদুকার মূল্য (কোটি মার্কিন ডলার) – (ক)	৪৯.৪	১৫০.০	৩১২.৬	৩২৫.০	১,৪০০.০
চামড়াজাত পণ্য – মোট পণ্যদ্রব্য (কোটি)	৪.৪	৯.০	২৩.৪	২০.০	৩৬.৩
চামড়াজাত পণ্যের মূল্য (কোটি মার্কিন ডলার) – (খ)	৩৪.৫	৮৪.০	২৪০.০	১৭৫.০	৩৪০.০
মোট রপ্তানি মূল্য (কোটি মার্কিন ডলার) – (ক) + (খ)	**৮৩.৯**	**২৩৪.০**	**৫৫২.৬**	**৫০০.০**	**১,৭৪০.০**

* বাংলাদেশে মূল্য সংযোজিত চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে রপ্তানিকারক সংস্থাগুলো কর্তৃক চামড়া ক্রয়ের হার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই এখানে সম্ভাব্য ও প্রত্যক্ষ চামড়া রপ্তানির সমন্বিত মূল্য প্রদান করা হলো।

রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ও প্রবণতা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন থেকে খাতটি এখনো অনেক দূরে রয়েছে। সুতরাং, ১ম দৃশ্যকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলেও অবিলম্বে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই।

উভয় দৃশ্যকল্পে উৎপাদনের উপাদান হিসেবে চামড়া (দেশীয় ও আমদানিকৃত উভয় ধরনের), বিনিয়োগ, শ্রমশক্তি, ভূমি এবং বিদ্যুতের চাহিদা বিশ্লেষণপূর্বক নিচে উপস্থাপন করা হলো। প্রত্যেক দৃশ্যকল্পে উৎপাদনের পরিমাণের সমানুপাতিক হারে উপাদান চাহিদা নির্ধারিত হয়েছে।

---

১৫ উৎস: ট্রেডম্যাপ।

সারণি ৪: দুইটি দৃশ্যকল্পের জন্য উপাদান চাহিদা

উপাদান চাহিদা	দৃশ্যকল্প ১		দৃশ্যকল্প ২	
	২০২১	২০২৫	২০২১	২০২৫
চামড়া (কোটি বর্গফুট)	৭২	১৬০	১৫৭	৩৭০
অতিরিক্ত বিনিয়োগ (কোটি মার্কিন ডলার)	১১০	২৩৫	৩৪০	৮৩০
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (নতুন চাকরির সংখ্যা)	১,৯৮,০০০	৩,৮০,০০০	৬,০০,০০০	১৬,১০,০০০
নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান*	১,৩৮,৬০০	২,৬৬,০০০	৪,২০,০০০	১১,২৭,০০০
জমি (একর)	৩০০	৮০০	৯০০	২,৭০০
বিদ্যুৎ (মেগাওয়াট)	৪০	৭৫	১৩০	৩৫০

* চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম – ৬০ শতাংশ – হতে পারে। তবে পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য উপখাতগুলোতে তা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। নারী কর্মসংস্থান গড়ে মোট কর্মসংস্থানের ৭০ শতাংশ ধরে এখানে নারীদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

দৃশ্যকল্প ১

খাতটির স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে ১ম দৃশ্যকল্প দাঁড় করানো হয়েছে। এক্ষেত্রে চামড়া খাতের বিভিন্ন ধরনের পণ্যের বর্তমান রপ্তানি পরিমাণ এবং বিদ্যমান ও নতুন নতুন বাজারে খাতটি হতে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে রপ্তানি রূপরেখাটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ২য় দৃশ্যকল্পে খাতটির দ্রুত প্রবৃদ্ধিকে বিবেচনা করা হয়েছে। এর জন্য পর্যাপ্ত নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রয়োজন হবে। একইসাথে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং পরিবেশগত, সামাজিক এবং গুণগত মানদণ্ডসমূহে উন্নতিসাধন করতে হবে।

দৃশ্যকল্প ১ হচ্ছে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতের একটি রপ্তানি প্রাক্কলন, যা ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সাম্প্রতিক প্রবণতারই ধারাবাহিকতা। এই সময়কালে চামড়া রপ্তানি ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে এই হ্রাস পাওয়ার কারণ ছিল হাজারীবাগ থেকে চামড়া কারখানাগুলো অন্যত্র স্থানান্তর। অতিরিক্ত সক্ষমতা সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি আধুনিকায়ন করা গেলে প্রত্যক্ষ অথবা মূল্য সংযোজিত চামড়াজাত পণ্যের হিসেবে বাংলাদেশ থেকে চামড়া রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বাড়বে। ১ম ও ২য় দৃশ্যকল্পে প্রত্যাশা করা হয়েছে যে চামড়া খাতের মোট রপ্তানির ২০ শতাংশই আসবে ফিনিশড চামড়া রপ্তানি থেকে। বাংলাদেশের সাথে তুলনার যোগ্য দেশগুলোতে চামড়া খাতের মোট রপ্তানিতে ফিনিশড চামড়া রপ্তানির অবদানের উপর ভিত্তি করে এই অনুমান করা হয়েছে।

দৃশ্যকল্প ১-এ ধরা হয়েছে যে ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে পাদুকা রপ্তানির মূল্য বছরে ২৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই বৃদ্ধির হার হবে বার্ষিক ২০ শতাংশ। বাংলাদেশের পাদুকা খাতের বর্তমান প্রবৃদ্ধি হারের উপর ভিত্তি করে এই প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২২ শতাংশ। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবৃদ্ধি হার বেশি ধরা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের পাদুকা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বায়িং হাউজগুলোর উপস্থিতি কমপ্লায়েন্স ও বাজার সুবিধা উন্নত করবে। পাশাপাশি বৈশ্বিক বাজারে চাহিদার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ থেকে খেলাধুলার পাদুকা রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ থেকে খেলাধুলার পাদুকা রপ্তানির পরিমাণ বর্তমানের ২০ শতাংশ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশে উন্নীত হবে।

চামড়াজাত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাতমোজা, হাতব্যাগ ও বেল্টকে তিনটি প্রধান পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আশা করা হচ্ছে, ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে চামড়াজাত পণ্যের মোট রপ্তানি বছরে ২৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশ হবে। রপ্তানি রূপরেখার প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য প্রবৃদ্ধি হার তুলনামূলক কম ধরা হয়েছে, কেননা বৈশ্বিক বাজারে চামড়াজাত পণ্যের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে বিনিয়োগ করতে

হবে। তদুপরি, সকল ধরনের চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে হাতব্যাগ রপ্তানির পরিমাণ বর্তমানের ৩৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ৪৫ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দৃশ্যকল্প ২

দৃশ্যকল্প ২-এ সরকারের অধিকতর উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রার প্রতিফলন ঘটেছে। দ্রুত প্রবৃদ্ধি হার অর্জন করতে হলে যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (সিএজিআর) চামড়াজাত পাদুকার জন্য ৪৫ শতাংশে, ট্রাংক ও সুটকেসের মতো চামড়াজাত পণ্যের জন্য ৮০ শতাংশে, চামড়াজাত বস্ত্র ও পোশাকের জন্য ৬০ শতাংশে, এবং অন্যান্য চামড়াজাত সামগ্রীর জন্য ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে[১৬]। দৃশ্যকল্প ২-এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা অসম্ভব নয়। বিশ্ব চামড়া রপ্তানি বাজারের প্রবৃদ্ধি, ভিয়েতনামের সফলতা, বাংলাদেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক ও শিল্প প্রবৃদ্ধি এবং দেশটির ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সম্প্রসারণশীল বাজারকে বিবেচনায় রেখে এ দৃশ্যকল্পটি হিসেব করা হয়েছে। বিশ্ববাজারের আয়তনের প্রাক্কলন পরিমাণ খুব বেশি নয়। বাংলাদেশের সকল শক্তিমত্তা ও সুযোগ হিসেব করলে এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবসম্মত ও অর্জনযোগ্য।

রপ্তানি রূপরেখাটিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে বেশকিছু জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা চামড়া খাতের পাশাপাশি অন্যান্য রপ্তানি খাতের জন্যও প্রাসঙ্গিক। তবে, কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা সুনির্দিষ্টভাবে চামড়া খাতের জন্যই প্রযোজ্য। উভয় ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্যই দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে উভয় দৃশ্যকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে তৈরি পোশাক ও অন্যান্য খাতের সফল উদ্যোক্তাদের পক্ষ হতে চামড়া খাতে ব্যাপক আকারের বিনিয়োগ এবং এফডিআই প্রবাহ প্রয়োজন। তৈরি পোশাক খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সফলতার পেছনে মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে ব্যাপক আকারে সরবরাহ আদেশের স্থানান্তর, অনুকূল নীতি সহায়তা, প্রণোদনা এবং রপ্তানিবান্ধব কর সুবিধা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চামড়া খাত অনুরূপ কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

[১৬] বিশেষ করে অন্যান্য এইচএস ৬৪ ও এইচএস ৪২-এর মধ্যে এইচএস ৬৪০৩, এইচএস ৪২০২, এইচএস ৪২০৩।

সাধারণভাবে চামড়া খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

চামড়া খাতে রপ্তানির সার্বিক পরিস্থিতি

বিশ্বের মোট গবাদিপশুর ১.৩ থেকে ১.৮ শতাংশ এবং ছাগলের মধ্যে মোট ৩.৬ শতাংশের বাস বাংলাদেশে। চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত কাঁচামালের সরবরাহ রয়েছে। বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) মতে চামড়া ও ছাল থেকে বাংলাদেশ ৩১ কোটি ২৫ লাখ বর্গফুট চামড়া উৎপাদন করেছে। এছাড়া, রপ্তানির জন্য ৫ কোটি বর্গফুট স্প্লিট চামড়াও উৎপাদিত হয়েছে। কোরিয়া, হংকং ও চীনের মতো প্রধান প্রধান বাজারে বাংলাদেশ বেশির ভাগ গবাদিপশুর চামড়া ক্রাস্ট চামড়া হিসেবে রপ্তানি করে থাকে। ভালো ভালো চামড়া কারখানা থেকে বাংলাদেশ ইতালি ও স্পেনে উচ্চ মানসম্পন্ন চামড়া রপ্তানি করে থাকে। তবে, বিশ্ববাজারে গবাদিপশুর মোট চামড়া রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা মাত্র ১ শতাংশ।

বিশেষ করে গত তিন বছরে বাংলাদেশ হতে নানা রকমের চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশে মোট পাদুকা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ৯০ লাখ জোড়া। সে বছর পাদুকা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৭ম বৃহত্তম দেশের মর্যাদা অর্জন করে। ২০১৫ সালে দেশটির পাদুকা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮০ লাখ জোড়া। বিশ্বে পাদুকা রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোটা দাগে পুরো রপ্তানি খাতই পণ্য রপ্তানিতে বেশকিছু বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অনুপযুক্ত যোগাযোগ অবকাঠামো, কর ও শুল্ক ব্যবস্থার জটিলতা, কষ্টসাধ্য ও প্রলম্বিত ব্যাংকিং লেনদেন, পরিবহনে দীর্ঘসূত্রিতা, বন্দরে পণ্য ওঠানো-নামানো (আকাশ ও সমুদ্রপথে), অস্বাভাবিক রকমের উচ্চ লিড টাইম, উচ্চ ব্যবসা ব্যয়, কর ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা এবং প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে দীর্ঘসূত্রিতা। অন্যান্য খাত যেসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে চামড়া খাতও সেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণের ফলে অন্যান্য খাতের মতোই চামড়া খাতও আরও কিছু নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণের ফলে বিদ্যমান রপ্তানি বাজারগুলোতে দেশটি শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা হারাবে। সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি চামড়া খাতে কিছু সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেসব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ ও বাস্তবসম্মত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

চামড়া খাত যে সকল বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করছে সেগুলো হলো:

কমপ্লায়েন্স

পুরো চামড়া খাতের অন্যতম বাস্তবতা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা চায় রপ্তানি পণ্যটি পরিবেশগত, সামাজিক ও শ্রম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। সুতরাং, বিশ্ববাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিবেশ মানদণ্ড সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সসমূহ মূল নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। হাজারীবাগের চামড়া কারখানা ও এর পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে বাংলাদেশ কিছু তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে চামড়া রপ্তানি হ্রাস পাওয়ার বড় কারণ হাজারীবাগ ইস্যু। আনন্দের সংবাদ হচ্ছে, হাজারীবাগের কারখানাগুলো ইতোমধ্যে সাভারে স্থানান্তর করা হয়েছে। চামড়া ও

চামড়াজাত পণ্য খাতের উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর কাজ সম্পূর্ণ করতে এবং কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) পরিচালনার উপযোগী করে তুলতে আশু হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

বর্তমানে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের জন্য মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ এবং নিষিদ্ধ উপাদানের তালিকা (আরএসএল) মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এছাড়া এখনকার চামড়া ক্রেতারা সাধারণত তিনটি মূল বিষয়ের উপর জোর দিয়ে থাকে:

- চামড়া উৎপাদনকারী কারখানাকে তার দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।
- শ্রম ও কর্ম-পরিবেশ দেশের আইন ও বিধিমালার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ক্রেতারা তাদের নিজস্ব মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিতে পারে। তবে, তা সাধারণত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে থাকে। এসব মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে শিশুশ্রম ও কারাশ্রম পরিহার করা, পেশাগত নিরাপত্তা, সন্তোষজনক কর্ম-পরিবেশ, শ্রমিকদের সমিতি করতে দেওয়া, যৌথ দর কষাকষি, ইত্যাদি।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাসায়নিক দ্রব্যাদির নিবন্ধন, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও বিধিনিষেধ (রিচ) আইনে আরএসএল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। আরএসএল তালিকা প্রতি বছরই বড় হচ্ছে। তবে এর সকল বিষয়ই চামড়ার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারে চামড়ার সকল ধরনের পরীক্ষার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম থাকতে হবে। যেহেতু পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরীক্ষণ দরকার হবে, তাই এই প্রতিবেদনের পরবর্তী অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ব্র্যান্ডিং ও ব্যবসায়িক লাভের জন্য কৌশলগতভাবে প্রচার করা না হলে কোনো ভালো কর্মসূচি বাস্তবায়নও সফল হবে না। আর এক্ষেত্রে সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং খুব ভালো হাতিয়ার হতে পারে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পণ্যের মান ও উৎপাদনশীলতা

চামড়া খাতে একটি নিয়মিত সমস্যা হচ্ছে আধাদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিক থেকে শুরু করে নকশাকার, কারিগরি শ্রমিক, মান ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাসহ তদারকি ও ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা পর্যন্ত দক্ষ কর্মীর অভাব।

বিশ্বজুড়ে চামড়াজাত পণ্য প্রধানত একটি ফ্যাশন পণ্য। তাই এর মান ও নকশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড এবং সর্বশেষ প্রবণতা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আকর্ষণীয় ফ্যাশন ও নকশা উদ্ভাবনে সতর্ক পর্যবেক্ষণ দরকার। এছাড়া অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে। সুতরাং, খাতটির জন্য উৎপাদনশীলতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একইসাথে একটি প্রকৃত চ্যালেঞ্জও বটে।

দক্ষতা ও ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা

উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে কারিগরি সহায়তা আবশ্যক। ক্রাস্ট চামড়া উৎপাদন থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে যেতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক জ্ঞান অধিকাংশ কারখানার নেই, যদিও এসব জ্ঞান উৎপাদনশীলতার চালিকাশক্তি।

চামড়ার মান যত ভালো হবে শিল্পও তত লাভবান হবে। ঢাকার চামড়া প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএলইটি) বর্তমানে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তদারকি ও ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সরবরাহ করে থাকে। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি চামড়া প্রকৌশল বিভাগ চালু করেছে, যেখানে স্নাতক পর্যায়ে পাঠদান করা হয়। বাংলাদেশের বর্তমান দক্ষতা ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি।

প্রচলিত পাঠ্যসূচি, শিক্ষাদানের মান ও বিদ্যমান অবকাঠামো শিল্প খাতের মান ও চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প খাতের মাঝে একটি সুস্পষ্ট দূরত্ব রয়েছে। আইএলইটি থেকে স্নাতক শেষ করা শিক্ষার্থীরা সব সময় শিল্প খাতে যোগ দেন না।

এ ইনস্টিটিউটে স্বল্পমেয়াদী কোর্সের কোনো কার্যক্রম নেই। তবে এ ধরনের কোর্স চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের সম্ভাবনাময় কর্মচারীদের জন্য আরও প্রাসঙ্গিক হতো এবং এরকম কোর্সের খরচ তাঁরা বহন করতে পারতেন। যেসব অভিজ্ঞ কর্মচারী তত্ত্বাবধান বা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য নিজেদের দক্ষতা উন্নয়ন করতে চান তাঁদের জন্য এ ধরনের কোর্স লাভজনক হবে।

শিল্প খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান দূরত্বের কারণ দূর করা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ। এতে করে বিষয় পরিকল্পনা, পাঠ্যসূচি তৈরি করা, স্নাতক ডিগ্রিধারীদের শিল্প খাতে নিয়োজিত করা, এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার উপর প্রভাব পড়বে। তবে, এর জন্য শিল্প সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দরকার। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক কাঠামো উন্নত করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি জনবলকে দক্ষ করতে হলে আরও বেশি বেশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে। মৌলিক গবেষণা একটি দীর্ঘমেয়াদী কাজ। এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুদানের দায়িত্ব সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিল্পের উপর ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। শিল্পকারখানা যেসব বৈজ্ঞানিক বা প্রকৌশলগত বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি রয়েছে, সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা খাতটির অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কারখানাগুলো একত্রিত করা

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী বিদ্যমান কারখানাগুলো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সকল কারখানার জন্য বাড়তি বিনিয়োগ দরকার। কারখানাগুলোকে একত্রিত করতে হবে এবং কারিগরি সহযোগিতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানসহ নীতি সহায়তা প্রদান করতে হবে।

ফিনিশড চামড়া উৎপাদনের জন্য কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার

পণ্যের ভ্যালু চেইনকে ক্রাস্ট চামড়া উৎপাদন থেকে ফিনিশড চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনে নিয়ে যেতে হলে ট্যানারিগুলোর যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে প্রচুর বিনিয়োগ দরকার। নতুন যন্ত্রপাতির যে উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে, অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম তার থেকে কম হওয়ায় এসব কারখানা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে বিনিয়োগ করাকে আর্থিকভাবে লাভজনক মনে করে না। এ কারণে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানার জন্য কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার থাকা দরকার।

মূল্য সংযোজন উৎসাহিত করতে নীতিমালা

বাংলাদেশের চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোতে খুব অল্প পরিমাণ ক্রাস্ট চামড়াকেই ফিনিশড চামড়ায় রূপান্তর করা হয়। কারখানাগুলোকে পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নত করতে উৎসাহিত করা হলে তা চামড়া খাত ও দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সাফল্য বয়ে আনবে। এখানে উল্লেখ্য যে ফিনিশড চামড়ার মূল্য ক্রাস্ট চামড়ার মূল্যের চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি[১৭]। ভ্যালু চেইনে উপরের দিকে উঠতে পারলে তা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে নতুন ও উন্নততর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

বন্ডেড অয়্যারহাউজ সুবিধা ও শুল্ক ফেরত প্রক্রিয়া উন্নত করা

বাংলাদেশের বন্ডেড অয়্যারহাউজ কাঠামোর অধীনে লাইসেন্সধারী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো রপ্তানিমুখী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিনা শুল্কে আমদানি করতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অধীন কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ বন্ডেড অয়্যারহাউজ সুবিধা ব্যবহারের দিকটি দেখভাল করে। চামড়া খাতের অনেক বড় রপ্তানিকারক কারখানা বন্ডেড

[১৭] ২০১০-২০১৫ সময়কালের মধ্যে ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া রপ্তানিতে বিশ্বজুড়ে মূল্য ব্যবধান নিয়ে করা একটি বিশ্লেষণে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

অয়্যারহাউজ সুবিধা ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে, লাইসেন্স করতে বিভিন্ন নথিপত্র দরকার হওয়ায় এবং প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ ও জটিল বলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি রপ্তানিকারকরা সাধারণত শুল্ক ফেরতের উপর নির্ভর করে থাকে। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সাভারের চামড়াশিল্প নগরী সম্প্রসারণ

রপ্তানি রূপরেখায় প্রত্যাশিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানের তুলনায় দৈনিক অতিরিক্ত ৭৫০ টন কাঁচা চামড়া বা আধা প্রক্রিয়াজাত চামড়া প্রক্রিয়াকরণ করার সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মতো অঞ্চলে নতুন চামড়াশিল্প নগরী গড়ে তুলতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও এমন ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। প্রতি টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করতে ৩০ ঘনমিটার পানি প্রয়োজন হবে ধরলে, উপরোক্ত পরিমাণ কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করতে দৈনিক ২২,৫০০ ঘনমিটার পানি দরকার হবে।

বিদেশি ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং খাতটিতে সক্ষম উদ্যোক্তাদের সংযুক্ত করা

জমি বরাদ্দের পাশাপাশি চামড়া খাতে ব্যাপক পরিসরে অভ্যন্তরীণ ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করা দরকার। চামড়া খাতের প্রধান একটি সংস্কার হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও যৌথ উদ্যোগ নীতি নির্ধারকদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এখনও যথেষ্ট নয়। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ এবং খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা অদ্যাবধি বড় এক চ্যালেঞ্জ।

বাজার প্রবেশ সুবিধা উন্নত করা

বাংলাদেশের বাজার প্রবেশ সুবিধা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। বৈশ্বিক বাজারের মাত্র ০.৫ শতাংশ বাংলাদেশের দখলে রয়েছে। কমপ্লায়েন্স ও ব্রান্ডিংয়ের মাধ্যমে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ।

সরাসরি বাজারজাতকরণ

পশ্চিমা বাজারগুলোতে সরাসরি বাজারজাত করতে চাইলে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য মান ও কমপ্লায়েন্স বজায় রাখা এবং সময়মত পণ্য সরবরাহ করা অপরিহার্য। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নিজেদের বিকাশের সময়কালে বিদেশি বাজারে পাইকারদের সাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং পর্যায়ক্রমে পণ্য সরবরাহ করতে চায়। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো প্রক্রিয়াটি সরল, এবং এক্ষেত্রে বেশি সময় ও ৪-৬ সপ্তাহ বাড়তি লিড টাইম পাওয়া যায়। তবে সমস্যার দিক হচ্ছে পাইকাররা বেশির ভাগ সময়ই কম মূল্য প্রস্তাব করে।

পশ্চাৎমুখী সংযোগ

কোনো খাতে সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা গেলে তা খাতটির প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ভ্যালু চেইনে পশ্চাৎমুখী সংযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বড় বড় বাধার সম্মুখীন। দেশের মধ্যে কোনো মূল্য সংযোজন না ঘটিয়েই চামড়া খাতে প্রক্রিয়াজাতকৃত বেশির ভাগ কাঁচা চামড়া ও ছালই ক্রাস্ট চামড়া হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণ চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে পরিবেশ সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ক্রেতার বেঁধে দেওয়া শর্ত। তদুপরি, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, ছাঁচ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের জন্য আমদানির উপর নির্ভরশীলতা অত্যধিক।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোর যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ও সরঞ্জাম প্রয়োজন। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। সোল, লাস্ট, আপার, ফিতা ও অন্যান্য উপকরণ সহ পাদুকা খাতের উৎপাদনের জন্য ২১ ধরনের উপকরণ দরকার হয়। বাংলাদেশে এসব উপকরণ উৎপাদনকারী কোনো বড়

কারখানা নেই। তবে, উৎপাদন সক্ষমতা একটা পর্যায় পর্যন্ত গেলে এই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হবে। তখন উপকরণ উৎপাদনকারী কারখানাগুলো বাংলাদেশে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করবে।

তৈরি পোশাক খাতের সমান সুবিধা ও প্রণোদনা

তৈরি পোশাক খাতের ধারাবাহিক ও দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য খাতটি বছরের পর বছর উৎসাহমূলক নীতি সহায়তা ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা পেয়ে এসেছে। গত তিন দশক ধরে খাতটি সরকারের প্রণোদনা উপভোগ করছে। অনেক ক্ষেত্রেই চামড়া খাতের মতো অন্যান্য খাত নীতি সহায়তা ও দরকারি রপ্তানি প্রণোদনা পাচ্ছে না। এই দৃষ্টিকোণে খাতটি তৈরি পোশাক খাত থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

শুল্ক ও কর

বাংলাদেশের আমদানি শুল্ক (শুল্ক কর) কাঠামো গত দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে অভিন্নতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তবে শুল্ক করের বাইরেও চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিকারকদের কয়েক ধরনের মাশুল, কর ও ফি পরিশোধ করতে হয়। কয়েক ধরনের পণ্যের জন্য এসব খরচ বাণিজ্য করের প্রধান অংশ হয়ে উঠেছে। এরকম অতিরিক্ত মাশুলের মধ্যে রয়েছে সম্পূরক শুল্ক (এসডি), মূল্য সংযোজন কর (মূসক), অগ্রিম আয়কর, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (আরডি) এবং অগ্রিম বাণিজ্যিক মূসক (এটিভি)।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা

চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কারখানা জড়িত রয়েছে। এসব শিল্পকারখানায় পণ্যের মান, নকশা, পণ্যের ধরন, উৎপাদনশীলতা এবং সর্বোপরি উৎপাদনে উৎকর্ষ ঘটানো দরকার।

চামড়াজাত পোশাক

তৈরি পোশাক খাত এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও দেশে চামড়াজাত পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে কোনো অগ্রগতি হয়নি। বেশ কয়েক ধরনের পোশাকের জন্য বাংলাদেশে প্রাপ্য চামড়া খুবই উপযুক্ত। এছাড়া বাড়িঘর ও গাড়ি সজ্জার সামগ্রী তৈরি করতেও বাংলাদেশের চামড়া ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

২০২১ সালে ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন সভায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য সুপারিশ করা হতে পারে। এই মূল্যায়নের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হয়ে আসবে। বাজার প্রবেশের বেলায় বাংলাদেশ শুল্ক ও উৎসবিধির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সুবিধা হারাবে। একপাক্ষিক অগ্রাধিকার ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি উভয় ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সুবিধার অবসান ঘটবে। জিএসপি সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর দেওয়া শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা হারাবে।

সুপারিশকৃত পদক্ষেপসমূহ

চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখায় এ খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, কর্মপরিকল্পনা অধ্যায়ে রূপরেখার বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে।

কমপ্লায়েন্স

- *কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা:* সামনের বছরগুলোতে চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হবে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোতে (প্রাথমিক পর্যায়ে ফিনিশড পণ্য) কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতির উন্নতি। সামাজিক, পরিবেশগত, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক দ্রব্য সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি উন্নত করা গেলে বাংলাদেশে উৎপাদিত চামড়া বিশ্বজুড়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি উন্নত হলে ক্রেতারা বাংলাদেশ হতে কমপ্লায়েন্ট চামড়া ক্রয়কে লাভজনক মনে করবে এবং এতে করে অর্ডারের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার সাথে সাথে বাড়বে লাভের পরিমাণও। পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি না করেও যে কোনো খাত বিকাশ লাভ করতে পারে, তা নিশ্চিত করে কমপ্লায়েন্স। খাতটির জন্য কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত কয়েকটি হস্তক্ষেপ সুপারিশ করা হলো:
  - সংগঠনগুলোর সাথে পরামর্শ করে সামাজিক, পরিবেশগত, রাসায়নিক নিরাপত্তাজনিত, পেশাগত ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সের জাতীয় নির্দেশিকা এবং সনদপত্র প্রদান কর্মসূচি গড়ে তুলুন। আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড ও চাহিদা অনুসারে এ কর্মসূচি সম্পন্ন করতে হবে।
  - কোনো সক্রিয় বাণিজ্য সংগঠনের অধীনে একটি সাসটেইনেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স সেল প্রতিষ্ঠা করুন। কর্মস্থলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সামাজিক কমপ্লায়েন্স মানদণ্ডসমূহ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন কারখানাগুলো মেনে চলছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা হবে এই কেন্দ্রের কাজ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চামড়া খাতের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে একটি কমপ্লায়েন্স ও পর্যবেক্ষণ সেলও প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
  - কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহ পূরণে সহায়তা করতে কমপ্লায়েন্স বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে চামড়া খাতকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করুন। পাশাপাশি, নীতি সহায়তা ও অর্থনৈতিক প্রণোদনাও প্রয়োজন হবে।
  - লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের সনদপত্র অর্জন করতে কারখানাগুলোকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করুন। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের জন্য এ সনদপত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। পাশাপাশি পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও অগ্রাধিকারের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সনদপত্র পেতে হলে চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোকে কসাইখানা পর্যন্ত চামড়া চিহ্নিত করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে এবং রাসায়নিক ব্যবহার ও তরল বর্জ্য নির্গমনে যথাযথ ও নিরাপদ পরিবেশগত চর্চা গ্রহণ করতে হবে।
  - প্রতি বছর ৪০ শতাংশ কাঁচা চামড়া ও ছাল ঈদুল আযহার সময়ে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তাই ঈদের সময়ে যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চামড়া ও ছাল সংগ্রহ করতে মানুষজনকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক পরিসরে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
  - চামড়া খাত যতদিন পর্যন্ত আবশ্যিক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহ সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে না পারে ততদিন পর্যন্ত খাতটির সক্ষমতা তৈরি করাসহ খাতটিকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করুন।

- এসব কমপ্লায়েন্স সনদপত্র ও মানদণ্ড ছাড়াও, সাভারে অবস্থিত ঢাকা চামড়াশিল্প নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পূর্ণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারের (সিইটিপি) যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলো এবং সর্বোপরি চামড়া খাতের টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সকল কারখানা কর্তৃক কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত সকল গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডসহ সঠিক বোঝাপড়া সহকারে সামগ্রিক নির্গমন নীতিমালা মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ।
- চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের উপজাত পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে মূল্য সংযোজনে অবদান রাখতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ভ্যালু চেইনের নিচের ভাগকে শক্তিশালী করুন। এতে করে স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য কাজে এসব বর্জ্য ব্যবহার হ্রাস পাবে। কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। উপজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক কারখানাগুলোকে পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠতে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এতে নিম্নবর্তী ব্যবসায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট হলো একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন যা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও প্রশাসনের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। এ ধরনের প্রতিবেদন অতি সাম্প্রতিক বিষয়। ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে প্রথম পরিবেশগত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল গুরুতর ভাবমূর্তি সংকটে থাকা রাসায়নিক কারাখানাগুলো। যেহেতু বাংলাদেশের চামড়া খাত মারাত্মক ভাবমূর্তি সংকটে রয়েছে, তাই সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট চামড়া খাতের জন্য কার্যকর ও কৌশলগত ব্র্যান্ডিং উপকরণ হতে পারে। আর তা প্রকারান্তরে রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে এবং ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিংকে প্রথমে ঐচ্ছিক উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক আয়ের পরিধি অনুযায়ী একে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মতো বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার মান ও উৎপাদনশীলতা

- *দক্ষতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের উন্নয়ন:* কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিল্পকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার দূরত্ব দূর করতে একে অপরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। অন্যান্যের মধ্যে চামড়া প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএলইটি) এবং সেন্টার অব একসিলেন্স ফর লেদার স্কিল বাংলাদেশ লিমিটেডের (কোয়েল) বিদ্যমান সুবিধাগুলো শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিকায়ন করতে হবে। চামড়া খাতের কোনো প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে টুইনিং[১৮] বা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিষ্ঠানগুলো লাভবান হতে পারে। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত শ্রমিকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কোয়েল এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। তবে খাতটিতে প্রশিক্ষণের চাহিদা পূরণ করতে প্রতিষ্ঠানটির প্রশিক্ষণ প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- *শিল্প খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার দূরত্ব নিরসন:* পারস্পরিক সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করতে শিল্পকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত সভা আয়োজন করা যেতে পারে। আলোচনার বিষয় হিসেবে থাকতে পারে পাঠ্যসূচি, নবীন বা কর্মরত কর্মীদের জন্য স্বল্পমেয়াদী উদ্ভাবনী শিক্ষাদান কর্মসূচি এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালার পরিকল্পনা গ্রহণ, শিল্পকারখানায় ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম, শিল্প খাতের অনুদানে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা, ইত্যাদি।
- *শ্রমিকদের দক্ষ করতে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ:* শিল্প খাতের আশু চাহিদাগুলো বিবেচনায় নিয়ে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করুন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ মূলত নিজেদের দক্ষ করতে অংশগ্রহণকারীদের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র প্রদান করা যেতে পারে।

---

[১৮] ম্যাকডোনা গয়রহের (২০০২) মতে, টুইনিং হচ্ছে 'যুক্তরাজ্যের কোনো নির্দিষ্ট বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের অনুরূপ কোনো বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাপ্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করা, যার উদ্দেশ্য হবে চাহিদার সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করা এবং পরবর্তী সকল পর্যায়ে কার্যকর পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা'। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হচ্ছে কোনো অগ্রসর প্রতিষ্ঠান (উদাহরণস্বরূপ, সিএলআরআই) এবং বিকাশের মধ্য পর্যায়ে রয়েছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের (যেমন, আইএলইটি) মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা। উৎস: Macdonagh, R., Jiddawi, M., and Parry, V. (2002). Twinning: The future for sustainable collaboration. BJU International. 89(Supl.): 13-17. সংগ্রহস্থল: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1465-5101.2001.128.x/pdf।

- *আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে টুইনিং বা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন:* শুরুতে কমপক্ষে তিন বছরের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সহায়তার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে থাকবে পাঠ্যসূচি বিনিময় ও পাঠ্যসূচি পরিকল্পনা, শিক্ষক বিনিময়, শিক্ষার্থী বিনিময়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সহযোগিতার ভিত্তিতে গবেষণা, এবং সবশেষে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সনদপত্র কর্মসূচি প্রদানের জন্য সম্পর্ক স্থাপন।
- *চামড়া নিয়ে ফলিত গবেষণার জন্য অনুদান:* মৌলিক গবেষণা দীর্ঘমেয়াদী এবং এর অনুদানের ভার সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিল্পের উপর ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। শিল্পকারখানা যেসব বৈজ্ঞানিক বা প্রকৌশলগত বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি রয়েছে, সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা খাতটির অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক।

হাজারীবাগের চামড়া শিল্প অঞ্চলের উৎপাদনমুখী ব্যবহার

বছরের পর বছর ধরে চামড়া উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে হাজারীবাগ অঞ্চল। এখানে রয়েছে সংযোগ, কারখানা ও শ্রমশক্তি। এখানকার পরিত্যক্ত শিল্পাঞ্চলকে আধুনিক সবুজ শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে করে কারখানা বা জমির মালিকরা বহু বছরের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা অঞ্চলটির অবস্থানগত সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।

নীতি সহায়তা এবং অনুরূপ প্রণোদনা সুবিধা

তৈরি পোশাক খাতের জন্য যে সমস্ত নীতি সহায়তা ও রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে, চামড়া খাতের রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য অন্ততপক্ষে তার সমান সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে চামড়া রপ্তানিতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে বাড়তি নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা দরকার হতে পারে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন

অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চামড়া খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী ছোট ছোট কারখানা দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এগুলো আনুষ্ঠানিক উৎপাদন খাত হিসেবে স্বীকৃত নয়। এসব কারখানা যাতে গুচ্ছ আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অবদান রাখতে পারে সেজন্য সরকারের উচিত অবিলম্বে প্রণোদনামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে এবং কারখানাগুলোকে বড় বড় কারখানার সাথে মূলধারায় আনতে সহায়তা করবে অনুকূল নীতিমালা, আর্থিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

- *ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন:* একটি বড় সংখ্যক ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগ রয়েছে, যা হয় সরাসরি অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য কাজ করে অথবা ঠিকাদার হিসেবে – বিশেষ করে ব্যস্ত মৌসুমে – বড় কারখানাগুলোর জন্য কাজ করে। মান, নকশা, পণ্যের ধরন, উৎপাদনশীলতা, এবং সর্বোপরি এসব গুচ্ছের উৎপাদন উন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। একটি অথবা দুইটি গুচ্ছ যদি আধুনিক উৎপাদন চর্চা ও প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করে, তাহলে তা অন্যান্য গুচ্ছের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। কুটিরশিল্প বিষয়ক বোঝাপড়া পরিষ্কার করতে এবং কোন কোন উপায়ে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে তা খুঁজে বের করতে একটি গবেষণা পরিচালনা করা দরকার।
    - কুটিরশিল্প গুচ্ছ হতে পণ্য ক্রয় করতে বড় খুচরা বিক্রেতাদের অনুপ্রাণিত করুন।
    - কুটিরশিল্পের গুচ্ছ বিভাজন সম্পর্কে বোঝাপড়া পরিষ্কার করতে এবং বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে এটা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে তা খুঁজে বের করতে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করুন।

প্রক্রিয়া ও উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং নতুন ধরনের চামড়া উৎপাদনের গবেষণা ও উন্নয়ন

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে:

- কোন ধরনের ফিনিশিং হবে তা নির্ধারণ করতে ওয়েট ব্লু বা ক্রাস্ট পর্যায়েই চামড়ার লট আলাদা করে ফেলা, এতে করে ভাণ্ডার থেকে সর্বোচ্চ মূল্যের চামড়া উৎপাদন সম্ভব হবে।
- নিম্নমানের চামড়ার মান উন্নত করতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

রপ্তানি রূপরেখার পরবর্তী অংশে একটি কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করবে।

কসাইখানা নির্মাণ

- সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার প্রধান প্রধান শহরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কসাইখানা নির্মাণ করার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আদলে এটা করা যেতে পারে।
- ঈদের সময়ে পশু জবাইয়ের বর্তমান পরিস্থিতি উন্নত করার একমাত্র পথ হচ্ছে রমজান মাসের আগেই শহরের প্রধান কেন্দ্রগুলোতে যতটা সম্ভব স্থানীয় কসাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সনদপত্র প্রদান করা।

নতুন ধরনের চামড়ার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন

বর্তমানে, বাংলাদেশ মাত্র কয়েক ধরনের চামড়া উৎপাদন করে থাকে। যেহেতু, উৎপাদনের বড় একটি অংশই হচ্ছে ক্রাস্ট চামড়া, তাই নতুন ধরনের চামড়া উৎপাদনে গবেষণা ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা খুব একটা হয়নি। এছাড়া, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোর মধ্যে নিম্নমানের চামড়ার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব দেখা গেছে। যেকোনো চামড়া ও ছালের লটে এ ধরনের চামড়ার পরিমাণ কমপক্ষে ২০ শতাংশ। রোলার কোটিং, প্রিন্টিং, ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নমানের চামড়ার মান উন্নত করা একটি শিল্পকর্মও বটে।

পাদুকা উপখাতের জন্য প্রযোজ্য কয়েকটি বিশেষ সুপারিশ:

- *নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ ও পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে বহুমুখীকরণ:* পণ্য বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে এসপাড্রিল একটি উদ্ভাবনী পণ্য। বর্তমানে এটি বিশ্বজুড়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছে। উপখাতটির জন্য নিম্নে কয়েকটি নতুন বাজার উল্লেখ করা হলো:
  - খেলাধুলার পাদুকা – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া।
  - পাদুকা, গোড়ালি পর্যন্ত আবৃত, বাইরে রাবার বা চামড়ার আবরণসহ প্লাস্টিকের তৈরি, নেসোই – ইতালি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও কানাডা।
  - পাদুকা, বাইরে রাবার বা চামড়ার আবরণসহ প্লাস্টিকের তৈরি, নেসোই – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য।

চামড়াজাত পণ্য উপখাতের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ কয়েকটি সুপারিশ হলো:

- *নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ ও পণ্য উদ্ভাবনের মাধ্যমে বহুমুখীকরণ:* আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত অতীতের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যমান বাজারসমূহে বাংলাদেশ যেসব নতুন পণ্য সরবরাহ করতে পারে তাদের মধ্যে রয়েছে ট্রাংক ও সুটকেস। যেসব সম্ভাব্য বাজারে উপখাতটি প্রবেশ করতে পারে তাদের মধ্যে রয়েছে:
  - হাতব্যাগ – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কোরিয়া, জাপান, জার্মানি ও চীন।
  - হাতমোজা ও দস্তানা – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন ও সুইডেন।
  - বেল্ট ও কার্তুজ রাখার বেল্ট – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য ও কোরিয়া।
  - চামড়াজাত অন্যান্য সামগ্রী – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, পোল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, জার্মানি ও ফ্রান্স।

মূল্য সংযোজন উৎসাহিত করতে নীতিমালা

ফিনিশড চামড়া উৎপাদন করতে হলে কারখানাগুলোকে নতুন প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। নীতি সহায়তা হিসেবে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি বিধিমালার কঠোর প্রয়োগও দরকার। এক্ষেত্রে, রপ্তানি রূপরেখাটি নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

কারখানাগুলো কর্তৃক বিশেষজ্ঞ নিয়োগে ভর্তুকি প্রদান করতে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ক্রাস্ট চামড়া উৎপাদন থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে যেতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সাপেক্ষে এবং খরচ ভাগাভাগির ভিত্তিতে এই ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে।

বন্ডেড অয়্যারহাউজ সুবিধা ও শুল্ক ফেরত প্রক্রিয়া উন্নত করা

বাংলাদেশের বন্ডেড অয়্যারহাউজ কাঠামোর অধীনে লাইসেন্সধারী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো রপ্তানিমুখী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিনা শুল্কে আমদানি করতে পারে। চামড়া খাতের অনেক বড় রপ্তানিকারকও কারখানা বন্ডেড অয়্যারহাউজ সুবিধা ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে লাইসেন্স করতে বিভিন্ন নথিপত্র দরকার হওয়ায় এবং প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ ও জটিল বলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি রপ্তানিকারকরা সাধারণত শুল্ক ফেরতের উপর নির্ভর করে থাকে। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

বিশ্বব্যাংক[১৯] কর্তৃক পরিচালিত একটি বিস্তারিত গবেষণায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ দুইটি সুপারিশ করা হয়েছে:

- একটি স্বয়ংক্রিয় বন্ডেড অয়্যারহাউজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- লেনদেনভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ

স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগগুলো সুপারিশ করা হলো:

- এই খাতের সুবর্ণ সম্ভাবনা বিষয়ে সম্ভাব্য দেশীয় বিনিয়োগকারীদের সচেতন করতে হবে এবং তাদেরকে এই খাতে বিনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তৈরি পোশাক খাতসহ অন্যান্য খাতের সক্ষম উদ্যোক্তাদের কাছে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করা যেতে পারে।
- আকর্ষণীয় প্রচারপত্র, প্রেজেন্টেশন ও ভিডিওর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই খাতে বিনিয়োগের সুবিধাদি প্রচার করতে হবে।
- ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও চীনের মতো প্রতিযোগী রপ্তানিকারক দেশগুলোর বিপরীতে বাংলাদেশের চামড়া খাতের তুলনামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাবলি বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল প্রভৃতির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের নিকট পৌঁছাতে হবে।
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, বিডা থেকে একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং দুই বা তিনজন নেতৃস্থানীয় শিল্প প্রতিনিধির সমন্বয়ে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব দিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করতে হবে। দায়িত্বসমূহের মধ্যে থাকবে: বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিতে বিদ্যমান এফডিআই বা যৌথ উদ্যোগের কোম্পানিগুলোকে রাজি করানো, চামড়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ দেশগুলোতে ভ্রমণ এবং চামড়া খাতের বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করতে সম্ভাব্য স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সভা ও প্রদর্শনী আয়োজন।

---

[১৯] 'Bangladesh Bond Warehouse Regime - Assessment + Recommendations', Brian J. O'Shea (2015).

এখানে উল্লেখ্য যে বিদেশি বেশ কয়েকটি বড় চামড়া ব্যবসায়ী তাদের কারখানা বাংলাদেশে স্থানান্তর করতে আগ্রহী, যারা কোনো শিল্পনগরে নিজেদের কারখানা নির্মাণ না করে কারখানা নির্মাণের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা চাইতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা সহজ ও উৎসাহব্যঞ্জক হতে হবে। এসব কারখানাকে উপযুক্ত জায়গায় তাদের কারখানা নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি তারা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পরিবেশ ও শ্রম সংক্রান্ত মানদণ্ডসমূহ মেনে চলছে কিনা তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

বড় ব্র্যান্ড ও পাইকারদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করার কথা বিবেচনায় রেখে এবং চামড়া ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশকে একটি বাজার হিসেবে তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক মেলা ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদলে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বাজার প্রবেশ সুবিধা উন্নত করতে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত পরিবেশ, সামাজিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সের মানদণ্ডসমূহ উন্নত করতে হবে। খাতটির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তাকে তুলে ধরে সরাসরি বাজারজাতকরণের প্রচার সামগ্রী তৈরি করতে হবে।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতকে আধুনিকায়ন করতে এবং উচ্চতর কারিগরি দক্ষতা অবলম্বনের মাধ্যমে খাতটির সক্ষমতা দৃঢ় করতে ব্যাপক বিস্তৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শ্রমশক্তির প্রশিক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে। সুপারিশকৃত সকল ক্ষেত্রে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে আশা করা যায় যে উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলো সফলভাবে মোকাবেলা করার জন্য চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত যথেষ্ট দৃঢ় ও সম্প্রসারিত হবে।

নীতি সহায়তা

বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী উৎপাদন প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে সরকার একটি নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

বন্ডেড অয়্যারহাউজ ও শুল্ক ফেরত পদ্ধতিতে রপ্তানিকারকরা রপ্তানিমুখী উৎপাদনের জন্য সব ধরনের দরকারি কাঁচামালে আমদানি শুল্ক রেয়াত পায়। তবে, বাণিজ্য নীতি আরও উদার করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে চামড়া খাতের মতো বিকাশমান খাতগুলোতে তৈরি পোশাক খাতের অনুরূপ উদারীকরণের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, শিল্প নীতি বেশ ভালোভাবেই উদার করা হয়েছে। সকল বিনিয়োগকারীকে একটিমাত্র কেন্দ্রে সকল সমস্যার সমাধান প্রদানের জন্য বিডা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তবে, খাতটিতে আরও বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অধিকতর শক্তিশালী করা যেতে পারে।

- বাণিজ্য নীতি সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে:
    - আমদানির লিড টাইম এবং আমদানিকৃত উৎপাদন উপকরণের খরচ কমাতে চামড়া খাত সংশ্লিষ্ট উৎপাদন উপকরণের বাণিজ্যিক ক্রয়-বিক্রয়কে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা।
    - উৎপাদন উপকরণ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশে উৎপাদনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ প্রদান করুন। সম্ভাব্য রপ্তানিকারক হিসেবে শুল্কে অব্যাহতি ও ছাড় প্রদান করুন, যাতে উৎপাদন উপকরণের সামগ্রিক খরচ হ্রাস পায়।
    - আমদানিকৃত উৎপাদন উপকরণ শুল্কমুক্ত সুবিধায় ক্রয় ও বণ্টনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আমদানিকৃত উৎপাদন উপকরণের খরচ ও লিড টাইম হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা শক্তিশালী করা

সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, বিশেষ করে এফডিআই বা যৌথ উদ্যোগকে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার পরিবর্তে যেকোনো প্রয়োজনে শুধুমাত্র একটি সংস্থার – বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের – সাথে যোগাযোগ করলেই চলবে এমন ব্যবস্থা যদি গড়ে তোলা যায়, তবে তা হবে এ ধরনের বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বিশাল একটি পদক্ষেপ।

নীতিমালা ও অবকাঠামো বিষয়ক তথ্যাদি বিনিয়োগকারীদের নিকট সহজলভ্য করা

সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা যাতে তাদের প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করার পূর্বে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে সেজন্য দেশে ব্যবহারযোগ্য জমির তথ্যাদি সম্পর্কে প্রচার করা যেতে পারে। এসব প্রচারে জমির অবস্থান, ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, এ ধরনের জমির প্রধান বৈশিষ্ট্য ও মূল্য ইত্যাদি তথ্য থাকতে হবে।

কর ও নীতিমালা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা

ব্যবসা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতিমালায় নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক অনিশ্চয়তা রয়েছে। দেশে উদ্ভাবন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উপখাতে এই অনিশ্চয়তা একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। একটি স্থিতিশীল ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করতে নীতিমালা, আইন, ও বিধিবিধানসমূহ চার কিংবা পাঁচ বছরের জন্য নির্ধারণ করা উচিত। উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে চামড়া ও পাদুকা শিল্পের জন্য একটি পৃথক শুল্ক কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

রপ্তানি নীতি

সর্বশেষ ২০১৫-১৮ সালের রপ্তানি নীতিতে বাংলাদেশ থেকে সামগ্রিক রপ্তানি ২০২১ সালের মধ্যে ৬,০০০ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সরকারি নীতিতে পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যকে দেশের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলোর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। খাতটির জন্য নীতি সহায়তার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে:

- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বাইরে অবস্থিত রপ্তানিমুখী কারখানাগুলো অভ্যন্তরীণ বাজারে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পণ্য বিক্রি করতে পারবে, অর্থাৎ যে সকল চামড়া কারখানা তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্যের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে, প্রণোদনা পাওয়ার ক্ষেত্রে সেসব কারখানাও শতভাগ রপ্তানিমুখী কারখানা হিসেবে বিবেচিত হবে।
- নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্যের জন্য রপ্তানি ভর্তুকি প্রযোজ্য হবে। ভর্তুকির পরিমাণ হবে ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ।
    - চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিতে নগদ অর্থ প্রণোদনা ১২.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে, যা ২০১৬ অর্থবছর হতে কার্যকর রয়েছে।
    - সাভারে স্থানান্তরিত কারখানাগুলো থেকে ক্রাস্ট চামড়া রপ্তানিতে ৫ শতাংশ নগদ অর্থ প্রণোদনা প্রদান করা হবে।
- রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সকল ধরনের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা।
- চামড়া খাতের জন্য নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিতে নমনীয় শর্তে শুল্ক সুবিধা।
- অন্যান্য নীতি সহায়তার পাশাপাশি কর অবকাশ, রপ্তানিমুখী চামড়া খাতের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা, বন্ডেড অয়্যারহাউজের মাধ্যমে সহায়তা।
- রপ্তানি উন্নয়নের জন্য ঋণপত্র (লেটার অব ক্রেডিট) ও তহবিলের বিপরীতে ৯০ শতাংশ ঋণ সহায়তা।
- রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা (এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি) প্রকল্প।

নগদ অর্থ প্রণোদনা ও অন্যান্য নীতিমালা সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীরা যাতে জেনে-বুঝে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য নগদ অর্থ প্রণোদনা ও বাণিজ্য নীতির মতো নীতিমালা ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে না হলেও, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর রাখতে হবে।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ[২০] (এফডিআই)

যেহেতু বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বৈশ্বিক বাজার, ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তাই এফডিআই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। তাদের বাজার থেকে বের হওয়ার সুবিধা রয়েছে। সুতরাং, দ্রুতগতিতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এফডিআই বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশে এফডিআইয়ের পরিমাণ ২০২০ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬০ কোটি মার্কিন ডলার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ২০০ কোটি মার্কিন ডলার (নেট) এফডিআই প্রবাহের মধ্যে ১৬৩.৫ লাখ মার্কিন ডলার (নেট) এফডিআই চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে এসেছিল। এই পরিমাণ মোট এফডিআই প্রবাহের ১ শতাংশেরও কম[২১]। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে এফডিআই প্রবাহ সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এই খাতে এফডিআই প্রবাহের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। তবে, এর পর থেকে এই খাতে এফডিআই প্রবাহের হার কমতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের এফডিআই নীতিমালা অত্যন্ত উদার। এফডিআইয়ের ক্ষেত্রে বিদেশি পুঁজির পরিমাণ কত ভাগ হবে তা নিয়ে কোনো বিধিনিষেধ নেই। অর্থাৎ, বাংলাদেশ সরকার কোনো প্রকল্পে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগ অনুমোদন করে। বিদেশি উৎস হতে বিনিয়োগকৃত মূলধন পুরোটাই চাইলে উঠিয়ে নেওয়া যাবে। একইভাবে, বিদেশি বিনিয়োগে সৃষ্ট মুনাফা ও লভ্যাংশও সম্পূর্ণ পরিমাণে নিয়ে যাওয়া যাবে। যদি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্জিত লভ্যাংশ অথবা আয় পুনরায় বিনিয়োগ করে তাহলে তা নতুন বিনিয়োগ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

মূল কথা হচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এফডিআইভিত্তিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর কারণ, বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন বা বাংলাদেশ হতে পণ্য ক্রয় বিনিয়োগকারী বা ক্রেতাদের জন্য এখনও লাভজনক। তবে, আরও বেশি অনুকূল, সক্রিয় ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে (বিশেষ করে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী প্রধান সমস্যাগুলো সমাধান করা গেলে) বাংলাদেশ হতে রপ্তানির পরিমাণ অবিলম্বে এবং উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (বেজা)

দেশে এফডিআই প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প প্রবৃদ্ধি সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে বেশকিছু আকর্ষণীয় সুবিধা প্রস্তাব করা হয়েছে। চামড়া খাতের জন্য দুইটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বরাদ্দ দিতে সরকার ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

পণ্যভিত্তিক বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ইপিজেডগুলোতে অবস্থিত ৪৬১টি শিল্পকারখানার মধ্যে শুধুমাত্র ৩৩টি চামড়া ও পাদুকা খাতের। এসব কারখানায় মোট ২,৪২৯.২ লাখ মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে এবং ৩৫,২৪৫ জন শ্রমিক ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

---

[২০] বাংলাদেশ ব্যাংক চামড়া খাতের এফডিআই সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত পুরো খাতের যোগফল আকারে প্রদান করেছিল, যা চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা অধ্যায়ে এফডিআই নিয়ে আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। এ কারণে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রকৃত পরিমাণ জানা যায়নি।

[২১] উৎস: Bangladesh Bank. (2016). FDI in Bangladesh, Survey Report. [অনলাইন] সংগ্রহস্থল: https://www.bb.org.bd/pub/halfyearly/fdisurvey/fdisurveyjanjun2016.pdf।

নতুন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে অর্থায়ন

চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য একটি উদার ও ব্যবসাবান্ধব ব্যাংক সুদ কাঠামো অত্যাবশ্যক। রপ্তানি রূপরেখায় সুপারিশকৃত সময়কালের জন্য কর অবকাশ ও নিম্ন সুদ হারের মতো নীতি সহায়তাসহ বিভিন্ন সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন।

চামড়াজাত পোশাক উৎসাহিত করা

চামড়াজাত পোশাক ও গৃহসজ্জা সামগ্রী উৎপাদনে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ প্রদান করুন।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ

২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন সভায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণের জন্য সুপারিশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মূল্যায়নের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি দেশের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হয়ে আসতে পারে। উত্তরণের পর দেশটি বিদ্যমান বাজারে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত সুবিধা হারাবে। ২০২৪ সালের পরে চামড়া খাত কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে তা চিহ্নিত করতে একটি বিস্তারিত অনুসন্ধান কার্যক্রম অতি দ্রুত শুরু করা দরকার। জেনেভায় অবস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অবিলম্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব শক্তিশালী করা উচিত এবং বাস্তবধর্মী কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও বিভাগের ভূমিকার সমন্বয়

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও যৌথ উদ্যোগের জন্য

- *বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা):* ২০১৮ সালে এফডিআইয়ের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি কর্মপদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী ওয়ান স্টপ সার্ভিস সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালু রাখতে হবে। সেবা প্রদান ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। সামনের সারির ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যবসায়ী সংগঠন ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা নিয়ে বিডাকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিতে হবে। এফডিআই আকর্ষণ করতে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী এবং মেলার আয়োজন করতে হবে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে বিডাকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন কাঠামোর অধীনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর এবং আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান করা জরুরি।
- *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা):* এফডিআই ও যৌথ উদ্যোগ সহজ করতে বেজার উচিত দ্রুত ওয়ান স্টপ সার্ভিসকে কর্মক্ষম করে তোলা এবং এফডিআই ও যৌথ উদ্যোগ আকর্ষণ করতে সকল প্রক্রিয়া সহজ করা।
- *জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর):* এনবিআরের উচিত শুল্ক সুবিধা সহজ করা এবং কর, শুল্ক কর, মূসক ও অন্যান্য শুল্কের পূর্বানুমান স্থির রাখা।
- *বাংলাদেশ ব্যাংক:* বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত এফডিআইবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী ও যৌথ উদ্যোগের জন্য অসুবিধাজনক বাধাসমূহ দূর করা।
- *পরিবেশ অধিদপ্তর:* পরিবেশ অধিদপ্তরকে সকল এফডিআই ও যৌথ উদ্যোগের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাড়পত্র জারি করতে হবে।

- *রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি):* এফডিআই ও যৌথ উদ্যোগ পর্যবেক্ষণ করতে ইপিবিকে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া, এফডিআই মূল্যায়ন করতে একটি বাজার গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- *বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাস:* ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে রপ্তানিকারকদের বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোকে সহায়তা করতে হবে। এফডিআই ও যৌথ উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।
- *নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল স্থল ও সমুদ্রবন্দর এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল বিমানবন্দর:* লিড টাইম হ্রাস করতে হলে সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরে সৃষ্ট সকল দীর্ঘসূত্রিতা যৌক্তিক ও সহনীয় করতে হবে।

কমপ্লায়েন্স পূরণের জন্য

- *পরিবেশ অধিদপ্তর:* রপ্তানির জন্য পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে অনুমোদন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীনে একটি পৃথক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সাথে পরামর্শক্রমে অনুমোদনের জন্য একটি কমপ্লায়েন্স কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- *বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই):* বিএসটিআইকে চামড়া খাতের সকল পরিমাপকে সনদপত্র প্রদান করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। সনদপত্রের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে।
- *বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি):* বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড বেসরকারি সনদপত্র প্রদানকারী সংস্থার বিকাশকে সহজতর করবে এবং তাদেরকে সনদপত্র প্রদানের অধিকার অর্জনে সহায়তা করবে।
- *পৌরসভা এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (এলজিআরডি) মন্ত্রণালয়:* স্থানীয় সরকারকে সকল শহরে কসাইখানা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে। কসাইখানাগুলোতে পশু জবাইয়ের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা থাকতে হবে। স্থানীয় সরকারের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- *প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়):* প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে চামড়া সনাক্তকরণ সক্ষমতার সকল পরিমাপকের অনুগামী থেকে গবাদিপশুর কমপ্লায়েন্ট ও সাসটেইনেবল বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।
- *বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক):* বিসিককে সিইটিপির মান নিশ্চিত করতে হবে এবং সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর সিইটিপি পরিচালনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করতে হবে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য

- *বাণিজ্য মন্ত্রণালয়:* ইপিবি, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি), ব্যবসায়ী সংগঠন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য খাতভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দেশে দক্ষতার স্তর, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- *বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি):* বিভিন্ন রপ্তানিমুখী খাতের উন্নয়নে এবং চামড়া ও সংশ্লিষ্ট খাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিপিসিকে সম্পূর্ণ সক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
- *শিল্প মন্ত্রণালয়:* শিল্প মন্ত্রণালয়কে বিএবি ও বিএসটিআইয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা সকল পরিমাপক পরীক্ষা করতে পারে এবং পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সনদপত্র প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে সাহায্য করতে হবে।
- *শিক্ষা মন্ত্রণালয়:* শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে শিল্প খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের মান, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচির উপরও জোর দিতে হবে।

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাত

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের চামড়া খাতের রপ্তানি প্রাথমিকভাবে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাত থেকে শুরু হয়েছিল। বিশ্বের ১.৩-১.৮ শতাংশ গবাদিপশু এবং ৩.৭ শতাংশ ছাগলের চারণভূমি এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মোট রপ্তানিতে চামড়া খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মূল্য সংযোজন বাড়াতে প্রক্রিয়াজাত চামড়া থেকে চূড়ান্ত চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে যেতে হবে। যেহেতু উভয় খাতই প্রতিযোগিতাপূর্ণ খাত, তাই ধাপে ধাপে এই রূপান্তর ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাত ও চামড়াজাত পণ্য উপখাতের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাই চামড়া খাতের জন্য রপ্তানি রূপরেখায় চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতকে আরও কয়েক বছরের জন্য অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

বাংলাদেশের চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে দেশটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামালের সরবরাহ রয়েছে। চিত্র ১ ও চিত্র ২ এ বিষয়টি তুলে ধরছে। বাংলাদেশ ট্যানার্স এ্যাসোসিয়েশনের মতে দেশে চামড়া ও ছাল থেকে উৎপাদিত চামড়া প্রাপ্যতার পরিমাণ ৩,১২৫ লাখ বর্গফুট। এছাড়া, ৫ কোটি বর্গফুট স্প্লিট চামড়াও উৎপাদিত হয়, যার বড় একটি অংশই রপ্তানি হয়ে থাকে।

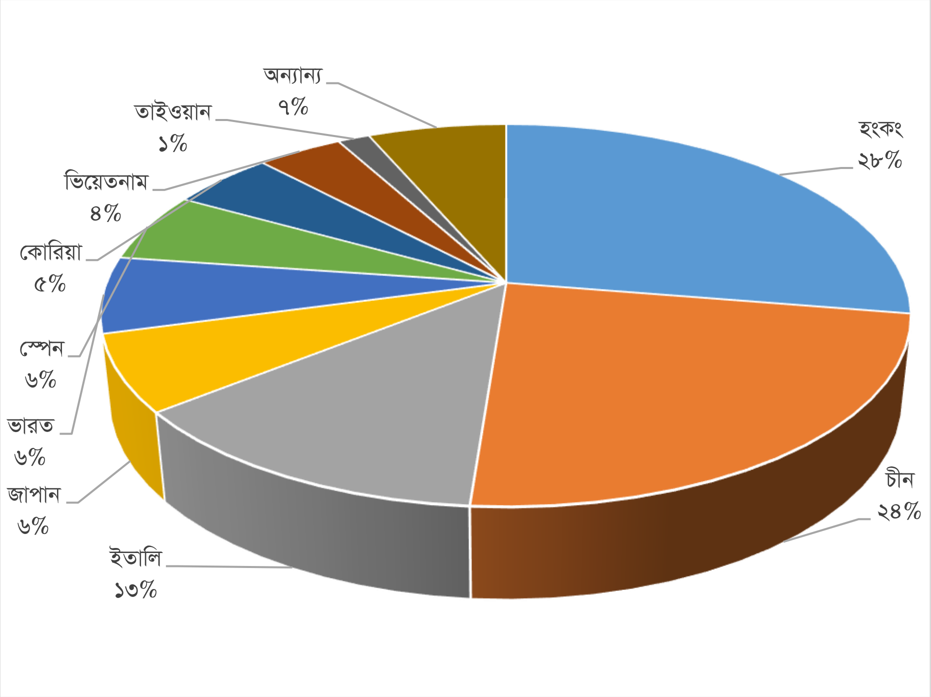

চিত্র ১: বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি বাজার (২০১৫)　　উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

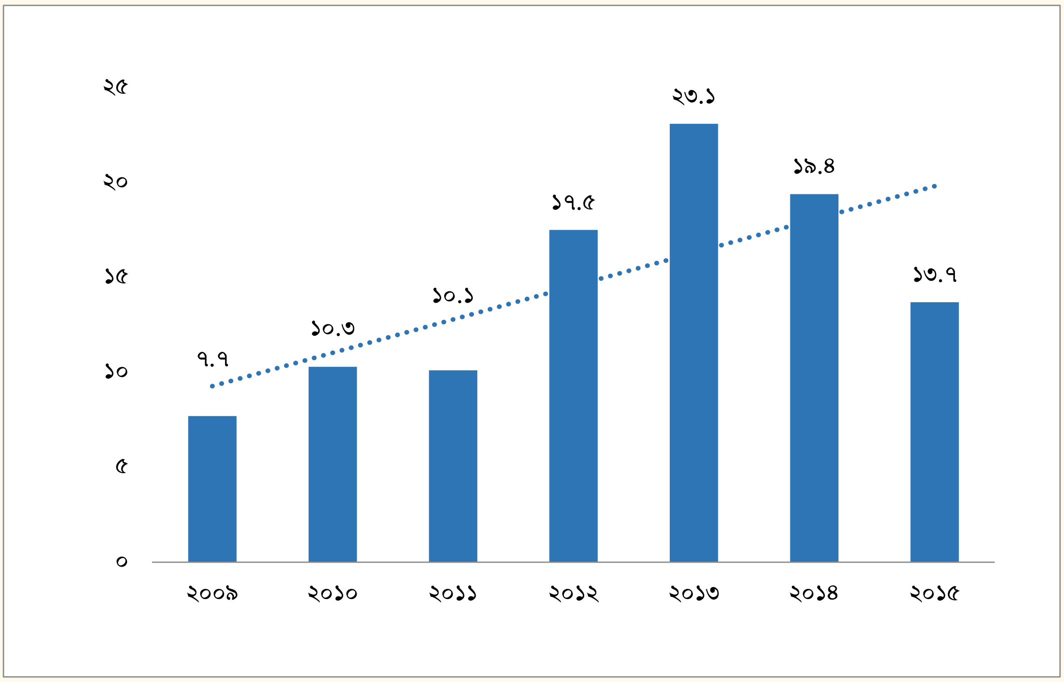

চিত্র ২: বাংলাদেশ হতে অন্যান্য পশুর চামড়া রপ্তানি (কোটি মার্কিন ডলার)

বাংলাদেশ থেকে গবাদিপশুর চামড়ার মোট রপ্তানির ৬০ শতাংশের বেশি হয়ে থাকে শুধুমাত্র কোরিয়া, হংকং ও চীনে। বাংলাদেশ এসব দেশে বেশির ভাগ গবাদিপশুর চামড়া ক্রাস্ট চামড়া[২২] আকারে রপ্তানি করে থাকে। ক্রাস্ট চামড়া অধিক মূল্য সংযোজনকারী চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের শুধুমাত্র কয়েকটি বাছাইকৃত কারখানা ইতালি ও স্পেনে উচ্চমান সম্পন্ন চামড়া রপ্তানি করে থাকে। এই দুইটি দেশ উচ্চ মূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন করে থাকে। দেশের মোট চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার ৯০ শতাংশের বেশি হাজারীবাগের বাইরে অবস্থিত, যার সংখ্যা প্রায় ২২০টি[২৩]। এসব কারখানার মধ্যে ১১৩টি চালু রয়েছে। এদের প্রায় ৬৫ শতাংশের ক্রাস্ট চামড়া পর্যন্ত উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। এটা প্রতীয়মান যে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের আধিপত্য রয়েছে। বিটিএ কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই খাতে পরিচালনারত ৫৭.৮৯ শতাংশ কারখানাই ব্যক্তি মালিকানাধীন, ৩২.৩৩ শতাংশ লিমিটেড কোম্পানি এবং ৪ শতাংশের পুঁজিবাজারে কার্যক্রম রয়েছে।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ হতে গবাদিপশুর চামড়া রপ্তানির পরিমাণের সাথে গবাদিপশুর চামড়ার বৈশ্বিক আমদানির পরিমাণ তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির পরিমাণ বৈশ্বিক আমদানির ১ শতাংশের চেয়ে কম। গবাদিপশুর চামড়ার মতো বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য পশুর চামড়া রপ্তানি ২০০৯ সাল থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার গত ছয় বছর ধরে ১০ শতাংশ। বাংলাদেশ হতে অন্যান্য পশুর (সাপ, কুমির, হরিণ, উট, ইত্যাদি) ক্রাস্ট চামড়া রপ্তানির অধিকাংশ – ৬০ শতাংশের বেশি – হয়ে থাকে হংকং, ইতালি ও জাপানে। আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মূল্য সংযোজন পণ্য রপ্তানিতে এই বৃদ্ধির কারণে ফিনিশড চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। যদি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলো সাভারের চামড়াশিল্প নগরীতে সফলভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং ফিনিশড চামড়া উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে তারা চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উপখাতের এই চাহিদা অনেকাংশে মেটাতে পারবে। তবে,

---

[২২] ক্রাস্ট বলতে এখানে কোনো ধরনের অতিরিক্ত ফিনিশিং ছাড়াই প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়াকে বোঝানো হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, ক্রাস্ট চামড়া অনিশ্চিতভাবে এই রূপ গ্রহণ করে।

[২৩] Manzur, S.N. (n.d.). Challenges facing the Bangladesh leather industry. 118 SLTC conference. LFMEAB. [Online].

কারখানাগুলোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনকারীদের ফিনিশড চামড়ার জন্য আমদানির উপর নির্ভর করতে হতে পারে। এর কারণ, নিকট ভবিষ্যতে ফিনিশড চামড়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদা স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

২০১৩-১৪ সাল হতে চামড়া রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে। এর দুইটি কারণ হতে পারে: (১) হাজারীবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তর করতে বলায় কারখানাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং (২) চামড়া রপ্তানির কমপ্লায়েন্ট মানদণ্ড অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ।

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের প্রবৃদ্ধি প্রধানত চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উপখাতের প্রবৃদ্ধির উপরই নির্ভর করছে। অবিলম্বে কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়গুলোর সুরাহা করা গেলেই কেবল চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। বর্তমানে উপখাতটির জন্য এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত, রাসায়নিক, সামাজিক ও নিরাপত্তাজনিত কমপ্লায়েন্স সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উপর এই উপখাতের প্রবৃদ্ধি নির্ভর করছে।

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ

সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর ব্যবস্থাপনা ছাড়াও চামড়া খাতে বাংলাদেশকে ভিন্ন কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলো যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার কয়েকটি নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সারণি ৫: চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

ধরন	চ্যালেঞ্জ	বিবরণ
কমপ্লায়েন্স	কাঁচা চামড়া ক্রয়, বিশেষ করে ঈদুল আযহার সময়ে	শহর ও গ্রাম থেকে ৪০-৫০ শতাংশ কাঁচা চামড়া ও ছাল ঈদুল আযহার সময়ে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে কাঁচা চামড়া রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা কঠিন। মধ্যস্বত্বভোগীরা স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে পুরো সাপ্লাই চেইনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
	চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোতে পরিবেশগত কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি	বেশির ভাগ কারখানাই পরিবেশগত বিধিমালা, এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট মানদণ্ডগুলো মেনে চলে না। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়।
	দেশে উৎপাদিত চামড়ার ট্রেসেবিলিটির দুর্বলতা	ঢাকা চামড়াশিল্প নগরীর অসম্পূর্ণ আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর কারণে চামড়ার সনাক্তকরণ সক্ষমতা বা ট্রেসেবিলিটি যথাযথ হচ্ছে না। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং স্থানীয় চামড়া দ্বারা উৎপাদিত চামড়াজাত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে।
	অতিরিক্ত হারে রাসায়নিক ব্যবহার	চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোতে ব্যবহৃত রাসায়নিকের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি। এছাড়া ফিনিশড চামড়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতির পরিসীমা ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিচ (রাসায়নিক দ্রব্যাদির নিবন্ধন, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও বিধিনিষেধ) মানদণ্ডের সাথে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ভৌত অবকাঠামো	পশু জবাইয়ের জন্য নিম্নমানের অবকাঠামো	পশু জবাইয়ের বর্তমান অবকাঠামোর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত বাজে। এরকম অবকাঠামোতে পশুর চামড়া ও ছাল নিয়ে অস্বাস্থ্যকর ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ করা হয়। এর ফলে চামড়ার মূল্য কমে যায়। ঈদের সময়ে একটি বড় সংখ্যক পশু আধাদক্ষ কসাইদের মাধ্যমে জবাই করানো হয়। ফলে চামড়া ও ছালের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।
	কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারের অপর্যাপ্ত সক্ষমতা	সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারে দৈনিক ২৫,০০০ ঘনফুট তরল বর্জ্য পরিশোধন করা যায়। এর ফলে চামড়াশিল্প নগরীতে চামড়া উৎপাদনের পরিমাণকে সীমিত রাখতে হয়। তবে, শীঘ্রই চামড়া উৎপাদনের চাহিদা বেড়ে এই সক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তখন সম্ভবত সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর মতো আরেকটি চামড়াশিল্প নগরী নির্মাণ করতে হবে অথবা বড় বড় যেসব কারখানার এককভাবে সক্ষমতা রয়েছে তাদেরকে অন্যান্য জায়গায় স্থানান্তরে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তবে, সেক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর নির্ধারিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মানদণ্ড নিশ্চিত করতে হবে।
	পানির অদক্ষ ব্যবহার	ব্যবহারের পরিমাণের ভিত্তিতে পানির মূল্য নির্ধারিত না হওয়ায় কারখানাগুলোতে পানির অপ্রয়োজনী ব্যবহার হয়ে থাকে। এর ফলে তরল বর্জ্য শোধনাগারে ব্যাপক হারে তরল বর্জ্য জমা হয়। শোধনাগারের অত্যধিক তরল বর্জ্য পরিশোধন করার সক্ষমতা নেই।
	কোল্ড চেইন সংরক্ষণ	চামড়া ও ছালের জন্য কোনো কোল্ড চেইন ব্যবস্থা নেই। অপরিশোধিত চামড়া ও ছাল পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে কারখানাগুলোর কাঁচামালের গুণগত মান কমে যায়।
	বর্জ্য নির্গমন বা পুনর্ব্যবহার	বর্জ্য নির্গমন বা পুনর্ব্যবহার করার ব্যবস্থা ও সুবিধা না থাকায় উচ্চ মাত্রার দূষণ সৃষ্টি হয় এবং কাঁচামালের অপচয় হয়, যা লাভজনক পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করা যেত।
অর্থায়ন	সীমিত অর্থায়ন সুবিধা	এখনও বেশকিছু কারখানা সাভারে জমি বরাদ্দ পায়নি। এ কারণে স্থানান্তরের জন্য তারা অর্থায়নের আবেদনও করতে পারছে না। হাজারীবাগ থেকে সাভারের চামড়াশিল্প নগরীতে কারখানাগুলোর স্থানান্তর একটি ব্যয়বহুল কর্মযজ্ঞ। সকল কারখানা স্থানান্তরের জন্য মোট খরচ ধরা হয়েছে ৮৬.২ কোটি মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় আনুমানিক ৭,০০০ কোটি টাকা)।
প্রযুক্তি	উচ্চ মূল্যের চামড়া উৎপাদনের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ক্রয় ও ব্যবহারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অক্ষমতা	ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কারখানাগুলো আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির ব্যয় বহন করতে সক্ষম নয়। এসব আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানেরও অভাব রয়েছে। উচ্চমূল্যের চামড়া উৎপাদন করতে এগুলো দরকার হয়।
বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং	সামাজিক ও পরিবেশতগ কমপ্লায়েন্সের জন্য তথ্যগত স্বচ্ছতা	সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রথমত সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তারপর একে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সাথে তাদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করা। এভাবে ধীরে ধীরে সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং চামড়া শিল্পের জন্য প্রথায় পরিণত হবে।

চ্যালেঞ্জসমূহ থেকেই বোঝা যায় তা মোকাবেলা করতে কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ

যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করা হলো তা নিম্নরূপ:

সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর কার্যকর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের পুরো চামড়া খাতের দ্রুত উন্নয়নের জন্য সাভারের চামড়াশিল্প নগরী গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে, সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর কার্যকর ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের চামড়া খাতের ভবিষ্যৎ ভাবমূর্তি – বিশেষ করে বিদেশি ক্রেতা ও অতিথিদের কাছে – নির্ভর করবে সাভারের চামড়াশিল্প নগরী কতটা কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে তার উপর। যা হোক, অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিচের বিষয়গুলো সমাধান করতে হবে:

- কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারের (সিইটিপি) কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করতে আলাদাভাবে প্রতিটি কারখানা থেকে তরল বর্জ্য নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে না।
- ক্রোমিয়াম আলাদা করার ইউনিট কার্যকর নয়। ফলে কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারে প্রবাহিত তরল বর্জ্যের মিশ্রণে প্রভাব পড়ে এবং এর ফলে সিইটিপির কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে।
- সাভারের চামড়াশিল্প নগরীতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই।
- সিইটিপি ও সাভারের চামড়াশিল্প নগরী দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই।
- বিটুমিন নির্মিত রাস্তা এখনও তৈরি করা হয়নি। কয়েকটি অংশে এখনও গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সরবরাহ নেই।

এসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, কারখানাগুলো চামড়াশিল্প নগরীতে স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৩৫টি কারখানা ইতোমধ্যে কাঁচামাল থেকে ওয়েট ব্লু চামড়া তৈরির কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। চামড়া খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে রপ্তানি রূপরেখায় নিম্নলিখিত হস্তক্ষেপগুলো সুপারিশ করা হলো:

- *সিইটিপির দক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা:* সাভারের চামড়াশিল্প নগরীর অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি)। সিইটিপি দীর্ঘমেয়াদে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- *কারখানা হতে তরল বর্জ্য নির্গমন নিয়ন্ত্রণ:* সিইটিপির তরল বর্জ্য নির্গমন সংক্রান্ত পরিমাপক সম্পর্কে সঠিক বোঝাপড়া থাকতে হবে। সিইটিপিতে কী পরিমাণ তরল বর্জ্য নির্গমন করা যাবে তা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে, তরল বর্জ্যের গুণগত মানও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক উপকরণ ও যৌগ প্রক্রিয়াকরণ করার উপযোগী করে সিইটিপির প্রক্রিয়া গঠন করা হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনো উপকরণ বা যৌগ সিইটিপিতে নির্গমন করা হলে তা সিইটিপির তরল বর্জ্য পরিশোধন করার সক্ষমতা কমিয়ে দেবে।
- *কঠিন বর্জ্যের দক্ষ ব্যবস্থাপনা:* সাভারের চামড়াশিল্প নগরীতে আবশ্যক পরিবেশ ও সামাজিক কমপ্লায়েন্সের শর্তাদি পূরণ করতে কঠিন বর্জ্যের দক্ষ নির্গমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি রূপরেখাটিতে কঠিন বর্জ্য ও সিইটিপির কর্দম বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, কঠিন বর্জ্য হতে লাভজনক উপজাত পণ্য তৈরি করা যেতে পারে।

কাঁচা চামড়া ও ছালের মানোন্নয়ন

উচ্চাভিলাষী রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে অতিরিক্ত চামড়ার প্রয়োজন। যেহেতু চামড়া ও ছাল হচ্ছে মাংস শিল্পের উপজাত, তাই মাংস ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে চামড়া ও ছালের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা যাবে না। স্বল্প বা মধ্য মেয়াদে দেশে চামড়া ও ছাল সরবরাহের পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবে, বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচা চামড়া ও ছালের মান উন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ফিনিশড চামড়া উৎপাদনের জন্য কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার

ক্রাস্ট চামড়া থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনে যেতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোতে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে ব্যাপক পরিমাণ বিনিয়োগ দরকার। অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানার পক্ষে এই বিনিয়োগ আর্থিকভাবে লাভজনক নয়। কারণ, নতুন যন্ত্রপাতির সাধারণত যে পরিমাণ সক্ষমতা থাকে তা থেকে সেসব কারখানার উৎপাদনের সক্ষমতা অনেক কম। ক্রাস্ট চামড়া থেকে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনের জন্য একটি কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কারখানাগুলো এই কেন্দ্রটি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে চামড়া খাতের প্রাথমিক পর্যায়েই এ ধরনের কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। সিএফসি প্রতিটি কারখানার আর্থিক বোঝা কমাবে। পাশাপাশি নতুন প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি বিষয়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ বাবদ কারখানাগুলোর যে ব্যয় হতো, তাও হ্রাস করবে সিএফসি।

চামড়াজাত পণ্য উপখাত

বাংলাদেশ হতে রকমারি চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে গত তিন বছরে এই বৃদ্ধি ঘটে। চামড়াজাত রকমারি পণ্যের মধ্যে সব থেকে বেশি রপ্তানি হয়ে থাকে হাতব্যাগ। এর পরের অবস্থানে রয়েছে হাতমোজা ও দস্তানা, বেল্ট ইত্যাদি এবং চামড়াজাত ছোটখাট সামগ্রী। বস্তুত হাতব্যাগ এবং হাতমোজা ও দস্তানা রপ্তানি ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১০০টি ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি আকারের কারখানা এসব চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন করছে[২৪]। এর একটি অংশ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য সরবরাহ করে থাকে এবং অপর অংশটি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করছে[২৫]।

নিচের সারণি থেকে এটা পরিষ্কার যে এই শ্রেণিতে রপ্তানির প্রধান পণ্যগুলো হচ্ছে চামড়ার সামগ্রী, হাতমোজা বা দস্তানা, এবং বেল্ট।

সারণি ৬: বাংলাদেশ হতে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি (কোটি মার্কিন ডলার)*

এইচএস কোড	বিবরণ	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	সিএজিআর
৪২০১	স্যাডেলারি, হারনেস	০	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়
৪২০২	চামড়াজাত পণ্য – হাতব্যাগ, ট্রাংক, সুটকেস, ইত্যাদি	২.৮	৪.৩	৬.৬	১১.৫	১৭.২	৫৮%
৪২০৩	হাতমোজা ও দস্তানা	৩.৪	৬.৭	৬.৯	৬.১	১৭.৩	৫১%
৪২০৫	চামড়ার তৈরি অন্যান্য সামগ্রী	৩.৮	৫.২	১০.৬	৭.৩	৪.৩	৩%
৪২০৬	নাড়িভুঁড়ি দিয়ে তৈরি সামগ্রী	০	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়
	মোট (চামড়জাত পণ্য)	**৯.৯**	**১৬.২**	**২৪**	**২৪.৯**	**৩৮.৮**	**৪১%**

* উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

২৪ Paul, Hira & Antunes, Paula & Covington, Anthony & Evans, P & Phillips, P.S. (2013). Bangladeshi Leather Industry: An Overview of Recent Sustainable Developments. Society of Leather Technologists and Chemists. 97. 25-32.

২৫ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য সরবরাহকারী কারখানার প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি।

চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পাদুকা উপখাত

২০১৬ সালে বাংলাদেশে পাদুকা উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ৯০ লাখ জোড়া। সে বছর বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম সর্বোচ্চ পাদুকা উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়। তবে, বাংলাদেশে পাদুকা ক্রয়ের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৫০ লাখ জোড়া, যা খুবই কম। পাদুকা ক্রয়ের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। ২০১৪ সালে দেশটি হতে চামড়াজাত পাদুকা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৭০ লাখ জোড়া এবং ২০১৫ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ৮০ লাখে। বিশ্ব পাদুকা বর্ষপঞ্জি ২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে সকল ধরনের পাদুকা রপ্তানির মধ্যে চামড়াজাত পাদুকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৮ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রিত পাদুকার বড় অংশই রাবার অথবা কাপড় জাতীয় উপাদান দিয়ে তৈরি। এক্ষেত্রে চামড়াজাত পাদুকার ব্যবহার অনেক কম। অভ্যন্তরীণ বাজার সম্পর্কে সঠিক তথ্য-উপাত্ত সহজলভ্য নয়। তবে দেশের জনসংখ্যা এবং তাদের উত্তরোত্তর উন্নতির কথা বিবেচনা করে বলা যায়, অভ্যন্তরীণ বাজারে সকল ধরনের চামড়াজাত পাদুকার চাহিদা নিকট ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশে পাদুকা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২,৫০০টি কারখানা রয়েছে। এদের মধ্যে ৩০টি বড় আকারের রপ্তানিকারক। এই খাতে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার লোক কাজ করেন, যার মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী। আরমানি, ব্যাস, হুগো বস, টিম্বারল্যান্ড এবং হাশ পাপিসসহ বিশ্বের অনেক নামিদামি ব্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে তাদের পণ্য নিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা পাদুকার মধ্যে অ্যাঙ্কল বুটসহ চামড়াজাত পাদুকার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল মোট পাদুকা রপ্তানির ৮০ শতাংশ। তবে খেলাধুলার পাদুকা রপ্তানিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ১৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২০ শতাংশে। এ থেকে স্পষ্ট যে চামড়ার উপরিভাগযুক্ত খেলাধুলার পাদুকা উৎপাদন ও রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের নামিদামি ব্র্যান্ডগুলো এসব পাদুকা তৈরি করে বলে এগুলো রপ্তানির সমূহ সম্ভাবনা বিরাজমান। মান ও মূল্য সম্পর্কে ব্র্যান্ডগুলোর সন্তুষ্টি অর্জন করা গেলে বাংলাদেশ থেকে তাদের ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

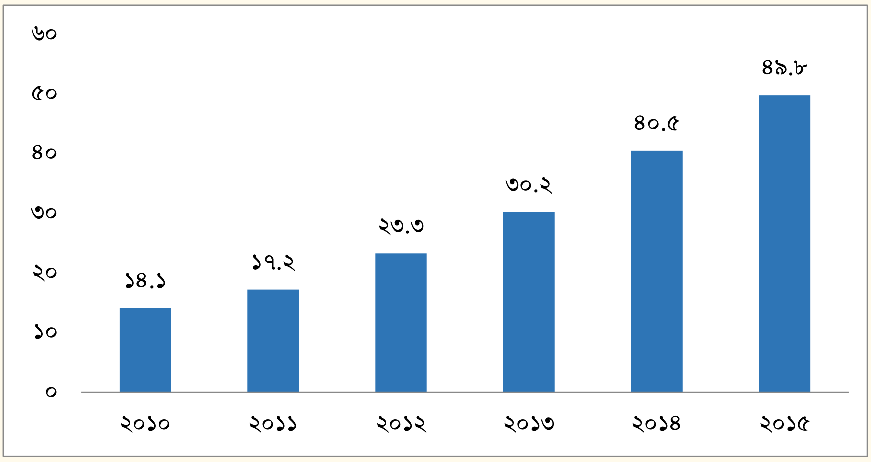

চিত্র ৩: বাংলাদেশ হতে পাদুকা রপ্তানি, ২০১০-২০১৫ (কোটি মার্কিন ডলার)

বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবণতা বৈশ্বিক রপ্তানি প্রবণতার অনুরূপ। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সময়কালে যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ শতাংশ (চিত্র ৪-৫ দ্রষ্টব্য)। পাদুকার জন্য সর্বোচ্চ তিন আমদানিকারক দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও যুক্তরাজ্য। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এসব দেশে রপ্তানি শুরু করেছে।

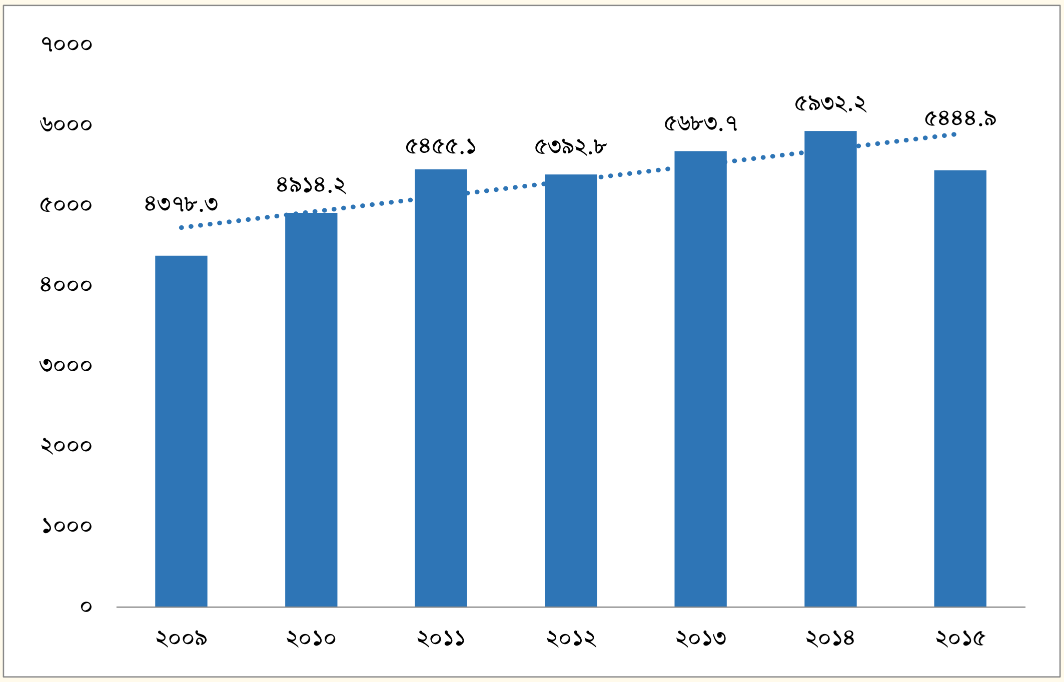

চিত্র ৪: বৈশ্বিক পাদুকা রপ্তানি, ২০০৯-২০১৫ (কোটি মার্কিন ডলার) উৎস: ট্রেডম্যাপ

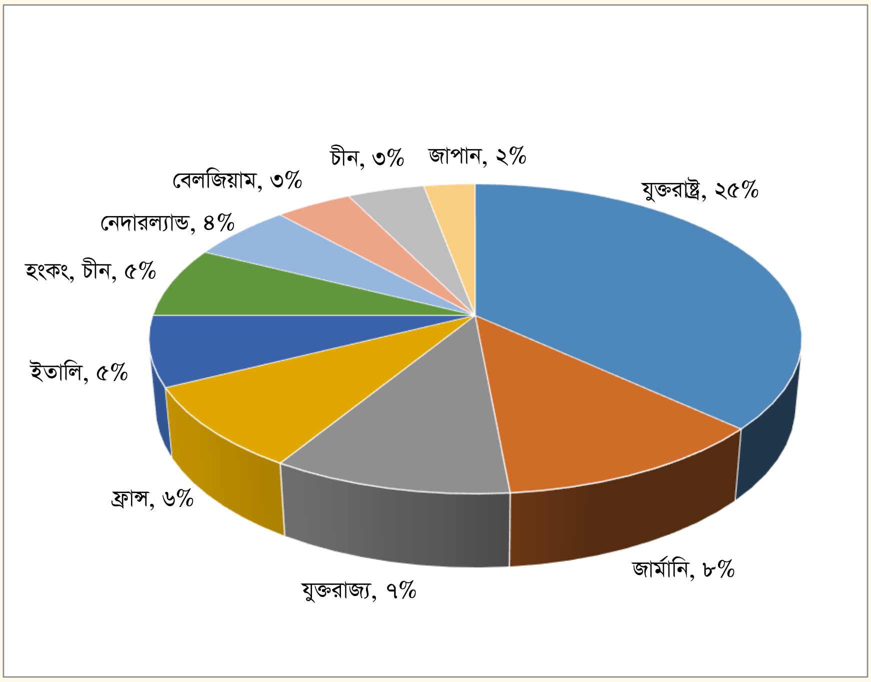

চিত্র ৫: পাদুকার জন্য সর্ববৃহৎ ১০ রপ্তানি বাজার (২০১৫) উৎস: ট্রেডম্যাপ

বেশ আগ্রহোদ্দীপক ঘটনা হলো, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে চামড়া রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পেলেও পাদুকা ও চামড়াজাত অন্যান্য সামগ্রী তাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছিল। যে সকল কারখানা রপ্তানির জন্য পাদুকা উৎপাদন করে থাকে তাদের মধ্যে একটি বড় পাদুকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কোনোটি এখনও অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রবেশ করেনি। এ ধরনের বৈপরীত্য অনেক উন্নয়নশীল দেশেই রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে রপ্তানিমুখী উৎপাদনে বেশকিছু বিশেষ প্রণোদনা ও বন্ডেড অয়্যারহাউজের মাধ্যমে শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধার মতো বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি সহায়তা রয়েছে। একই সাথে, অভ্যন্তরীণ বাজার সাধারণত মূল্য সংবেদনশীল এবং নতুন নকশার তেমন কোনো চাহিদা এখানে নেই।

কিছু বায়িং হাউজ ও বিদেশি বিনিয়োগকারীর সাথে আলোচনা করা জানা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডসহ প্রধান প্রধান বাজারে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধাই (জিএসপি) এদেশে তাদের ব্যাপক উপস্থিতির প্রধান কারণ।

বাজার কৌশল

বর্তমানে বাংলাদেশের পাদুকা ও চামড়াজাত সামগ্রী রপ্তানিকারকদের সরাসরি বাজারজাত করতে হয় না। ব্র্যান্ড মালিকরা ও বায়িং হাউজগুলো এসব কারখানায় তাদের পণ্য উৎপাদন করে থাকে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে সক্রিয় বিদেশি ক্রেতারা অন্য কোনো দেশে খরচ কম পেলে সেখানে চলে যেতে পারে। এ কারণে উন্নয়নের এই পর্যায়ে উদ্ভূত যেকোনো চ্যালেঞ্জ যাতে দেশের চামড়া শিল্প মোকাবেলা করতে পারে সেজন্য নিজস্ব শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করতে হবে।

এক্ষেত্রে খাতটির উন্নয়নের ঠিক প্রথম পর্যায় থেকেই এসব কারখানার নিজস্ব বাজারজাতকরণ দক্ষতা ও কৌশল উন্নত করতে হবে। পাশাপাশি, স্থানীয় বা বিদেশি নকশাকারের মাধ্যমে নিজস্ব প্রচেষ্টায় পণ্য উন্নয়ন করতে হবে। খাতটির দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ পাদুকা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণ দল নেই। এর ফলে বিদেশি ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে যায়। এসব প্রতিষ্ঠান প্রায়ই অর্ডার এনে দেয় এমন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশের পাদুকা খাতের জন্য বাজারজাতকরণ কৌশলের মাধ্যমে নিম্নোক্ত লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হবে:

- বাংলাদেশের স্বতন্ত্র পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা (উদাহরণস্বরূপ, এসপাড্রিলের মতো পাটজাত পণ্য)।
- বাংলাদেশের পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের মান ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আস্থা তৈরি করা (উদাহরণস্বরূপ, ঢাকায় অবস্থিত আড়ং)।
- কিছুদিন পরপর অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে প্রচার চালানো এবং বাংলাদেশ কেন পণ্য ক্রয়ের জন্য সম্ভাবনাময় দেশ তার উপর জোর দেওয়া।
- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, শ্রম আইন এবং পরিবেশ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে চামড়া প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি তুলে ধরা।
- বিদ্যমান সক্ষমতা এবং দ্রুত সম্প্রসারণের সামর্থ্য তুলে ধরা।

সরাসরি ও ডিজিটাল বাজারজাতকরণ

পশ্চিমা বাজারগুলোতে সরাসরি বাজারজাত করতে চাইলে যেকোনো কোম্পানির জন্য মূল শর্ত হচ্ছে গুণগত মান বজায় রাখা ও সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা। বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ের চাহিদা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

- *চূড়ান্ত পর্যায়:* এই পর্যায়ে কোম্পানিগুলো বড় বড় ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোতে সরবরাহ করতে পারে, যেখানে শর্তাবলি খুবই কঠোর, সরবরাহের সময় কম, এবং ব্যর্থ হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই পর্যায়ে মূল্য অবশ্যই বেশি।

দেশকে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রচার

নির্দিষ্ট কোনো পণ্যের ব্র্যান্ড উন্নয়ন করা ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এর জন্য অনেক আর্থিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। বড় বড় ব্র্যান্ড বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় প্রচুর বিনিয়োগ করে। বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত তাদের পণ্যে নির্দিষ্ট মানদণ্ড বজায় রাখতে তারা অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে (উদাহরণস্বরূপ, রিবক, নাইকি, ক্লার্কস, আরা, এবং সিউ)। স্বাধীনভাবে ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে উঠতে যেকোনো প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা, সম্পদ ও সময় দরকার হবে। এখানে উল্লেখ্য যে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য কারখানা পর্যায়ে ব্র্যান্ড তৈরি এবং তুলে ধরা অত্যাবশ্যক নয়। উদাহরণস্বরূপ, চীন বছরে প্রায় ১,৫০০ কোটি জোড়া পাদুকা উৎপাদন করে, কিন্তু এখনও দেশটির কোনো বড় ব্র্যান্ড নেই। পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরেই বলা যায়, এর কারণ হলো ব্র্যান্ড তৈরি করা খুবই ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে, কোনো কোম্পানি যদি বছরে কমপক্ষে ১ কোটি পাদুকা উৎপাদন না করে, তাহলে সেই কোম্পানির পক্ষে ব্র্যান্ড তৈরি করা লাভজনক নয়।

চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য দেশকে একটি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে তুলে ধরতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশের বা শিল্পের ব্র্যান্ড উন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে হবে। দেশের বা শিল্পের ব্র্যান্ড তুলে ধরতে কয়েকটি পরামর্শমূলক পদক্ষেপ নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের রপ্তানি সম্পর্কে বর্তমান ও সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক ক্রেতারা কী জানে তার উপর একটি বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করুন।
    - কোনো সম্ভাব্য বিক্রেতার মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা কোন কোন আকর্ষণ খুঁজে পায়?
    - পছন্দক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের এই তথ্য এই খাতের রপ্তানি বাড়াতে কিভাবে কাজে লাগানো যায়?
- দেশকে ব্র্যান্ড হিসেবে তুলে ধরা সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণাগুলোর সমন্বয়ে এলএফএমইএবি বা রপ্তানি উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা একটি বিস্তারিত সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।

সেরা বাজারগুলোতে পণ্যের প্রচার করা

শিল্পটির জন্য বিবেচনাযোগ্য আরেকটি কৌশল হচ্ছে সেরা পণ্যগুলোর জন্য সেরা বাজারগুলোতে বাজার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা এবং রপ্তানির জন্য এসব দেশে সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে এসব প্রতিনিধিকে কাজে লাগানো। এটা কিছুটা ব্যয়বহুল প্রস্তাব। প্রতিটি বাজার প্রতিনিধির জন্য পুরো প্রক্রিয়ায় বছরে ১ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার খরচ হবে।

বাজারজাতকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন

সামনের বেশকিছু সময় শিল্পটিকে বাজার সুবিধার জন্য বিদেশি ক্রেতাদের উপর নির্ভর করতে হতে পারে। তবে একইসাথে সরাসরি বাজারজাতকরণের প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে কোয়েল ছাড়া এলএফএমইএবি একমাত্র সংগঠন, যা শিল্পটির রপ্তানি প্রচেষ্টাকে সহায়তা করছে। কোয়েলের নলেজ সেন্টার রপ্তানিকারকদের বাজার, বাণিজ্য কাঠামো ও বিধিবিধান, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে। আন্তর্জাতিক মেলায় শিল্পটির অংশগ্রহণেও সংগঠনটি সহায়তা প্রদান করে।

চামড়াজাত পাদুকা

চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখায় স্বাভাবিক ও দ্রুত উভয় দৃশ্যকল্পে কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে দক্ষ জনবল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাস্তবে, বর্তমানে দক্ষ জনবলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দৃশ্যকল্প ২-এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে আগামী পাঁচ বছরে এই চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। মানবসম্পদের এই চাহিদার একটি বড় অংশ জুড়েই থাকবে আধাদক্ষ ও দক্ষ জনবলের চাহিদা। পাশাপাশি, নকশাকার, কারিগরি তদারকি এবং মান ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাসহ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের চাহিদাও বেশ থাকবে। এছাড়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ও মোটর পরিচালনায় দক্ষ কারিগরসহ

যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলেরও ঘাটতি রয়েছে। এই উপখাতের একটি স্বতন্ত্র সুবিধা হচ্ছে, যেহেতু এটি একটি হালকা শিল্প, তাই নারীদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে তারা বিদ্যমান দায়িত্বগুলো পুরোপুরিভাবে পালন করতে পারবে। পাদুকা কারখানাগুলোতে কর্মরত একটি বড় অংশই নারী।

নকশা ও পণ্য উন্নয়ন

কোনো কোম্পানির উচ্চতর পদগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সুযোগ্য ও প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরি করা গেলেই কেবল খাতটির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিয়মিত শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

যা হোক, যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত নকশাকারের প্রয়োজনীয়তা বহুবিধ চ্যালেঞ্জের একটি অংশ মাত্র। আরেকটি অংশ হচ্ছে চাহিদা তৈরি। ফ্যাশন শিল্পের অংশ হিসেবে পাদুকা নকশা নিয়মিত পরিবর্তিত হয়। বাজার প্রবণতা দ্রুত চিহ্নিত করা, নতুন নকশা তৈরি করা, পণ্যে সেসব নকশা নিয়ে আসা, এবং সঠিক নমুনা তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। বাজার প্রবণতার উপর নজর রাখলে পাদুকা প্রস্তুতকারকরা যেকোনো অর্ডারের জন্য প্রস্তুত থাকার সুযোগ পাবে।

এই চাহিদা পূরণ করতে অবিলম্বে একটি পাদুকা নকশা ও ফ্যাশন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে বা বিদ্যমান কোনো প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধন করতে সব থেকে সহজ প্রক্রিয়া হচ্ছে একই ধরনের একটি সফল বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হওয়া। বাংলাদেশের জন্য সব থেকে ভালো হবে যথাযথ শর্তাবলির ভিত্তিতে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে টুইনিংয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পাদুকা নকশা, উন্নয়ন ও ফ্যাশন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিক প্রবণতা অনুসরণ করা। দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব ফ্যাশন ও প্রবণতা তৈরিতে পুরোপুরি সক্ষম একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাবে।

- *নকশাকারদের জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ:* বেসরকারি খাত ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরুরিভিত্তিতে নকশাকারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার, যার মাধ্যমে বেসরকারি খাত ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মেধাসম্পন্ন প্রার্থীকে অনুদান প্রদান করা হবে। বিদেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য তাদেরকে প্রতি বছর বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। এসব প্রার্থীর অবশ্যই নকশা সম্বন্ধে ও নকশাকে পণ্যে রূপান্তর করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- *প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণ:* একই সাথে দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা তৈরি বা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই সক্ষমতা অর্জনের উত্তম পন্থা হচ্ছে বিদেশি কোনো প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সাথে টুইনিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া। আধুনিক সরঞ্জাম ও উপকরণ – বিশেষ করে ক্যাড (কম্পিউটারের সাহায্যে নকশা) বা ক্যামের (কম্পিউটারের সাহায্যে প্রস্তুতকরণ) মতো প্রযুক্তি – দ্বারা এরকম কোনো প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করা জরুরি।
- *বিরতিকালে শিল্পকে ব্যবহার:* বছরে সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য বিদেশি নকশাকারদের বাংলাদেশে দোকান খোলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বাড়তি একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তারা বছরে দুই থেকে তিনবার বাংলাদেশে – বিশেষ করে কোনো প্রতিষ্ঠানে – ভ্রমণে আসতে পারে এবং শিল্পটিতে নকশা তৈরি ও সরবরাহ করতে পারে। পাশাপাশি, বেসরকারি খাত বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদানপ্রাপ্ত প্রার্থীদের তারা প্রশিক্ষণ প্রদানও করতে পারে।

নতুন নতুন উদ্ভাবনী পণ্য তৈরি

বাংলাদেশে উৎপাদিত একটি বিশেষ পাদুকা এসপাড্রিল। এটার বেশ বড় রপ্তানি বাজার রয়েছে। এই পাদুকার তলা পাট দিয়ে তৈরি। উপরের অংশ তৈরি করা হয় হয় কাপড় অথবা সিনথেটিক বা চামড়া দিয়ে। এর একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে এটি পরিবেশবান্ধব। এই পাদুকাটির ব্যবহার প্রধানত মৌসুমভিত্তিক। সাধারণত গ্রীষ্মকাল বা গ্রীষ্মকালের মতো আবহাওয়ায় এটি পরা হয়। এছাড়া, এটা শ্রমঘন এবং বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত। এই পাদুকার নকশা এসেছে পিরিনিস (স্পেন ও ফ্রান্স) থেকে।

উপকরণ ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা

বর্তমানে পাদুকা খাতের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, পাদুকা উৎপাদন যে গতিতে চলমান রয়েছে সেই গতির সাথে তাল মেলাতে যে পরিমাণ উপকরণ ও কাঁচামাল প্রয়োজন তা সহজলভ্য নয়। গড়পড়তা এক জোড়া পাদুকা তৈরি করতে ৩২ ধরনের উপকরণ ও কাঁচামাল দরকার হয়। এসব উপকরণের কয়েকটি কারখানা নিজেই তৈরি করে। তবে বেশির ভাগই কারখানার বাইরে উৎপাদিত হয়। প্রবৃদ্ধি শুরুর বছরগুলোতে এগুলো আমদানি করাই একমাত্র উপায়। কারণ, দেশে এসব উপকরণ ও কাঁচামালের যে চাহিদা রয়েছে, তাতে করে এগুলো উৎপাদনে বিনিয়োগ করা লাভজনক নয়। যা হোক, শিল্পটি যথেষ্ট বড় হলে এসব উপকরণ প্রস্তুতকারকরা দেশের অভ্যন্তরে দোকান খুলে বসার অর্থনৈতিক কারণ খুঁজে পাবে।

অচামড়াজাত উপখাত

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অচামড়াজাত পণ্যের মান ও উচ্চ প্রতিযোগিতাপূর্ণ মূল্যের কারণে এর চাহিদা চামড়া খাতকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনের এই প্রবণতা বিশ্বজুড়েই দেখা যাচ্ছে। কারখানাগুলোর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন সক্ষমতার বর্তমান অবকাঠামোর বিবেচনায়, বাংলাদেশ সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক জ্ঞান সংযোজন করে সহজেই পরিবর্তনের এই সুযোগটি নিতে পারে। বিশ্বব্যাপী চাহিদার নতুন নতুন প্রবণতার সাথে খাপ খাওয়াতে অচামড়াজাত পাদুকা খাতের অতিরিক্ত সুনজর ও নীতি সহায়তা প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় চামড়াজাত পাদুকার সাথে অচামড়াজাত পদুকাকেও সংযুক্ত করতে হবে।

চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা (চামড়াজাত ও অচামড়াজাত) উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উপখাতের প্রস্তুতকারকরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি রয়েছে, সেগুলোর কয়েকটি নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো। এই তালিকা গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি।

সারণি ৭: চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

ধরন	চ্যালেঞ্জ	বিবরণ
কমপ্লায়েন্স	কমপ্লায়েন্সের অনুপস্থিতি বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে চামড়াজাত পণ্যের দুর্বল কমপ্লায়েন্স	কারখানা ও উৎপাদনস্থলে পরিবেশগত, সামাজিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহের ঘাটতির কারণে অনেক আন্তর্জাতিক বায়িং হাউজ বাংলাদেশ হতে পণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকে।
পণ্য পরীক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ	পণ্য পরীক্ষা, সনদপত্র প্রদান ও মান নিয়ন্ত্রণে অপর্যাপ্ত সক্ষমতা	পণ্য পরীক্ষা ও সনদপত্র প্রদানের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সুবিধা বাংলাদেশে নেই। এর ফলে লিড টাইম বৃদ্ধি পায়।
অর্থায়ন	সীমিত অর্থায়ন সুবিধা	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ইউনিট সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন সুবিধা সীমাবদ্ধ।
মানবসম্পদ	দক্ষ ও আধাদক্ষ জনবলের অভাব	*পণ্য নকশা:* পণ্য নকশা করার কাজে দক্ষ লোকের ঘাটতি রয়েছে। দেশে কর্মরত বেশির ভাগ নকশাকার বিদেশি। এর ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং বিদেশি উৎসের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। *ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা:* দেশে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা ও সক্ষমতাও সীমিত। ফলে এসব কাজের জন্য বিদেশিদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়।

		নারী শ্রমশক্তির সীমিত অংশগ্রহণ: প্রতিষ্ঠিত প্রস্তুতকারক কারখানাগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। কারণ নারীরা ছোট কারখানার চেয়ে বড় কারখানায় নিজেদের বেশি নিরাপদ মনে করে।
প্রযুক্তি	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অপ্রাপ্যতা	যেহেতু স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠান নতুন পণ্য নকশা তৈরি করে না, তাই পণ্যের নকশার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার সহজলভ্য নয়। এছাড়া, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির সংযোজন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে ম্যানুয়াল প্রদ্ধতিতে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় এবং দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়।
উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ	উপকরণের জন্য আমদানি নির্ভরতা	ছাঁচ, আনুষঙ্গিক জিনিশপত্রসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য প্রস্তুতকারকদের আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়, তাই লিড টাইম বৃদ্ধি পায়।
বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং	সামাজিক ও পরিবেশতগ কমপ্লায়েন্সের জন্য তথ্যগত স্বচ্ছতা	সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রথমত সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তারপর একে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সাথে তাদের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করা। এভাবে ধীরে ধীরে সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং চামড়া শিল্পের জন্য প্রথায় পরিণত হবে।

যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে: চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা এবং অচামড়াজাত পাদুকা

চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা (চামড়াজাত ও অচামড়াজাত) উপখাতের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৮: চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উপখাতের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ
১	অচামড়াজাত পণ্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে বিস্তারিত অনুসন্ধান পরিচালনা করা	একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও সহায়ক নীতি কাঠামো গ্রহণ করুন, যাতে খাতটির পশ্চাৎ সংযোগ গড়ে উঠতে পারে এবং বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়।
২	অচামড়াজাত পাদুকা উৎপাদন সংক্রান্ত মৌলিক কমপ্লায়েন্স উন্নত করা	আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসমূহ মেনে চলায় কারখানাগুলোকে সহায়তা করতে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
		কমপ্লায়েন্স থাকার সুবিধা এবং কমপ্লায়েন্স না থাকার ঝুঁকি ও ক্ষতি সম্পর্কে কারখানাগুলোকে অবহিত করতে জাতীয় পর্যায়ে একটি সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি পরিচালনা করুন।
		প্রতিটি কমপ্লায়েন্সের সাথে জড়িত প্রণোদনা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা উল্লেখ করে একটি কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সারণি তৈরি করুন।
		সামাজিক, পরিবেশগত, রাসায়নিক, নিরাপত্তাজনিত, পেশাগত এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সের একটি জাতীয় নির্দেশিকা ও সনদ প্রদান কর্মসূচি তৈরি করুন।
৩	খাতটির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা	কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি দক্ষতা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকদের সহায়তা করুন।

৪	দক্ষতা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতা উন্নত করা	একটি কারিগরি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন, যেখানে নিচের কাজগুলো হবে: বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত করতে কোনো খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে উৎপাদিত পণ্যের ভৌত মান ও রাসায়নিক পরীক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি করুন।
		খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাতটির জন্য একদল প্রশিক্ষক তৈরি করুন।
		কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে বেসরকারি খাতের জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।
		কোনো খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় শ্রমশক্তির জন্য একটি পরীক্ষাভিত্তিক সনদ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করুন।
		কারখানা পর্যায়ে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করুন।
		চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পাদুকা উৎপাদন কার্যক্রমে ডিস্কিলিংঙের উপযোগী (অর্থাৎ, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা বা দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনার) ক্ষেত্র খুঁজে বের করুন।
৫	ফ্যাশন ও নকশা করার সক্ষমতা উন্নত করা এবং দেশের পাদুকা উপখাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান	একটি পাদুকা নকশা, উন্নয়ন ও ফ্যাশন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন।
		আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে নকশা কেন্দ্রের জন্য মানবসম্পদ তৈরি করুন।
		বাংলাদেশে নকশাকারদের সাথে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত নকশাকারদের বাংলাদেশে নিয়ে আসুন। মৌসুম ভিত্তিতে তাঁদের আনা যেতে পারে।
		বাজার গবেষণার জন্য একটি রেফারেন্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করুন।
		খাতটির সম্ভাবনা তুলে ধরতে এবং খাতটিতে সৃষ্টিশীল লোকদের আকর্ষণ করতে মেলা, প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন।
৬	আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উপকরণের ব্যয়হ্রাস করা	রপ্তানিকারকদের দেওয়া ইউটিলাইজেশন ডিকলারেশন পর্যালোচনা করতে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে অনুমোদন প্রদান করুন।
		উপকরণ প্রস্তুতকারক শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করুন, যাতে এই শিল্প বাংলাদেশের প্রস্তুতকারকদের চাহিদা মেটাতে পারে এবং দেশের বাইরেও রপ্তানি করতে পারে।
৭	অর্থায়ন সুবিধা বৃদ্ধি করা	কমপ্লায়েন্স মেনে চলছে বা মেনে চলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এমন কারখানাসমূহের জন্য রাজস্ব ও কর প্রণোদনার ব্যবস্থা করুন।
৮	সামাজিক, নিরাপত্তাজনিত ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স উন্নত করা	অগ্নি নিরাপত্তা ও অন্যান্য কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি উন্নত করতে তৈরি পোশাক খাতের মতো করে আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করুন।
৯	বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য নীতিমালা কাঠামো উন্নত করা	ব্যবসায় পরিকল্পনা ঝুঁকিহ্রাস করুন এবং অনিশ্চয়তা দূর করুন।
১০	নির্বাচিত বিদেশি বাজারে শিল্প ও দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করা	চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য দেশগুলোতে অনুষ্ঠান ও মেলা আয়োজনে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
		সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের ব্র্যান্ডিং করুন।
		চামড়া খাতের জন্য একটি বিশেষ সচিত্র সাময়িকী প্রকাশ করুন।
		নির্বাচিত বাজারগুলোর ওপিনিয়ন মেকারদের বাংলাদেশে সফর করতে এবং বাংলাদেশের সক্ষমতা সম্পর্কে লিখতে আহ্বান জানান।

		রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে স্বাভাবিক পণ্য উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন দিতে প্রস্তুতকারকদের সহায়তা করুন।
১১	প্রধান প্রধান আমদানিকারক ও ব্র্যান্ডের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে কারখানাগুলোকে সহায়তা করা	কারখানাগুলোর পণ্য প্রদর্শনীর জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করুন।
১২	অন্যান্য দেশ হতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা	সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছাতে বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করুন।
১৩	বাংলাদেশে অচামড়াজাত খাতে পণ্য বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা	নতুন পণ্যের সম্ভাবনা চিহ্নিত করতে শিল্পটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন। গবেষণা করতে শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।
১৪	উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে ক্ষুদ্র, কুটিরশিল্প জাতীয় উদ্যোগগুলোকে উপযোগী করে তুলতে বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনে পশ্চাৎমুখী সংযোগ হিসেবে তাদেরকে যুক্ত করা	কুটিরশিল্প জাতীয় উদ্যোগগুলো সম্বন্ধে ধারণা পেতে এবং বাংলাদেশে অচামড়াজাত পাদুকা উপখাতে শিল্পটিকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা চিহ্নিত করতে গবেষণা পরিচালনা করুন।
১৫	এসপাড্রিল পাদুকা উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করা, এর মানোন্নয়ন এবং বাজার বহুমুখী করা	পণ্যটি রপ্তানির জন্য আন্তর্জাতিক বাজার চিহ্নিত করতে এবং কারখানাগুলোকে পণ্যটি রপ্তানি করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পণ্যটি ও এর বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোনো বাজার প্রতিনিধি নিয়োগ করুন।
১৬	অচামড়াজাত পাদুকা পণ্যের নকশা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	একটি নকশা, পণ্য উন্নয়ন, ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন।
১৭	বর্তমান ও নতুন নতুন মাধ্যমে অচামড়াজাত পাদুকা প্রস্তুতকারকদের জন্য বাজার প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধি করা	সরাসরি ও ডিজিটাল বাজারজাতকরণের জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করুন।
১৮	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন	খাতটির জন্য পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন।

আশু করণীয়

১. সাভারের চামড়াশিল্প নগরী পুরোপুরি দূষণমুক্ত করা

সাভার চামড়াশিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য শোধনাগারটি (সিইটিপি) সকল প্রয়োজনীয় মানদণ্ড সহকারে পুরোপুরি চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চামড়া খাতে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকা করতে পারে। এছাড়া চামড়া ব্যবসায়ী, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদ প্রদানকারী সংস্থা এবং সরকারের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করতে পারে। এই কমিটি সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সিইটিপি পরিচালনার দায়িত্ব দেবে। দায়িত্ব পাওয়া প্রতিষ্ঠানটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বর্তমান সিইটিপিতে কোনো সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিত করবে, সেসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে এবং সমাধানের প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) আওতায় একটি ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সিইটিপি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে এ দায়িত্ব দেওয়া হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি আগামী নয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

২. ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা

প্রণীত আইনের কাঠামোর আওতায় ছয় মাসের মধ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পুরোপুরি চালু করতে হবে। সেবা প্রদান ও ছাড়পত্র প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) ও যৌথ উদ্যোগকে (জেভি) সহায়তা দিতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকেও (বেজা) একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে। বেজার এই ওয়ান স্টপ সার্ভিস সকল প্রক্রিয়া সহজতর করার মাধ্যমে আরও এফডিআই ও যৌথ উদ্যোগকে আকৃষ্ট করতেও ভূমিকা রাখবে। ছয় মাসের মধ্যে এই ওয়ান স্টপ সার্ভিসটি সম্পূর্ণরূপে চালু করতে হবে।

৩. কমপ্লায়েন্স ও সনদ প্রদান নিশ্চিত করা

চামড়া খাতের সব ধরনের সনদপত্র প্রদানে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশনকে (বিএসটিআই) সমর্থ ও সক্ষম হয়ে উঠতে হবে। সনদ প্রদানের অনুমোদন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হওয়া উচিত। বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড বেসরকারি সনদপত্র প্রদানকারী সংস্থার বিকাশকে সহজতর করবে এবং তাদেরকে সনদপত্র প্রদানের অধিকার অর্জনে সহায়তা করবে।

৪. সকল রপ্তানি খাতে শুল্ক ও কর ব্যবস্থাপনার সমতাবিধান করা

আগামী ছয় মাসের মধ্যে নিচের পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে:

- রপ্তানিমুখী চামড়া কারখানায় ব্যবহৃত আমদানি-পণ্যের পরীক্ষণ তৈরি পোশাক শিল্পের মতো হতে হবে।
- তৈরি পোশাক শিল্পের মতো প্রতি তিন বছর পরপর জেনারেল বন্ডের নবায়ন করতে হবে।

- চুক্তিকারীর পক্ষে কাঁচামাল অথবা প্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহারের অনুমতি (ইউপি) প্রদানের ক্ষমতা চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি, বাংলাদেশকে (এলএফএমইএবি) দিতে হবে।
- সদস্য কারখানাগুলোর কোএফিশিয়েন্ট নির্ধারণ করার দায়িত্ব স্থায়ীভাবে এলএফএমইএবিকে দিতে হবে।
- তৃতীয় পক্ষ বা দেশ থেকে রপ্তানি আয় ফিরিয়ে আনার জন্য নগদ প্রণোদনা তৈরি পোশাক খাতের অনুরূপ হতে হবে।
- কাঁচামাল আমদানির অনুমোদন ক্ষেত্র অনুযায়ী দিতে হবে (আলাদা আলাদা এলসির মাধ্যমে)।
- রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার জন্য জাহাজ ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা আগে কাট-অফ টাইম নির্ধারণ করতে হবে।
- শ্রমিক কল্যাণ ও বিনোদন, পরীক্ষাগার ফি, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ও গাড়ি ভাড়াসহ বিভিন্ন সেবার খরচে ছাড় দিতে হবে।

৫. অস্থায়ী কর স্থগিতকরণ (টিটিএম) ব্যবস্থা চালু করা

রপ্তানিমুখী পাদুকা এবং চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানি করা প্রয়োজন এমন ৫০টি প্রধান কাঁচামাল বা উপকরণের এইচএস কোড সনাক্ত করতে দক্ষ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত করুন। যদি প্রাথমিকভাবে ১০ বছরের জন্য এই টিটিএম বহাল করা যায়, তাহলে সরাসরি শিল্পোৎপাদনকারী নয় এমন প্রতিষ্ঠান বিনা শুল্কে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক পণ্য – যেমন আউটসোল, পিইউ ও পিভিসি উপকরণ, প্রোডাক্ট ফিনিশিংয়ের রাসায়নিক, লেইস এবং মেটাল হার্ডওয়ার – আমদানি ও মজুদ করবে। রপ্তানিকারকরা তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্থানীয় এলসি পেমেন্টের মাধ্যমে এই মজুদ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনবে, যা চূড়ান্ত পণ্যের রপ্তানির সাথে সহজেই সমন্বয় করে নেওয়া যাবে। এতে করে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল খুব সহজেই স্থানীয় রপ্তানিকারকদেও, বিশেষত যারা নতুন ও উদীয়মান তাদের হাতের নাগালে চলে আসবে। আর এগুলো কাজে লাগিয়েই তারা চূড়ান্ত পণ্যের রপ্তানি আদেশ অর্জন করতে পারে। ফলে রপ্তানিকারকদের জন্য রপ্তানির লিড টাইম ৩০ থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

৬. বন্ডেড অয়্যারহাউজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা

ব্যবসায়িক সমিতিগুলির সঙ্গে পরামর্শক্রমে ছয় মাসের মধ্যে ছোট রপ্তানিকারক ও উৎপাদনকারীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন একটি বন্ডেড অয়্যারহাউজ স্থাপন করতে হবে।

৭. চামড়া খাতে দেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা

ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির জন্য সক্ষম উদ্যোক্তাদের ব্যাপক ও আগ্রাসী বিনিয়োগ অপরিহার্য। দেশীয় উদ্যোক্তাদের চামড়া খাতের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়কে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে। তৈরি পোশাক খাতে চাপ কমিয়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্র বহুমুখী করতে রপ্তানিকারকদের চামড়া খাতে আকৃষ্ট করতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক সুদের হার, পরিশোধের সময়সূচি, কর মওকুফ, রপ্তানির জন্য নগদ প্রণোদনা ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সকল যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করে চামড়া খাতের বায়িং হাউজগুলোকে আকৃষ্ট করতে হবে।

৮. স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সেবা প্রদান

আগামী ছয় মাসের মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ও নির্দিষ্ট সময়সীমা বাস্তবায়ন সম্পন্ন হতে হবে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং তার অধীন শুল্ক, কর ও মূসক সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান, সমস্ত বন্দর কর্তৃপক্ষ (জল, স্থল ও বিমান), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি), আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (সিসিআইই), যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (আরজেএসসি) এবং অন্যান্য সংস্থা ও বিভাগ।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ

জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) সচিবালয় প্রাথমিক হিসেবের ভিত্তিতে নিশ্চিত করেছে যে তাদের আগামী ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনার সময় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ডগুলো পূরণ করবে। সুতরাং বলা যায় ২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ হওয়া দেশ হিসেবে গণ্য করতে সুপারিশ করা হতে পারে। এই পর্যালোচনার পর ২০২৪ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসবে।

দেশের রপ্তানি ও সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের বেশকিছু সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে।

অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি)

যথার্থ নামের অধিকারী ইবিএ (এভরিথিং বাট আর্মস) ব্যবস্থা অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছাড়া সব পণ্যের শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়। এই ব্যবস্থায় পণ্যেও ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। আমদানিকারী দেশ সাধারণত এসব পণ্যের উৎসস্থল দেখে থাকে।

২০২৭ সালের পর বাংলাদেশ জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্সেস প্লাস (জিএসপি+) সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এজন্য শর্ত হলো, বাংলাদেশকে মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকারের (উন্নত কাজের পরিবেশ, দারিদ্র্য বিমোচনে অধিক প্রচেষ্টা, নারীর ক্ষমতায়ন) পাশাপাশি পরিবেশগত সুরক্ষা (যেমন কার্বন নির্গমন হ্রাস) ও সুশাসন সম্পর্কিত ২৭টি কনভেনশন অনুমোদন করতে হবে। এসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে জিএসপি প্লাস সুবিধা অর্জিত হলে বাংলাদেশ পৃথক, অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক হারের সুবিধা পাবে। জিএসপি প্লাস সুবিধার আওতায়, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য ও রপ্তানির পরিমাণের দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা দেশগুলো নির্ধারিত ৬৬ শতাংশ পণ্যে পুরোপুরি শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণীয় অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম আইন (বিএলএ) এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (ইপিজেড) আইনকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) শ্রম অধিকার বিষয়ক কনভেনশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উপর জোর দিয়ে আসছে।

যা হোক, দীর্ঘমেয়াদে (অর্থাৎ ২০২৭ সালের পরে) বাংলাদেশ যদি জিএসপি প্লাস সুবিধা অর্জন করতে কিংবা প্রয়োজনীয় মুক্তবাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে আলোচনায় ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশের রপ্তানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়তে পারে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি)[২৬] গবেষণায় দেখা যায়, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে দেওয়া অগ্রাধিকারগুলো না থাকলে বাংলাদেশকে ৬.৭ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হতে পারে। ফলে বাংলাদেশ ২৭০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় থেকে বঞ্চিত হতে পারে, যা ২০১৫ অর্থবছরে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮.৭ শতাংশের সমান। সিপিডির গবেষণায় আরও অনুমান করা হয়েছে যে এর সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) রপ্তানির ক্ষেত্রে, যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৯৭.৮ শতাংশ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পায়। এই বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য ৮.৭ শতাংশ হারে অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে। এছাড়া চীন ও ভারতের মতো অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশও তাদের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

[২৬] 'Mapping out a strategy', http://cpd.org.bd/mapping-out-a-strategy.

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় না থাকলে এই অগ্রাধিকারমূলক সুবিধাগুলোও থাকবে না। ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সামর্থ্যে, শিল্পোৎপাদন ও কর্মসংস্থানে এসব সুবিধা উঠে যাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য সবার আগে যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া দরকার তা হলো দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বিশদ করে বলতে গেলে, অর্থনীতির বহুমুখীকরণে কাঠামোগত অগ্রগতি, সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন, মানবসম্পদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশে উৎকর্ষতা, এবং উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করাও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বৈশ্বিক আকর্ষণ ধরে রাখতে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার করতে হবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহের আলোকে এগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিক অর্থনীতি এবং বিশেষভাবে রপ্তানি খাতসমূহকে সারা বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক রাখতে বাংলাদেশকে পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিশ্ববাজারে পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তা কমে যাওয়ার ক্ষয়ক্ষতি যাতে মারাত্মক হয়ে না ওঠে তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশকে রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা এবং রপ্তানির বাজার ও পণ্য উভয় ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে। সেজন্য বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল ইনিশিয়েটিভ (বিবিআইএন ইনিশিয়েটিভ), বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার ফোরাম ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন (বিসিআইএম), এবং বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিকাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশনের (বিমস্টেক) মতো আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আলাপ-আলোচনায় বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।

রপ্তানি রূপরেখার কর্মপরিকল্পনা

এই অধ্যায়ে রপ্তানি রূপরেখা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রূপরেখার অংশ হিসেবে প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে কয়েকটি বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, শিল্প সমিতি ও অন্যান্য সংস্থার সহায়তা প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবিত কোনো বিশেষ পদক্ষেপ বাস্তবায়নের দায়িত্ব কোন কোন সংস্থার উপর বর্তায় তাও এই কর্মপরিকল্পনায় তালিকাবন্ধ করা হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এসব সংস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ কর্মী থাকতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান এ রূপরেখা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেবে সেসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করাই রূপরেখা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ।

কর্মপরিকল্পনা পাঠ করার দিকনির্দেশনা

রূপরেখার কর্মপরিকল্পনাটি আটটি আলাদা শিরোনাম সহকারে সারণি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব শিরোনাম হস্তক্ষেপসমূহ ও নীতিগত সুপারিশমালার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে। শিরোনামগুলোর বিষয়বস্তু নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

সূত্র এবং উদ্দেশ্য: এসব হস্তক্ষেপের লক্ষ্য হিসেবে কিছু কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের কিছু লক্ষ্য যেমন 'কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা' থেকে 'বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়ানো' ইত্যাদির অধীনে উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। খাতটির প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ ও বাধা মোকাবেলার নিরিখে উচ্চ পর্যায়ের এসব লক্ষ্য নির্ধারিত।

হস্তক্ষেপ: কোনো চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতার বিশেষ কোনো দিক মোকাবেলা করার জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসব পদক্ষেপের পরিকল্পনা করা হয়েছে। 'কী করতে হবে?' – এই প্রশ্নের উত্তর তুলে ধরে এসব হস্তক্ষেপ।

সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ: নির্দিষ্ট হস্তক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। হস্তক্ষেপকে সফল করতে যেসব কাজ সম্পন্ন করতে হবে তার একটি বিশদ তালিকা এটি। 'কিভাবে করা হবে' – এ প্রশ্নের উত্তর আছে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপে।

নেতৃত্বদানকারী সংস্থা: হস্তক্ষেপ বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবে এসব সংস্থা।

সহযোগী সংস্থা: এসব সংস্থা হস্তক্ষেপ বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানকারী সংস্থার সাথে কাজ করবে। এছাড়া এসব সংস্থা দক্ষতা, জ্ঞান, ও ব্যবহারিক জ্ঞান আকারে মূল্যবান পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অতিরিক্ত সম্পদ সরবরাহ করবে। হস্তক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের পুরো সময়কালে এই সহযোগী সংস্থাগুলি নেতৃত্বদানকারী সংস্থার সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে।

সময়সীমা: উপস্থাপিত সময়সীমা এক ধরনের সূচক। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় এই সময়সীমা প্রাক্কলন হিসেবে উপস্থাপিত হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী এই সময়সীমা সংশোধন করতে হবে।

চামড়া খাতের জন্য সাধারণ কর্মপরিকল্পনা

পুরো চামড়া খাতের জন্য সামগ্রিকভাবে কিছু বিশেষ হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়। খাতটির জন্য নিচের কর্মপরিকল্পনাগুলো সুপারিশ করা হলো।

সারণি ৯: চামড়া খাতের জন্য সাধারণ কর্মপরিকল্পনা

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা					
১	বাংলাদেশে চামড়া শিল্পে সামাজিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স মেনে চলার মাত্রা উন্নত করা	জাতীয়, সামাজিক, পরিবেশগত, রাসায়নিক, নিরাপত্তাজনিত, পেশাগত ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নথিবদ্ধ কমপ্লায়েন্স নির্দেশিকা এবং সনদ প্রদান কর্মসূচি গড়ে তোলা	• চামড়া খাতের ভ্যালু চেইনের (সংগ্রহ থেকে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত) কমপ্লায়েন্সের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যমান ইস্যুগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি (যেমন বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা) চিহ্নিত করা। • ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ ও কমপ্লায়েন্স নির্দেশিকা তৈরির মাধ্যমে সামাজিক, নিরাপত্তা ও ঝুঁকির বিষয়সহ এ খাতের পরিবেশকে আরও টেকসই করার জন্য উপায় ও পদক্ষেপ চিহ্নিত করা।	বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন	পরিবেশ অধিদপ্তর (বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই এবং বিএবির সঙ্গে বিএফএলএলএফইএ	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
			• আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কমপ্লায়েন্সের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স সনদপত্র প্রদানের জন্য মানদণ্ড তৈরিতে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে একযোগে কাজ করা। (এটি প্রাথমিকভাবে কেবল রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।) রাসায়নিক কমপ্লায়েন্সের সনদপত্রের মানদণ্ডগুলো আন্তর্জাতিক নিষিদ্ধ উপাদানের তালিকা (আরএসএল) ও শিল্পক্ষেত্রে নিষিদ্ধ উপাদানের তালিকার (এমআরএসএল) পাশাপাশি দূষণকারী রাসায়নিকের শূন্য নির্গমনের (জেডডিএইচসি) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।			৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
			• রাসায়নিক ব্যবহার বিষয়ক দিকনির্দেশনা এবং অন্যান্য কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে ক্রেতার পছন্দের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ক্রেতা ও উৎপাদনকারীর মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যক রাসায়নিক দ্রব্যের একটি বাস্তবসম্মত সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করতে হবে।			৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
			• বিভিন্ন গুচ্ছকে সেবা দেওয়ার উপযোগী অ্যাক্রেডিটেশন ল্যাব স্থাপন করতে হবে। সনদপত্র প্রদানের জন্য এই ল্যাবগুলোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকা উচিত। সনদপত্র প্রদানের জন্য এসব ল্যাবের আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন থাকতে হবে। যা হোক, বিএসটিআইকে আন্তর্জাতিক মানের কমপ্লায়েন্সের যুগোপযোগী চাহিদা ও মানদণ্ডে সক্ষম করতে হবে। কমপ্লায়েন্স মানদণ্ডের নিত্যনতুন চাহিদার সাথে তাল মেলানোর জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের (বিএবি) ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বাড়াতে হবে। • কমপ্লায়েন্সের চর্চা ও প্রয়াসকে এগিয়ে নিতে সনদ প্রদানকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং অ্যাক্রেডিটেশন ল্যাবগুলোকে এই সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে।			১৮ মাস (মধ্যমেয়াদী)
		চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাসহ সকল উপখাতের জন্য সাসটেইনেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স সেল স্থাপন করা	• চামড়া খাতের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বিটিএ ও বিএফএলএলএফইএ সাসটেইনেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স সেলের কার্যপরিধি নির্ধারণ করবে। • এ খাতের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে ব্যাপক পরামর্শের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রণয়ন করতে হবে। সেলটির ভূমিকা (৬ মাসের জন্য) কী হবে তা এই প্রতিবেদনে বিশদভাবে বলা থাকবে। • বিটিএ ও বিএফএলএলএফইএ সেলটির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা নির্ধারণ করবে ও তাদের নিয়োগ দেবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিটিএ ও বিএফএলএলএফইএর সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে এলএফএমইএবিসহ সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলো বিষয়টি তদারকি করবে।	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
			• সেলটি চামড়া খাতে নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড নিশ্চিত করবে। • এই সেলের অংশ হিসেবে, চামড়া খাতের সাসটেইনেবিলিটি সম্পর্কিত মানদণ্ডগুলো উন্নত করতে কোন ধরনের কর্মসূচিভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য একজন পরামর্শক নিয়োগ করতে হবে। সাসটেইনেবিলিটির এসব মানদণ্ড বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় লক্ষ্য এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। • বিটিএ ও বিএফএলএলএফইএর সাথে এই সেলকে সংযুক্ত করতে হবে।			
		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী চামড়া খাতের জন্য ইপিবিতে সাসটেইনেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স সেল স্থাপন	• এ খাতের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে ব্যাপক পরামর্শের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রণয়ন করতে হবে। সেলটির ভূমিকা কী হবে তা এই প্রতিবেদনে বিশদভাবে বলা থাকবে।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সমিতি	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
		সাসটেইনেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স সেলে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য ক্যাপাসিটি-বিল্ডিং ওয়ার্কশপ আয়োজন করা	• কর্মশালার কোর্স কাঠামো নির্ধারণ – কোর্স মডিউল প্রণয়ন। • চামড়া খাত সম্পর্কিত সাসটেইনেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে দক্ষ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের এ কর্মশালা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া। • তদুপরি, এসব ক্যাপাসিটি-বিল্ডিং ওয়ার্কশপে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (পরিবেশ অধিদপ্তর), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসহ এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ইপিবির সঙ্গে পরামর্শক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (পরিবেশ অধিদপ্তর), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এনবিআর, বিটিএ, বিএফএলএলএফইএ	৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা পেতে আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স বিশেষজ্ঞ (পেশাগত, স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার জন্য) নিয়োগে আর্থিক সহায়তা দেওয়া	• কমপ্লায়েন্স বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের – বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার জন্য – খুঁজে বের করা। • চামড়া খাতও বিশেষভাবে ট্যানারিগুলোকে সহায়তা দেওয়ার জন্য তাঁদেরকে ২৪ মাসের জন্য নিয়োগ দিতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ট্যানারিগুলোর এই ব্যয়ভার সমান ভাগে ভাগ করে নিতে পারে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিটিএ, বিএফএলএলএফইএ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমিতি	২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)
২	প্রস্তুতকারকদের মৌলিক কমপ্লায়েন্স বাড়ানো	এলএফএমইএবি ও বিটিএর মতো সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে, যাতে তারা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (সামাজিক, পরিবেশগত, নিরাপত্তা, দলিলপত্র, রাসায়নিক ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে	• বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স কোন পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণ করতে তাদের সহায়তায় একটি ত্বরিত সমীক্ষা চালাতে হবে। এর ফলাফল থেকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক, সর্বাধিক কার্যকর কমপ্লায়েন্স কৌশল তুলে ধরা যাবে। • এলএফএমইএবি ও বিটিএর সম্পদ ও জনবলের ঘাটতি বোঝার জন্য সমীক্ষা চালাতে হবে। এসবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনের সমন্বয় করে ঘাটতিসমূহ পূরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে। • আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবচেয়ে ভালো চর্চাগুলো পর্যালোচনা করতে হবে এবং বাংলাদেশে তা বাস্তবায়ন করার উপায় বের করতে হবে। • বেসরকারি সনদ প্রদানকারী সংস্থার বিকাশ ত্বরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক সনদ প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সনদ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)
		কমপ্লায়েন্সের সুবিধা ও কমপ্লায়েন্স না থাকার ঝুঁকি ও ক্ষতি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতনতা বাড়াতে জাতীয় পর্যায়ে	• সব ট্যানারি, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা প্রস্তুতকারকদের অংশগ্রহণে প্রতি তিন মাসে একবার কর্মশালা আয়োজন করা। কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ও কল্যাণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা এবং শ্রম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সচেতন করা হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি	২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		কর্মসূচি গ্রহণ করা	• বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স কোন পর্যায়ে রয়েছে তা লক্ষ্য রাখা এবং ২৪ মাসের ব্যবধানে তাদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। • কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমগুলোর কার্যকারিতা বোঝার জন্য তদারকি, জ্ঞানার্জন ও মূল্যায়নের প্রচেষ্টা করা, যেমন কমপ্লায়েন্সের ধীরগতির মূল কারণ অনুসন্ধান করা।			
		প্রত্যেক ধরনের কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রণোদনা ও অন্তরায়সমূহ উল্লেখ করে একটি কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সারণি তৈরি করতে হবে	• আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য ও স্বচ্ছ কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সারণি তৈরির উপায় খুঁজে বের করা। • চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা প্রস্তুতকারকের সাথে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সারণি যাচাই করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সমিতি	৬ মাসের মধ্যে সারণি তৈরি, এবং ৬ মাস পরপর পর্যালোচনা (স্বল্পমেয়াদী)
		সকল মানদণ্ড পরীক্ষার সামর্থ্য অর্জনের পাশাপাশি বেসরকারি সনদ প্রদানকারী সংস্থার বিকাশে সহায়তা করার জন্য বিএবি ও বিএসটিআইয়ের সক্ষমতা তৈরি করা	• আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মানদণ্ড পরীক্ষা করার জন্য বিএবি ও বিএসটিআইয়ের সক্ষমতা তৈরি করা। • আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বেসরকারি সনদ প্রদানকারী সংস্থার বিকাশ ঘটতে দেওয়া।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএবি, বিএসটিআই, ব্যবসায়ী সমিতি	২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)
		জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক, পরিবেশগত, রাসায়নিক, নিরাপত্তা, পেশাগত ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমপ্লায়েন্স নির্দেশিকা ও সনদ প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা	• ভ্যালু চেইনের উপর সমীক্ষা চালিয়ে এ খাতের পরিবেশগত সাসটেইনেবিলিটি বাড়ানোর উপায় ও পদক্ষেপ নির্ধারণ করা এবং খাতটির কমপ্লায়েন্স বিষয়ক দিকনির্দেশনা তৈরি করা। • আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, জাতীয় পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স সনদ প্রদানের মানদণ্ড তৈরিতে ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সমিতি	৬ মাসের মধ্যে তৈরি; পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
৩	খাতটির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা	অধিকতর ভালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার পদ্ধতির জন্য প্রস্তুতকারকদের সহায়তা করা	• প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারকরা স্থিতিশীলতা বিষয়ক যেসব আন্তর্জাতিক সনদ মানতে বাধ্য হয় সেগুলো চিহ্নিত করা। • এসব সনদের শর্তাবলির সঙ্গে উৎপাদকদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি দক্ষতা ও স্থাপনা দক্ষতা সংক্রান্ত সুবিধাদি মিলিয়ে দেখা। • এসব সনদের শর্ত পূরণে সহায়তা দিতে সক্ষম এমন আন্তর্জাতিক সনদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত করা। • সনদের নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। • আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও একযোগে কাজ করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সমিতি	২৪ মাস ধরে (মধ্যমেয়াদী)
৪	সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ	নিজস্ব সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট তৈরিতে বিটিএ ও এলএফএমইএবির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। পরে তারা তাদের সদস্য কারখানাগুলোকে এ ব্যাপারে সহায়তা করবে।	• আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দক্ষ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিটিএ এবং এলএফএমইএবি	৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
	মূলধন পাওয়ার সুযোগ					
৫	মূলধনের যোগান ও তা পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা	যৌক্তিক হারে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি বিদ্যমান তহবিল যোগানদাতা খুঁজে বের করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক	• আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সঙ্গে সমন্বয় করবে। • বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও বলতে পারে। • চামড়া খাতের বিনিয়োগকারীদের অর্থায়ন সহজতর করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিতে পারে অর্থ মন্ত্রণালয়।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		সংস্থা কর্তৃক বিশেষ তহবিল গঠন করা	• ট্যানারি এবং অন্যান্য চামড়াজাত পণ্যের জন্য গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ডের একটি বড় অংশ বরাদ্দ করা।			
	দক্ষতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের উন্নয়ন					
৬	কর্মী ও ব্যবস্থাপনা স্তরের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাক্ষেত্রের যোগাযোগ বাড়ানো	শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাক্ষেত্রের নিয়মিত যোগাযোগের জন্য একটি যোগাযোগ মাধ্যম দাঁড় করানো	• আইএলইটি এবং বিটিএ প্রতি বছর চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদক ও ট্যানারদেরকে তাদের জ্ঞান আদান-প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে। • আইএলইটি এবং বিটিএ শিক্ষার্থীদের জন্য ট্যানারি ও অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য তৈরির কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে। এতে তারা ইন্টার্নশিপের (১২ সপ্তাহ বা তার চেয়ে বেশি সময়) মাধ্যমে এই ট্যানারি ও কারখানা থেকে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। • ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর বিশেষ জোর দিয়ে আদর্শ কারখানাগুলোতে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ও এক্সপোজার ভিজিটের আয়োজন করা যেতে পারে। • চামড়া খাতে স্নাতকদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে এই ইন্টার্নদের একটি উন্মুক্ত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা যেতে পারে। • শিল্পের চাহিদা মেটাতে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ডিপ্লোমা বা স্নাতক কোর্স (১, ২ এবং ৪ বছর মেয়াদী) চালু করতে আইএলইটি, কুয়েট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা। সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে বিষয়টি মূল্যায়ন করা দরকার।	ব্যবসায়ী সমিতি	আইএলইটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, চামড়া খাতের ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল (আইএসসি), এনএসডিসি, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	নির্দিষ্ট সময় পরপর

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
৭	দক্ষতা বৃদ্ধির অবকাঠামো উন্নত করা	আইএলইটি এবং এরকম অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো	• সুযোগ-সুবিধা ও সরঞ্জামের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আইএলইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কুয়েট এবং ব্যবসায়ী সমিতিসহ এরকম অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা। • আইএলইটি, কুয়েটসহ এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি হালনাগাদ করার জন্য বিএসটিআইয়ের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে এসব প্রতিষ্ঠানের চাহিদা, অতিরিক্ত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও কর্মীর প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা। • চামড়া খাতের অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মতো করে এসব প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা ও জনবল নিয়োগ দেওয়া। • দেশের চামড়া খাতের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আইএলইটি ও কুয়েটের মতো ভূমিকা পালনের উপযোগী একটি দেশীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা।	আইএলইটি বা এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	ব্যবসায়ী সমিতি, কুয়েট, এনএসডিসি, বিএসটিআই, ইত্যাদি	২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)
৮	জনবলের কর্মদক্ষতা বাড়ানো	ট্যানারিগুলোর জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন	• কর্মীদের সাধারণভাবে কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা জানতে ট্যানারিগুলোর সাথে আলোচনা করা। • কর্মীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে দুই মাসের স্বল্পমেয়াদী কিন্তু নিবিড় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। • উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন মানদণ্ডে তাদের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা। এসব প্রশিক্ষকের তথ্য নিয়ে সবার জন্য উন্মুক্ত একটি তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা। • এই মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা এবং অধিক সংখ্যক কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতা বাড়ানো।	কোয়েল, আইএলইটি	বিটিএ এবং আইএলইটি	৩৬ মাস (চলমান) (দীর্ঘমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
৯	শিক্ষক, শিক্ষণ পদ্ধতি, এবং পাঠ্যসূচির মানোন্নয়ন করা	যথাযথ ও স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে টুইনিং	• একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা। • আন্তর্জাতিক বাজারে সনদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরিতে সাহায্য করতে শিক্ষক, নতুন কোর্সের এলাকা, কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য টুইনিংয়ের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা। চামড়া খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে প্রণীত প্রয়োজনভিত্তিক সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে এগুলো নির্ধারণ করা হবে।	টুইনিং অংশীদার বাছাই করবে আইএলইটি এবং কোয়েল		৬ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
১০	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য বিনিয়োগ করা	প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার জন্য বুয়েট, কুয়েট এবং সমধর্মী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক অনুদান দেওয়া	• ব্যবসায়ী সমিতিগুলো (বিটিএ, বিএফএলএলএফইএ) চামড়া খাতে ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে এমন গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করবে। (চামড়া শিল্পের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এবং আইএলইটি বা কুয়েটে চলমান গবেষণার আলোকে এগুলো নির্ধারিত হতে পারে।) • চিহ্নিত গবেষণার ক্ষেত্রগুলোর উপর নির্ভর করে আইএলইটি বা কুয়েটে চামড়া খাতের উপর প্রায়োগিক গবেষণাগুলো চালাতে পারে।	আইএলইটি বা কুয়েট (গবেষণা পরিচালনা করবে) ও ব্যবসায়ী সমিতির (গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করবে) সাথে বিএসটিআই (এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত থাকবে)		৩৬ মাস (দীর্ঘমেয়াদী)
	উৎপাদনশীলতা ও মান বৃদ্ধি করা					
১১	দক্ষতা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতার স্তর উন্নত করা	• ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উপখাতের জন্য আলাদা কারিগরি কেন্দ্র স্থাপন করে বিদ্যমান পরীক্ষার ব্যবস্থা আরও	• প্রয়োজন নির্ধারণে সমীক্ষা পরিচালনা – পরীক্ষার ক্ষেত্র, পরিসর ও মানদণ্ড। • পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভৌগোলিক এলাকা চিহ্নিত করতে এবং কেন্দ্রের সুবিধাদি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ করতে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনা করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সমিতি, আইএলইটি এফডিডিআই, এনপিও, বিএসটিআই, এবং বিএবির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে	১৮ থেকে ২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		উন্নত করা। কারিগরি কেন্দ্র নিচের কাজগুলো করবে: • বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের ভৌত ও রাসায়নিক মান বাড়ানোর জন্য স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বাংলাদেশি পণ্যের ভৌত গুণাগুণ ও তাতে রাসায়নিকের উপস্থিতি পরীক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে। • গবেষণা ও উন্নয়ন পুনর্বিন্যস্ত করা	• কেন্দ্রের সুবিধাদি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, ও কর্মীর তালিকা প্রস্তুত করা। বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করা। • এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে পারে এমন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা।			
		স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কোর্স অনুযায়ী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এ খাতের জন্য একদল প্রশিক্ষক গড়ে তোলা	• প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করা। • প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে একটি পদ্ধতি তৈরি করা। • কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করে প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে বিদেশে পাঠানোর জন্য কিছু প্রশিক্ষক বাছাই করবে। • আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর এই প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকগণ দেশে ফিরে অন্যদের মাঝে তাদের অর্জিত জ্ঞান ছড়িয়ে দেবেন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষকদের চিহ্নিত ও নির্বাচিত করবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি ও এনএসডিসির সেক্টর স্কিল কাউন্সিল	মোট ৩৬ মাস গবেষণা: ৩ মাস, পরিকল্পনা: ৬ মাস, বাস্তবায়ন ১ম পর্ব: ১২ মাস, বাস্তবায়ন ২য় পর্ব: ১৫ মাস (দীর্ঘমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে বেসরকারি খাতের জন্য একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা	• প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা, আন্তর্জাতিক সেরা মান বজায় রেখে চামড়া খাতের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা, এবং সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা – অর্থাৎ প্রশিক্ষণ প্রদানে পিপিপি মডেলকে সামনে নিয়ে আসা। • বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের উপায় চিহ্নিত করা, যাতে করে প্রশিক্ষিত কর্মীরা শিল্পের মানদণ্ড অর্জন করতে পারে। • প্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণায় উপস্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে নিয়োজিত করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সমিতি, এনএসডিসির সেক্টর স্কিল কাউন্সিল	৬ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
		কোনো স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমশক্তির জন্য একটি পরীক্ষানির্ভর সনদ প্রদান ব্যবস্থা চালু করা	• ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল ফর লেদার এবং কোয়েলের সাথে যৌথভাবে কাজ করে খুঁজে দেখা যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো প্রত্যয়ন করার জন্য তারা কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে পারে কিনা। • সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী পেতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। সরকার ও প্রস্তুতকারকরা ব্যয় ভাগাভাগি করবে। শ্রমিকদের এসব সনদপত্র প্রদানে বিনিয়োগ করার জন্য প্রস্তুতকারকরা আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা পেতে পারে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়		৬০ মাস (দীর্ঘমেয়াদী)
		প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়াতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কৌশল প্রয়োগ	• উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ ইত্যাদির উন্নতির জন্য প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতি মূল্যায়ন, চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োগ করা।	উপযুক্ত ব্যবসায়ী সমিতি	বুয়েট, আইএলইটি ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান	১৮ মাস (মধ্যমেয়াদী)
		পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে দক্ষতার প্রয়োজনহীনতার (অর্থাৎ,	• দক্ষতার প্রয়োজন নেই এমন প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনকারীরা প্রস্তুতকারক সমিতির সাথে যৌথভাবে কাজ করবে।	উপযুক্ত প্রস্তুতকারক সমিতি		১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা বা দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনার) ক্ষেত্র চিহ্নিত করা				
১২	ফ্যাশন ও নকশার সামর্থ্য বাড়ানো এবং দেশের চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা	চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকার জন্য নকশা, উন্নয়ন ও ফ্যাশন কেন্দ্র স্থাপন করা	• এই নকশা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা জানতে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা চালাতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় নকশা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ও প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে হবে। এ সমীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার উন্নয়নে পরিচালিত কর্মকাণ্ড এবং সামর্থ্যের বিদ্যমান পরিস্থিতিও নির্ণয় করা হবে। নকশা কেন্দ্র ব্যবহারের উপযোগী বিদ্যমান কর্মীদের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য বাড়ানোর রূপরেখাও থাকবে এ সমীক্ষায়। • এ স্টুডিওটি এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। • যে প্রতিষ্ঠানে এ স্টুডিওটি তৈরি করা হবে, যারা এটি বানাবে, চালাবে, রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেবে সে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ ধরনের রূপান্তরের মাধ্যমে অরিজিনাল ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং (ওডিএম) কারাখানায় পরিণত হতে আগ্রহী ও প্রস্তুত এমন কিছু অগ্রসর প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা। • প্রধান প্রধান ব্র্যান্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও খুচরা বিক্রেতার মধ্য থেকে যৌথ বিনিয়োগ ও এফডিআই খোঁজা ও আকৃষ্ট করা। • বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস ত্বরান্বিত করা।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিডা, ইপিবি ও বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাস	২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
			• ওইএম (যে প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে) থেকে ওডিএম কারখানায় রূপান্তরের সুযোগ তৈরিতে সহায়ক নীতি প্রণয়ন করা।			
		আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ এবং বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে নকশা কেন্দ্রের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলা	• সহায়তা নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ডিজাইন স্কুল বা প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান। • এ শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুসন্ধান। • নিজস্ব ইনস্টিটিউটে অর্জিত সাফল্য বা জাতীয় প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে নকশার প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন। • বিনিময় কর্মসূচিতে সহায়তা: প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীরা সহকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে এবং অর্জিত জ্ঞান তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে • দেশের নকশা কেন্দ্রে কাজ করার জন্য বিদেশি ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এবং তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা প্রস্তুতকারকের সাথে কাজ করে নতুন নকশা তৈরি ও অন্যান্য কাজে তাদের সহযোগিতা করতে পারে।	শিল্প মন্ত্রণালয়	এলএফএমইএবি ও কোয়েলের মতো ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১ মাস (প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য) ৩৬ মাস (বাস্তবায়নের জন্য) (দীর্ঘমেয়াদী)
		বাংলাদেশের নকশাকারদের সাথে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত নকশাকারদের নিয়ে আসা	• স্থানীয় প্রস্তুতকারকরা যেসব আন্তর্জাতিক নকশাকারের সাথে কাজ করতে আগ্রহী তাদের চিহ্নিত করা। • আন্তর্জাতিক নকশাকারদের ডিজাইন ইনস্টিটিউটে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এবং প্রত্যেক নকশাকার নতুন নকশা তৈরিতে একটিমাত্র প্রস্তুতকারককে সহযোগিতা করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও উপযুক্ত ব্যবসায়ী সমিতি এবং চামড়া শিল্পের একজন প্রতিনিধি	৬০ মাস (চলমান) (দীর্ঘমেয়াদী)
		বাজার বিশ্লেষণের জন্য একটি রেফারেন্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা	• ফ্যাশন ও নকশার জন্য নিবেদিত একই ধরনের রেফারেন্স লাইব্রেরি আছে এমন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসমূহ চিহ্নিত করা। • ফ্যাশন ও ডিজাইন সেন্টারের অংশ হিসেবে রেফারেন্স লাইব্রেরির জন্য অডিও ও ভিডিও উপকরণ সংগ্রহ করা।	উপযুক্ত ব্যবসায়ী সমিতি		৬০ মাস (চলমান) (দীর্ঘমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		এ খাতের সম্ভাবনা তুলে ধরতে এবং এ খাতে সৃজনশীল ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে প্রদর্শনী, শো ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা	• চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকার ক্ষেত্রে সর্বশেষ উদ্ভাবনসমূহ তুলে ধরতে প্রতি বছর প্রদর্শনী ও শো আয়োজন করা। • এ খাতকে কর্মসংস্থানের সুযোগ হিসেবে তুলে ধরার জন্য স্কুল-কলেজে এর প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনার কথা প্রচার করা।	উপযুক্ত ব্যবসায়ী সমিতি		৩৬ মাস (চলমান) (দীর্ঘমেয়াদী)
	নীতি ও বিধিমালা সহজতর করা					
১৩	পুনঃরপ্তানির জন্য কাঁচামাল আমদানির জটিলতা কমানো	ফিনিশড পণ্য পুনঃরপ্তানির জন্য কাঁচামাল আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা	• পুনঃরপ্তানির জন্য কাঁচামালের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার নিয়ম সহজ করা। • আমদানির নীতিমালায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সহায়ক নিয়ম ও বিধি নিশ্চিত করা। • কাঁচামাল আমদানি করার জন্য পরিবেশ অধিপ্তরের ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ও যৌক্তিক সময়সীমা নির্ধারণ করা। • শুল্ক নীতি ও বন্দরের কার্যপ্রণালিকে রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানির জন্য সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	পরিবেশ অধিদপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	
১৪	আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উৎপাদন উপকরণের খরচ কমানো এবং চামড়াজাত পাদুকা খাতের পশ্চাৎমুখী	রপ্তানিকারকদের দেওয়া ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন পর্যালোচনা করার জন্য ব্যবসায়ী সমিতিকে অনুমোদন প্রদান	• রপ্তানিমুখী সকল চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারীদের এসবিডব্লিউএইচ সুবিধা প্রদান। • যথাযথ ছাড়পত্র ও ভেটিং থাকা সাপেক্ষে সাব-কন্ট্রাক্টের সহযোগীদের এসবিডব্লিউএইচ উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন, শুল্ক বিভাগ	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
		উপকরণ উৎপাদনকারী শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, যা বাংলাদেশি	• বিদ্যমান পশ্চাৎমুখী সংযুক্ত শিল্পের উন্নয়নে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। এই প্রণোদনার মধ্যে কর মওকুফ থেকে শুরু করে নানা বিষয় থাকতে পারে; উদারহরণস্বরূপ, নতুন বিনিয়োগ ও	অর্থ মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
	সংযোগের উন্নতি সাধন	প্রস্তুতকারকদের চাহিদা পূরণ করবে	পশ্চাৎমুখী সংযুক্ত শিল্পের জন্য ৩৫ শতাংশ অবচয়ন ও ১৫ শতাংশ বিনিয়োগ ভাতা যোগ করা যেতে পারে।		কমিশন, শুল্ক বিভাগ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি	
		ট্রেডিং হাউসের মতো স্বাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন উপকরণ আমদানি ও মজুদের অনুমতি দেওয়া, যা চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা প্রস্তুতকারকরা প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবহার করতে পারবে	• সরকার বাধা অপসারণ করবে এবং এসব ট্রেডিং হাউজ স্থাপনে উদ্যোক্তাদের অনুমতি দেবে। • সরকার এ খাতের জন্য নিয়মকানুন ও বিধিমালা প্রণয়ন করবে। • এসব উপকরণ আমদানিকারকদের মধ্যে যারা এক বছর সক্রিয় আছে (সম্ভাব্য) তাদের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি বন্ডেড অয়্যারহাউজ স্থাপন করবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
১৫	মূলধন প্রাপ্যতার উন্নতি সাধন	চামড়া খাতের যেসব প্রস্তুতকারক নতুন প্রযুক্তি বা কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত উদ্যোগে বিনিয়োগ করছে তাদের জন্য ক্রমবর্ধমান তহবিল পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া	• রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে চামড়া খাতের জন্য তহবিলের বরাদ্দ বাড়ানো। • ব্যাংক সুদের হার কমাতে হবে এবং সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
			• কমপ্লায়েন্স, ভ্যালু চেইনের উন্নতি ও বাজারের সম্প্রসারণের মতো উদ্দেশ্য পূরণকারীকে কম সুদে শর্তসাপেক্ষ মূলধন দিতে ঋণ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
১৬	সামাজিক, নিরাপত্তাজনিত এবং পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স এগিয়ে নেওয়া	যেসব প্রতিষ্ঠান কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণে আন্তরিকতা দেখিয়েছে বা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদের আর্থিক প্রণোদনা বা কর	• সমস্ত অগ্নি নিরাপত্তা সরঞ্জাম এবং কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত অন্যান্য সরঞ্জাম আমদানিতে শুল্ক প্রদানে অব্যাহতি দেওয়া।	অর্থ মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন, শুল্ক বিভাগ	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
			• এনভায়রনমেন্টাল ডিফেন্স ফান্ড ও গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ডের আওতায় চামড়া ও পাদুকা খাতের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।	অর্থ মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
			• লিড সনদপ্রাপ্ত চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা খাতের কারখানাগুলোকে কর সুবিধা প্রদান।	অর্থ মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		রেয়াত দেওয়ার ব্যবস্থা করা	• ব্র্যান্ডিং উপকরণ হিসেবে সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশকে নির্দিষ্ট অর্থ উপার্জনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক করা এবং অন্যদের জন্য ঐচ্ছিক রাখা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
১৭	বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য নীতি পরিবেশ উন্নত করা	বিনিয়োগের জন্য পূর্বানুমানের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং পরিকল্পনা ঝুঁকি কমানো	• সরকারকে অগ্রিম আয়কর, সম্পূরক আয়কর ও আমদানি শুল্কের হার এবং অন্যান্য আর্থিক পদক্ষেপ পাঁচ বছর সময়ের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। আর্থিক নীতিতে ঘন ঘন ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করে, ব্যবসার ব্যয় বাড়ায় এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করার সক্ষমতা কমিয়ে দেয়।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ)	সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২-১৮ মাস (মধ্যমেয়াদী)
			• ব্যবসায়ী সমিতি পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগের সমর্থনকারী প্রমাণভিত্তিক বিধিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বিধিনিষেধ ও নীতিমালার প্রভাব বিশ্লেষণ করা। (উৎপাদনকারী ও দেশের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা সংস্থাগুলোর সাথে পরামর্শক্রমে একটি কমিটি গঠন করা, যার কাজ হবে করের হার ও শুল্কের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	চলমান
		বাণিজ্য বিষয়ক ব্যবস্থাবলির উন্নতি সাধন	• চামড়া ও পাদুকা খাতের নমুনা পাঠানোর কাজটি দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিশেষ শুল্ক কেন্দ্র স্থাপন করা।	অর্থ মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি	৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
	বাজার প্রবেশের সুযোগ বাড়ানো					
১৮	বিদ্যমান ও নতুন বাজারে চামড়াজাত পণ্য	ব্যাপক রপ্তানি বিপণনের জন্য বিস্তারিতভাবে চুক্তির শর্ত লিপিবদ্ধ করা	• রপ্তানি উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে (ইপিবি) শক্তিশালী করা। • ব্যবসা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কৌশল প্রণয়নের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সক্ষমতা বাড়ানো।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি	১২ মাস, এবং তারপর চলমান (মধ্যমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
	প্রস্তুতকারকদের প্রবেশ উন্নত করা		আন্তর্জাতিক ক্রেতারা যে বড় বড় ডিজিটাল মার্কেটিং প্লাটফর্ম ব্যবহার করে তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর এসব কৌশলকে অবশ্যই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। ● বিদেশি আমদানিকারকদের সাথে বিদেশি মিশনগুলোর সম্পর্ক বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে বেসরকারি খাতের একটি সর্বজনীন কমিটি করতে হবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে একটি শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মাসিক পর্যালোচনা নিশ্চিত করবে। ● ব্যবসায়ী সমিতি ও বেসরকারি পর্যায়ের মালিকরা খুচরা বিক্রেতা, ক্রেতা, আমদানিকারক, ও সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখবে। বিদেশি মিশনগুলো তাদেরকে সব ধরনের সহায়তা দেবে।			
১৯	স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পরে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার প্রস্তুতি নেওয়া	চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কৌশল প্রণয়ন	● স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পরের চ্যালেঞ্জগুলো মূল্যায়ন করা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) নির্ধারিত উন্নয়নশীল দেশের অত্যাবশ্যক শর্তাবলি সম্পর্কে জানা। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণ করা। ● সরকারের জনবল কাঠামো, যেমন স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন নিয়োগ ও সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ট্রেড ক্যাডারকে পুনরুজ্জীবিত করা। ● জেনেভায় অবস্থিত ডব্লিউটিও কার্যালয়ের সক্ষমতা ও অবস্থান শক্তিশালী করা। এতে ভালো একাডেমিক এবং পেশাগত সাফল্যের অধিকারী অভিজ্ঞ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া উচিত। ● বিদেশের মিশনকে তাদের এখতিয়ারের মধ্যে বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ট্যারিফ কমিশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
			• ব্যবসায়ী সমিতি ও গবেষণা সংস্থাগুলোর সাথে পরামর্শক্রমে ট্যারিফ কমিশনকে একটি বিশদ ও সর্বাঙ্গীণ গবেষণা চালাতে হবে।			
২০	বিদেশের নির্বাচিত বাজারে দেশ ও শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নয়ন	বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বা জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বছরব্যাপী প্রচারণা চালানো এবং তারপর চামড়া খাতের প্রধান প্রধান রপ্তানিকারকের অংশগ্রহণে সব ধরনের পণ্যের পসরা নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী বা মেলা আয়োজন	• জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, ভূমিকা ও লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করে বিস্তারিতভাবে চুক্তির শর্ত তৈরি করা। • জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার পর তা ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে কাজ করবে। অন্যদিকে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা প্রস্তুতকারকরা দেশের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতের প্রসারের উপায় খুঁজে বের করবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও এলএফএমইএবির মতো ব্যবসায়ী সমিতি	৩৬ মাস (দীর্ঘমেয়াদী)
		চামড়া খাতের উপর একটি সচিত্র ম্যাগাজিন প্রকাশ করা	• এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিতে নকশা তৈরি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে একদল নকশাকার নির্বাচন। • ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় ম্যাগাজিনের নকশা করা। • ম্যাগাজিনগুলো বিদেশে অবস্থিত দূতাবাস, সংশ্লিষ্ট ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা ও আমদানিকারকদের হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে হবে।	বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	২৪ মাস (চলমান) (মধ্যমেয়াদী)
		নির্দিষ্ট বাজারে প্রভাববিস্তারকারী বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশ সফর করতে এবং দেশের সক্ষমতা নিয়ে লেখার আমন্ত্রণ জানানো	• জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক পত্রিকায় চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা সম্পর্কে কুশলতার সঙ্গে লেখেন এমন আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ও চামড়া বিশেষজ্ঞদের চিহ্নিত করতে হবে। • চামড়া শিল্পের দক্ষতা দেখানোর জন্য তাদেরকে এক সপ্তাহের সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি	২৪ মাস (চলমান) (মধ্যমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		রপ্তানি বহুমুখীকরণের সাধারণ পণ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে প্রথমসারির আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রস্তুতকারকদের বিজ্ঞাপন দিতে সহায়তা করা	• নকশা কেন্দ্র এলএফএমইএবির মতো ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক পত্রিকাগুলো চিহ্নিত করবে এবং এ খাতের সর্বশেষ নকশা ও ফ্যাশন প্রকাশে সহায়তা করবে। • নতুন বাজার সৃষ্টি ও নতুন পণ্যের জন্য তৈরি পোশাক খাতে ৩ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়। এ প্রণোদনার তুলনামূলক কার্যকারিতার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষে অন্যান্য রপ্তানি খাতেও একই প্রণোদনা দেওয়া উচিত।	বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৩৬ মাস (দীর্ঘমেয়াদী)
২১	বড় বড় আমদানিকারক বা ব্র্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করা	তাদের পণ্য প্রদর্শনের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা	• নিজেদের পণ্যসম্ভার প্রদর্শন এবং সম্ভাব্য ক্রেতা, ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতার সাথে প্রস্তুতকারকদের যোগাযোগ ঘটানোর জন্য আগামী পাঁচ বছর বাংলাদেশে বার্ষিক ‘সোর্সিং শো’ আয়োজন করা। • বিদেশি বাণিজ্যমেলায় অংশগ্রহণ বরা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ‘সোর্সিং-শো’তে তাদের ব্যাপকভাবে জড়িত থাকা উচিত।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	এলএফএমইএবি, বিডা প্রভৃতি ব্যবসায়ী সমিতি	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
২২	বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সংলাপ আয়োজন	বিদ্যমান লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলকে (এলএসবিপিসি) শক্তিশালী করা	• সংলাপের প্লাটফর্মকে শক্তিশালী করা। এখানে সমস্ত শিল্প সমিতি প্রতি তিন মাসে একবার মিলিত হয়ে তাদের অবস্থা এবং শিল্প সম্পর্কিত যেকোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নীতি ও বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানোর ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে। রপ্তানি রূপরেখা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন কিংবা অন্য যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতেও একে ব্যবহার করা যেতে পারে। • গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষণকেন্দ্র বা শাখা তৈরি করতে সমিতিগুলোর সক্ষমতা তৈরি করা। সমীক্ষা থেকে তারা বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে জানতে পারে এবং তা এই প্লাটফর্মে আলোচনা করতে পারে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বিপিসি)	৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
	বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ					
২৩	অন্যান্য দেশ থেকে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা	সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করার জন্য বাজার সম্পর্কে অভিজ্ঞ, চামড়া খাতের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা	• বিডাকে অবিলম্বে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে। • কর ব্যবস্থার পূর্বানুমান স্বচ্ছ হতে হবে এবং অন্তত পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য তা বহাল থাকতে হবে। • বন্দর সুবিধা উন্নত করতে হবে, এবং পণ্য চালানের লিড টাইম কমিয়ে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের সমপর্যায়ে নিতে হবে। • শুল্ক ব্যবস্থা সরল করতে হবে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। • বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সহজ ও ব্যবসাবান্ধব হতে হবে। • বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসকে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। • যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা পরিচালনার জন্য আইনকানুন ও বিধিবিধান সরল করতে হবে। • তাইওয়ান, চীনসহ অন্য যেসব দেশ বিনিয়োগের জন্য নতুন জায়গা খুঁজছে তাদের সাথে বিডাকে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করতে হবে। • বড় বড় পক্ষ, ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতার সাথে বিডাকে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করতে হবে। • স্থানীয় সামগ্রীর প্রসার, মূল্য সংযোজন ও সক্ষমতা তৈরির জন্য নগদ প্রণোদনা দিতে হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিডা, সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উৎপাদকদের প্রতিটির জন্য ১২ মাস করে (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
	বৈচিত্র্যপূর্ণ নতুন পণ্য তৈরি					
২৪	বাংলাদেশের চামড়া খাতে পণ্য বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা যাচাই	নতুন পণ্যের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য চামড়া শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	• বৈচিত্র্যপূর্ণ পণ্য তৈরিতে ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের সম্পৃক্ত করা। • প্রণোদনা দিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়ক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা। • সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যৌথভাবে ফ্যাশন ও ডিজাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। • নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বিকাশ এবং সেগুলোর বিপণনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ঝুঁকি কমানোর কৌশল খুঁজে বের করা। • মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরির জন্য প্রণোদনা দেওয়া এবং সে অনুযায়ী ভ্যালু চেইন অনুসরণ করা। • নতুন বাজারে (যেমন রাশিয়া) সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধাদানকারী বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা।	এলএফএমইএবি, ইপি অর্গানাইজেশন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬ থেকে ৮ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
২৫	ভালো দাম পাওয়ার মতো উন্নতমানের পণ্য তৈরির জন্য কুটিরশিল্প জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগের উৎকর্ষ সাধন	কুটিরশিল্পের গুচ্ছ বিভাজন এবং বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে তা প্রয়োগের উপায়সমূহ সম্পর্কে বোঝার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা	• কুটিরশিল্প গুচ্ছ থেকে পণ্য কিনতে বড় খুচরা বিক্রেতাদের উৎসাহিত করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	নির্দিষ্ট গুচ্ছের ব্যবসায়ী সমিতি, নির্দিষ্ট খুচরা বিক্রেতা এবং বিডা	৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের জন্য কর্মপরিকল্পনা

সাধারণ হস্তক্ষেপ ছাড়াও ট্যানারি বা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের জন্য কিছু অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ দরকার। এ উপখাতের জন্য নিচের কর্মপরিকল্পনাগুলো সুপারিশ করা হলো:

সারণি ১০: চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ উপখাতের কর্মপরিকল্পনা

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
১	অবিলম্বে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তর সম্পন্ন করতে হবে	সময়মতো স্থানান্তর সম্পন্ন করা	• জমি ও মালিকানা হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করতে হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বিসিক, অর্থ মন্ত্রণালয়	১৮ মাস (মধ্যমেয়াদী)
		সহায়তার জন্য সরকারের দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ ও নিশ্চিত করতে হবে	• কর রেয়াত • মূলধনের পরিমিত ও যুক্তিসঙ্গত যোগান • প্রয়োজনীয় সকল পরিষেবার ব্যবস্থা (রাস্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, ইত্যাদি) • সমস্ত কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড মেনে পরিপূর্ণরূপে সিইটিপি চালু করা			
		সময়মতো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য কারখানার মালিকরা সরকারি উদ্যোগে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন	• কারখানা মালিকরা যাতে সরকারের সাথে করা সকল অঙ্গীকার ও চুক্তি মেনে চলেন তা নিশ্চিত করতে হবে।	বিসিক	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
২	প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মানদণ্ডসমূহ পূরণ সাপেক্ষে হাজারীবাগকে পরিবেশবান্ধব চামড়া কারখানা এলাকা	বর্তমান হাজারীবাগ চামড়াশিল্প এলাকাকে ‘পরিবেশবান্ধব কারখানা’র উদ্দেশ্য পূরণে ব্যবহারের জন্য বিধিমালা ও আইনকানুন সংশোধন করা প্রয়োজন হতে পারে	• ট্যানারি ও চামড়া কারখানা স্থাপন সংক্রান্ত আইনকানুন সংশোধন করতে হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি	১৮ মাস (মধ্যমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
	হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে					
৩	ঈদুল আযহার সময় চামড়া ও ছাল কেনা সঠিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করাতে হবে	ট্যানার ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় চামড়া ক্রয়ের জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে	• কসাইদের প্রশিক্ষণ দেওয়া • আধুনিক কসাইখানা স্থাপন করা • কসাই ও জনসাধারণের জন্য সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ	স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ভুক্ত সংস্থাসমূহের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা	১২ মাস (চলমান) (স্বল্পমেয়াদী)
৪	এলডব্লিউজি সনদ পেতে ট্যানারদের সাহায্য করা	এলডব্লিউজির ছাড়পত্র পেতে প্রাথমিকভাবে ৪০টি ট্যানারিকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া	• এ সনদের জন্য আবেদন করতে আগ্রহী ট্যানারিসমূহ সনাক্ত করা। প্রথম বছরের জন্য ৪০টি ট্যানারি নির্বাচন করা যেতে পারে। • এলডব্লিউজি সনদ প্রদানকারী অডিটর বা বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রতি তিন মাসে একবার কর্মশালা পরিচালনা করা। এক বছর সময়ের জন্য এ কার্যক্রম চালাতে হবে। • ট্যানারির বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য এলডব্লিউজি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা চালানো। • আর্থিক নীরিক্ষার জন্য ট্যানারিদের প্রস্তুত ও নির্বাচন করা। • এলডব্লিউজি সনদ পাওয়ার ক্ষেত্রে এসব ট্যানারির সাফল্যের ভিত্তিতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে আরও ট্যানারিকে এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। • এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করার জন্য জাতীয় সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে এটি করতে হবে।	বিটিএ এবং বিএফএলএলএফইএ জাতীয় ব্যবসায়ী সমিতি		৩৬ মাস (প্রতি ৫টি ট্যানারির জন্য দুজন করে বিশেষজ্ঞ) (দীর্ঘমেয়াদী)
৫	সিইটিপির কার্যকর পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত, পরিচালনাগত ও	পরিশোধন উপকরণ ও কমপ্লায়েন্স মানদণ্ডসহ সিইটিপির উপর স্বাধীন কারিগরি সমীক্ষা চালানো	• সিইটিপি ও অন্যান্য পরিশোধন যন্ত্রপাতির কারিগরি ব্যবহারযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কোনো স্বাধীন, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞকে দিয়ে একটি সমীক্ষা চালাবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন (বিটিএ)	৩ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
	অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করা		• সমীক্ষার ফলাফল শিল্প মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে, যাতে সাভারের চামড়াশিল্প নগরীতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যায়।			
৬	সাভারের চামড়াশিল্প নগরীতে সিইটিপির টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে সিইটিপি পরিচালনার জন্য একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন	• সিইটিপি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিপিআর প্রণয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এবং বিটিএর মতো ব্যবসায়ী সমিতি একযোগে কাজ করবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইএলইটি ও পরিবেশ অধিদপ্তর – সিইটিপি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে	১ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
৭	বর্জ্য নির্গমনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ	বরাদ্দপ্রাপ্তদের কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাবিত সক্ষমতা যাচাই এবং প্রয়োজনে ট্যানারির সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান	• বরাদ্দপ্রাপ্ত ট্যানারির সক্ষমতা এবং তা থেকে দৈনিক কী পরিমাণ বর্জ্য নির্গত হবে সে বিষয়ক পরিকল্পনা যোগাড় করতে পারে বিসিক। • বর্জ্য নির্গমনের অনুমিত পরিমাণের উপর নির্ভরশীল বিকল্পসমূহ: সিইটিপির প্রতিদিন প্রায় ২০,০০০ ঘনমিটার পরিশোধন করতে পারে। উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে গেলে বর্জ্য পরিশোধনের বর্তমান সক্ষমতা অতিক্রম করতে পারে। ভবিষ্যতে বর্জ্য নির্গমন কী পরিমাণ বাড়তে পারে সে বিষয়ে সমীক্ষা ও অনুমান করে দ্বিতীয় সিইটিপি বসানোর পরিকল্পনা আগেই করতে হবে। • প্রতিটি ট্যানারির নির্গমনপথে একটি প্রবাহ পরিমাপক যন্ত্র বসাতে হবে। প্রতি কিলোলিটার বর্জ্যের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ট্যানারিগুলোকে নির্দিষ্ট অর্থ দিতে হবে। অতিরিক্ত নির্গমনের জন্য অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।	বিসিক	শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি, যেমন বিটিএ	১ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
৮	ট্যানারিগুলোকে সিইটিপি সম্পর্কে বোঝাপড়া বাড়াতে হবে	সিইটিপি মানদণ্ডের সাথে তাল মেলাতে ট্যানারিগুলোকে পরিচালনাগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে	• সিইটিপি মানদণ্ডগুলো বুঝতে ও মেনে চলতে সকল সচল ট্যানারিকে সহায়তা করার জন্য বিটিএ এবং অন্যান্য সংস্থাকে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। • সিইটিপি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ট্যানারি থেকে সিইটিপিতে নির্গত বর্জ্যের রাসায়নিক উপাদানের উপর ট্যানারগুলোর জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে পারে।	বিটিএ, বিএফএলএলএফইএ	শিল্প মন্ত্রণালয় ও সিইটিপি পরিচালনাকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তর (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)	৬ মাস থেকে ১ বছর (স্বল্পমেয়াদী)
৯	ট্যানারির কঠিন বর্জ্যকে লাভজনক উপজাতে রূপান্তর	প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি এবং সম্ভাব্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছে উপস্থাপন	• ট্যানারির কঠিন বর্জ্যকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উপজাত এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব পণ্যে রূপান্তরের সম্ভাব্যতা নিয়ে গবেষণার জন্য একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করা। • কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অনুরূপ হতে হবে। • বিশেষজ্ঞ পরামর্শক এই উপজাত শিল্পের প্রতি সম্ভাব্য উদ্যোক্তা, এবং স্থানীয় এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার কৌশল তৈরি করবে। বেসরকারি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এসব কৌশল বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়		৩ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
১০	সাভার এবং অন্যান্য সম্ভাব্য এলাকা, যেমন বেজার অধিগ্রহণকৃত ও প্রস্তুতকৃত জমিতে সকল সুবিধা সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা	প্রয়োজনীয় কাজের পরিমাণ এবং সে কাজ সম্পন্ন করার সময়সীমা নির্ধারণ	• সাভারে চামড়াশিল্প নগরী স্থাপনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক সমিতি হচ্ছে বিটিএ, তাই তারা চামড়াশিল্প নগরীর বর্তমান পরিস্থিতি জানতে একজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিতে পারে। • জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পরামর্শককে দিয়ে ট্যানারিগুলোর জমির প্রয়োজনীয়তা এবং জমি ও অন্যান্য অবকাঠামোর পরিমাণ বিশ্লেষণ, এবং ট্যানারির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য জায়গা নির্বাচনের জন্য সমীক্ষা চালাতে পারে বিটিএ।	বিটিএ	শিল্প মন্ত্রণালয়	৩ মাস (স্বল্পমেয়াদী) ৩ মাস

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
১১	সাভার চামড়াশিল্প নগরীকে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে সম্প্রসারণ	চামড়া খাতের কারখানা স্থাপনের জন্য রাজশাহী ও চট্টগ্রামে বেজার জমি বরাদ্দ দিতে হবে	• চামড়া খাতের নতুন উদ্যোগের জন্য ব্যবসায়ী সমিতিগুলোকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কাছে নতুন জমি বরাদ্দ চাইতে হবে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বেজা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সমিতি	২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)
		শিল্প মন্ত্রণালয় অন্যান্য উপযুক্ত এলাকায় নতুন শিল্প এলাকার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পারে	• শিল্প মন্ত্রণালয় চামড়া খাত সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং উৎপাদান কার্যক্রমের জন্য নতুন জায়গা খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সমীক্ষা চালাবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বিসিক, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
১২	সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ	সমিতিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	• আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সমিতিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিটিএ এবং এলএফএমইএবি	৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা (চামড়াজাত ও অচামড়াজাত) উপখাতের জন্য কর্মপরিকল্পনা

চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা (চামড়াজাত ও অচামড়াজাত) উপখাতের জন্য নিচের কর্মপরিকল্পনা সুপারিশ করা হলো।

সারণি ১১: চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা (চামড়াজাত ও অচামড়াজাত) উপখাতের কর্মপরিকল্পনা

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
১	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনে মৌলিক	ব্যবসায়ী সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে	• বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অনুসরণের স্তর সম্পর্কে জানতে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কমপ্লায়েন্স কৌশল তৈরিতে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যৌথভাবে সমীক্ষা চালানো।	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
	কমপ্লায়েন্স উন্নত করা	চলতে সহায়তা করতে পারে	• এলএফএমইএবির সম্পদ ও জনবলের সীমাবদ্ধতা নির্ণয় করতে সমীক্ষা চালানো। এর ফলাফলের সাথে প্রতিষ্ঠানের চাহিদার তুলনা করে ঘাটতি পূরণের উপায় বের করতে হবে। • আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ চর্চাগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। এবং বাংলাদেশেও সেই চর্চা অনুসরণ করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। • প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক এক করে আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স সনদ অর্জন করাতে হবে। • বিএসটিআইকে সকল প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পরীক্ষায় সক্ষম করে তুলতে হবে। • বেসরকারি খাতের যেসব প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানের সনদ দিতে সক্ষম তাদের বিকাশে উৎসাহ দিতে হবে।			
		কমপ্লায়েন্সের সুবিধা এবং কমপ্লায়েন্স না মানার ক্ষতি ও ঝুঁকির বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর বোঝাপড়া বাড়াতে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করা	• সকল চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনকারীর অংশগ্রহণে প্রতি তিন মাসে একবার কর্মশালার আয়োজন করা, যেখানে অন্যান্যের মধ্যে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ এবং কল্যাণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। • বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স কোন পর্যায়ে রয়েছে তা লক্ষ্য রাখা এবং দুই বছরের ব্যবধানে তাদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। • কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা তদারকি করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি	১২ মাস এবং চলমান (স্বল্পমেয়াদী)
		প্রত্যেক ধরনের কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রণোদনা ও অন্তরায়সমূহ উল্লেখ করে একটি কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সারণি তৈরি করতে হবে	• আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য ও স্বচ্ছ কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সারণি তৈরির উপায় চিহ্নিত করা। • চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা প্রস্তুতকারকের সাথে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন সারণি যাচাই করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক, পরিবেশগত, রাসায়নিক, নিরাপত্তাজনিত, পেশাগত ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমপ্লায়েন্স নির্দেশিকা ও সনদ প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা	• ভ্যালু চেইনের উপর সমীক্ষা চালিয়ে এ খাতের পরিবেশগত সাসটেইনেবিলিটি বাড়ানোর উপায় ও পদক্ষেপ নির্ধারণ করা এবং খাতটির কমপ্লায়েন্স বিষয়ক দিকনির্দেশনা তৈরি করা। • আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, জাতীয় পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স সনদ প্রদানের মানদণ্ড তৈরিতে ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করা। • কমপ্লায়েন্ট আঠার ব্যবহার উৎসাহিত করা। • পাদুকা উপখাতের চামড়াজাত পণ্যে যেসব উপকরণ ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয় তার তালিকা তৈরি করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সমিতি	১৮ মাস (মধ্যমেয়াদী)
২	দক্ষতা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতার স্তর উন্নত করা	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উপখাতের জন্য একটি কারিগরি কেন্দ্র স্থাপন করা, যা নিচের কাজগুলো করবে: বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের ভৌত ও রাসায়নিক মান বাড়ানোর জন্য স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বাংলাদেশি পণ্যের ভৌত গুণাগুণ ও তাতে রাসায়নিকের উপস্থিতি পরীক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে	• প্রয়োজন নির্ধারণে সমীক্ষা পরিচালনা। • পণ্য পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ভৌগোলিক এলাকা নির্ধারণ করতে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনা করা। • পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং জনবলের একটি তালিকা করা। ডিপিআর প্রণয়ন করা। • এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে পারে এমন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা তৈরি করা। • একত্রে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি	১৮ মাস (মধ্যমেয়াদী)
		স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কোর্স অনুযায়ী	• প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতি ঠিক করবে কারা এই	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এ খাতের জন্য একদল প্রশিক্ষক গড়ে তোলা	• নির্বাচন বা আবেদন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। • প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানোর উপযোগী কিছু প্রশিক্ষক (কর্মী) মনোনীত করবে। • আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর এই প্রশিক্ষকরা দেশে ফিরে অন্যদের মাঝে তাদের অর্জিত জ্ঞান ছড়িয়ে দেবে।		প্রশিক্ষণ নিতে বাইরে যাবে	
		কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে বেসরকারি খাতের জন্য একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা	• প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা, প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষক নির্বাচন করা, এবং আন্তর্জাতিক সেরা মান বজায় রেখে অচামড়াজাত পাদুকা খাতের জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রশিক্ষণ প্রদানে পিপিপি মডেলকে সামনে নিয়ে আসার মাধ্যমে অধিকতর সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং এসব কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের উপায় তুলে ধরা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়		১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
		কোনো স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে শ্রমশক্তির জন্য একটি পরীক্ষানির্ভর সনদ প্রদান ব্যবস্থা চালু করা	• এলএফএমইএবি ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সমিতি তাদের আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির স্বীকৃতির জন্য কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রে কাজ করার সম্ভাব্যতা খুঁজে দেখতে পারে। এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলে এতে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের জন্য বিশ্বব্যাপী চাহিদা তৈরি হবে। • সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী পেতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। সরকার ও প্রস্তুতকারকরা ব্যয় ভাগাভাগি করবে। শ্রমিকদের এসব সনদপত্র প্রদানে বিনিয়োগ করার জন্য প্রস্তুতকারকরা আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা পেতে পারে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়		১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
		প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়াতে	• উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ ইত্যাদির উন্নতির জন্য প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে	উপযুক্ত ব্যবসায়ী সমিতি		১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
		উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কৌশল প্রয়োগ	লাভজনক প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতি মূল্যায়ন, চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োগ করা। এসব প্রতিষ্ঠান উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কোনো দুর্বল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী সঠিক সরঞ্জাম বা পদ্ধতি সনাক্ত ও প্রয়োগ করতে সহায়তা করবে।			
		চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনে ডিস্কিলিঙের উপযোগী (অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা বা দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আনার) ক্ষেত্র চিহ্নিত করা	• দক্ষতার প্রয়োজন নেই এমন প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনকারীরা প্রস্তুতকারক সমিতির সাথে যৌথভাবে কাজ করবে।	উপযুক্ত উৎপাদক সমিতি		১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
৩	ফ্যাশন ও নকশার সামর্থ্য বাড়ানো এবং দেশের চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা	চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকার জন্য নকশা, উন্নয়ন ও ফ্যাশন কেন্দ্র স্থাপন করা	• এই নকশা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা জানতে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা চালাতে হবে। এ প্রক্রিয়ায়, এই নকশা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ও প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে হবে। এ সমীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার উন্নয়নে পরিচালিত কর্মকাণ্ড এবং সামর্থ্যের বিদ্যমান পরিস্থিতিও নির্ণয় করা হবে। নকশা কেন্দ্র ব্যবহারের উপযোগী বিদ্যমান কর্মীদের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য বাড়ানোর রূপরেখাও থাকবে এ সমীক্ষায়। • আন্তর্জাতিক মানের সাথে মিল রেখে স্টুডিওটি তৈরি করতে হবে। • স্টুডিওর নির্মাণ, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। রূপান্তরের মাধ্যমে অরিজিনাল	শিল্প মন্ত্রণালয়	কোয়েলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
			ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচারিং (ওডিএম) কারাখানায় পরিণত হতে প্রস্তুত উৎপাদনকারীদের চিহ্নিত করা।			
			• ওইএম থেকে ওডিএম করার নীতি প্রণয়ন করা।			২৪ মাস (মধ্যমেয়াদী)
৪	বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উপখাতে পণ্য বহুমুখীকরণের সম্ভাবনা যাচাই	নতুন পণ্যের ক্ষেত্র অনুসন্ধানে শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	• দীর্ঘমেয়াদে নকশা কেন্দ্র দেশের পণ্যতালিকায় যুক্ত করতে নতুন পণ্য সনাক্ত করতে পারে। • নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বিকাশ এবং সেগুলোর বিপণনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ঝুঁকি কমানোর কৌশল খুঁজে বের করা। • মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরির জন্য প্রণোদনা দেওয়া এবং সে অনুযায়ী ভ্যালু চেইন অনুসরণ করা।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
৫	ভালো দাম পাওয়ার মতো উন্নতমানের পণ্য তৈরির জন্য কুটিরশিল্প জাতীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগের উৎকর্ষ সাধন	কুটিরশিল্পের গুচ্ছ বিভাজন এবং বাংলাদেশের অচামড়াজাত পাদুকা খাতে তা প্রয়োগের উপায়সমূহ সম্পর্কে বোঝার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা	• একটি সাধারণ দলের উপর গবেষণা করে হস্তক্ষেপ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান। • প্রতিবেদন বাস্তবায়ন করা। • কুটিরশিল্প গুচ্ছ থেকে পণ্য কিনতে বড় খুচরা বিক্রেতাদের উৎসাহিত করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	গুচ্ছের ব্যবসায়ী সমিতি, নির্দিষ্ট খুচরা বিক্রেতা, এবং বিডা	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
৬	এসপাড্রিল পাদুকার উৎপাদন ভিত্তি বাড়ানো, গুণগত মান বৃদ্ধি ও বাজার বহুমুখীকরণ	পণ্যটি ও তার বাজার সম্পর্কে ভালো জানেন এমন কাউকে বাজার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা; আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান; রপ্তানির জন্য উৎপাদকের প্রস্তুতি	• আন্তর্জাতিক বাজার প্রতিনিধির সাথে সম্ভাব্য চুক্তির শর্ত প্রণয়ন। • প্রতিযোগিতামূলক বিডিংয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার প্রতিনিধি অনুসন্ধান। • এসপাড্রিলের উৎপাদন প্রক্রিয়া বুঝতে সহায়তা করার জন্য পাদুকা উৎপাদকদের প্রতিটি উপদলের সাথে একজন বাজার বিশেষজ্ঞকে সম্পৃক্ত করা।	এলএফএমইএবি এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী সমিতি		১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

সূত্র	উদ্দেশ্য	হস্তক্ষেপ	সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ	নেতৃত্বদানকারী সংস্থা	সহযোগী সংস্থা	সময়সীমা
৭	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকার নকশা সক্ষমতা বাড়ানো	একটি নকশা, পণ্য উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা	• এই কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি করা। • কেন্দ্রটির উন্নয়নের জন্য একটি টার্মস অব রেফারেন্স প্রণয়ন করা। • এই কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৪ মাস (চলমান) (মধ্যমেয়াদী)
৮	চামড়াজাত ও অচামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা উৎপাদনকারীদের জন্য বিদ্যমান ও নতুন পথে বাজার প্রবেশ উন্নত করা	সরাসরি এবং ডিজিটাল বিপণনের জন্য বিশদ টার্মস অব রেফারেন্স প্রস্তুত করা	• রপ্তানি উন্নয়নের প্রাণকন্দ্র হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে শক্তিশালী করা। • ব্যবসা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে একটি বিশদ ও সর্বাঙ্গীণ কৌশল প্রণয়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ক্ষমতা বাড়ানো। এসব কৌশল অবশ্যই আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের ব্যবহার করা বড় বড় ডিজিটাল বিপণন প্লাটফর্মের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করবে। • বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি এবং বেসরকারি খাতের মালিকরা যোগাযোগ রাখবে খুচরা বিক্রেতা, ক্রেতা ও আমদানিকারকদের সাথে। আর তাদেরকে সব ধরনের সহায়তা দেবে সরকার।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি, বিদেশে বাংলাদেশি দূতাবাসের বাণিজ্য শাখা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬ মাস, এবং তারপর চলমান (স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী)
৯	অচামড়াজাত পণ্যের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জানা	অচামড়াজাত পণ্যের বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা জানার জন্য বিশদ গবেষণা পরিচালনা করা	• বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো একটি গবেষণা পরিচালনা করবে।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি, ট্যারিফ কমিশন	১২ মাস (স্বল্পমেয়াদী)
১০	সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ	সমিতিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	• আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সমিতিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিটিএ এবং এলএফএমইএবি	৯ মাস (স্বল্পমেয়াদী)

পরিশিষ্ট ১

নীতি সংক্রান্ত যেসব বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে: তৈরি পোশাক খাতের সঙ্গে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতের তুলনা

১. নীতিগত বৈষম্য

সারণি ১২: তৈরি পোশাক খাত এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতের মধ্যে প্রধান নীতিগত বৈষম্য

ক্রম	নীতি সহায়তা/সুবিধাদি	তৈরি পোশাক/বস্ত্র	চামড়া/পাদুকা
১	বন্দরে শুল্ক বিভাগ কর্তৃক আমদানি উপকরণ পরীক্ষা	কিছু সংখ্যক উপকরণ দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয় কিংবা কোনো পরীক্ষা হয় না	সুচারু পরীক্ষা করা হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ খুলে খুলে উপকরণ পরীক্ষা করা হয়, যার ফলে বিলম্ব হয়
২	সাধারণ বন্ড নবায়ন	প্রতি তিন বছর	প্রথমবার এক বছর পর এবং পরে প্রতি দুই বছর পরপর
৩	চুক্তিকারীর পক্ষে কাঁচামাল বা প্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহারের অনুমতি (ইউপি) প্রদান	বিজিএমইএ/বিকেএমইএ অনুমোদিত	লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এলএফএমইএবি) অনুমোদিত নয়
৪	সদস্য কারখানাগুলোর জন্য কোএফিশিয়েন্ট নির্ধারণ	বিজিএমইএ/বিকেএমইএ অনুমোদিত	১৭ মে ২০১৮ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৬ মাসের জন্য ডিউটি এক্সেম্পশন অ্যান্ড ড্রব্যাক অফিসের সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে এলএফএমইএবির সদস্য কারখানাগুলোর কোএফিশিয়েন্ট নির্ধারণের আদেশ জারি করে। এর মেয়াদ সেই বছরের ১৬ নভেম্বর শেষ হয়েছে। যা হোক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি কিংবা কোনো স্থায়ী আদেশ জারি করেনি।
৫	তৃতীয় পক্ষ বা দেশ থেকে রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের জন্য নগদ প্রণোদনা	বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজ্ঞপ্তি (এফই সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ২৫ জানুয়ারি ২০১৮) অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ বা দেশ থেকে রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের জন্য এলসি বা টিটির মাধ্যমে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে এ সুবিধা নেই। বাংলাদেশ সরকার বাজার বহুমুখীকরণের উপর জোর দিচ্ছে বিধায় চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে তৃতীয় পক্ষ থেকে রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের জন্য নগদ প্রণোদনা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ক্রম	নীতি সহায়তা/সুবিধাদি	তৈরি পোশাক/বস্ত্র	চামড়া/পাদুকা
৬	কাঁচামালের আমদানি যোগ্যতা	প্রতিটি ঘটনার জন্য আলাদা (ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি দ্বারা)	কোনো কোম্পানির প্রাক্কলিত রপ্তানির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পৃথক কাঁচামাল আমদানির জন্য বাৎসরিক সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়।
৭	জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র ‘বাসবার ট্রাংকিং সিস্টেম ফর ইলেকট্রিক সেফটি’ আমদানি	১ শতাংশ শুল্ক হারে (কাস্টমস প্রথম শিডিউল: ২০১৮-১৯ অনুসারে)	২৫ শতাংশ শুল্ক হারে (চামড়া খাতের নাম এসআরওতে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি)
৮	রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার (জাহাজে মালামাল হস্তান্তরের) কাট-অফ টাইম	জাহাজ ছাড়ার আগে ২৪ ঘণ্টা	জাহাজ ছাড়ার আগে ৯৬ ঘণ্টা (৪ দিন)
৯	মূল্য সংযোজন কর রেয়াত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জারি করা এসআরওতে শুধু বস্ত্র খাতের জন্য চার ধরনের সেবার মূল্য সংযোজন করে সম্পূর্ণ রেয়াত দেওয়া হয়েছে। খাত চারটি হলো: শ্রমিক কল্যাণ ও বিনোদনে ব্যয়, গবেষণাগারে পরীক্ষণ ফি, তথ্যপ্রযুক্তি সেবা এবং গাড়ি ভাড়া।	গবেষণাগারে পরীক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যয় এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের মতো সেবার ক্ষেত্রে মূসকে কোনো রেয়াত নেই।

২. নীতিগত পদক্ষেপ

সারণি ১৩: রাজস্ব নীতিমালা সংক্রান্ত পদক্ষেপ

ক্রম	নীতি সহায়তা/সুবিধাদি	তৈরি পোশাক/বস্ত্র	চামড়া/পাদুকা
১	এফওবি ধরনের রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ প্রণোদনা[২৭] ** প্রথম দিকের নগদ প্রণোদনা (১৯৯৪ সাল থেকে)	৪% থেকে ৬% ২৫%	১৫% পূর্বাভাস নিশ্চিত করতে অন্তত পাঁচ বছর ধরে একই হার চালু রাখতে হবে
২	বিনা শুল্কে কাঁচামাল আমদানি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৩	কর্পোরেট কর হার	সাধারণ করের হার ১২% এবং ‘গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন’ আছে এমন কারখানার জন্য ১০%	এ ধরনের কোনো অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। কর্পোরেট কর ৩৫%, এবং শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য ২৫%
৪	রপ্তানি আয় থেকে অগ্রিম আয়কর কমানো[২৮]	০.২৫%	০.২৫%
৫	রপ্তানির জন্য আয়করে ছাড়	৫০%	৫০%

---

[২৭] এফই সার্কুলার নং ২৬ (১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে জারিকৃত), বাংলাদেশ ব্যাংক।

[২৮] ২৬৫-এআইএন/আয়কর/২০১৮ (৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে জারিকৃত), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

ক্রম	নীতি সহায়তা/সুবিধাদি	তৈরি পোশাক/বস্ত্র	চামড়া/পাদুকা
৬	বাংলাদেশ ব্যাংকের দেওয়া ইডিএফ (রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল) ক্রেডিট সুবিধা[২৯] (@১.৫ শতাংশ + লিবর [লন্ডনের আন্তঃব্যাংক সুদের হার])	২.৫ কোটি ডলার	১.৫ কোটি ডলার; এই সীমা বাড়ানো দরকার
৭	কমপ্লায়েন্স বা সংস্কারের জন্য ৬% হারে দুই ধাপে ঋণ সুবিধা (জাইকা কর্তৃক)	হ্যাঁ	না
৮	শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য কম খরচে অর্থায়ন (২% হারে)	হ্যাঁ	না
৯	কম খরচে অগ্রাধিকারমূলক মূলধন যোগান সুবিধা	৯% (১৯৯০-২০১১)	১৭%
১০	উঠতি বা অপ্রথাগত বাজারে রপ্তানির জন্য রপ্তানি প্রণোদনা (এলসি বা টিটির মাধ্যমে)	৪-৬% নগদ ভর্তুকি	নেই

সারণি ১৪: রাজস্ব নীতিমালা বহির্ভূত পদক্ষেপ

ক্রম	নীতি সহায়তা/সুবিধাদি	তৈরি পোশাক/বস্ত্র	চামড়া/পাদুকা
১	সম্প্রসারিত বন্ডেড অয়্যারহাউস সুবিধা	৬০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে দুইটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের জন্য একক বন্ডেড অয়্যারহাউস	পাদুকার জন্য অনুমতি নেই
২	পরিষেবার সংযোগ	অগ্রাধিকার	অগ্রাধিকার নয়
৩	অব্যবহারযোগ্য সামগ্রী	অব্যবহারযোগ্য সামগ্রীর জন্য ছাড় পাওয়া যায়	কোনো ছাড় পাওয়া যায় না
৪	ঝুঁকিপূর্ণ সামগ্রী ব্যবহারের ভিত্তিতে পরিবেশগত শ্রেণিবিভাগ	শর্ত পূরণ করলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় থেকে 'পরিবেশবান্ধব কারখানা'র স্বীকৃতি পাওয়া যায়	কিছু এলএফএমইএবি সদস্য বিদেশ থেকে 'গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন' ও 'লিড সনদ' অর্জন করা সত্ত্বেও 'কমলা' হিসেবে চিহ্নিত

৩. অতিরিক্ত নীতিগত সহায়তার জন্য সুপারিশ

সারণি ১৫: অতিরিক্ত নীতিগত সহায়তার জন্য সুপারিশ

ক্রম	প্রস্তাবনা	দায়িত্ব
১	বিভিন্ন রপ্তানি খাতের মধ্যে বৈষম্য দূর করে পাদুকাসহ সব ধরনের রপ্তানিমুখী শিল্পকে পোশাক খাতের ভোগ করা নীতি সুবিধা দিতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়
২	ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ছাড়াই বন্ড অথরিটি কর্তৃক প্যাকিং বা বাক্স সরবরাহকারীদের ইউপি (ব্যবহারের অনুমতি) দেওয়া। এলএফএমইএবির সব সদস্যকেই সাইট এলসির ভিত্তিতে ইউপি দেওয়া উচিত।	অর্থ মন্ত্রণালয় (শুল্ক ও আবগারি)

[২৯] এফই সার্কুলার নং ১২ (২১ মে ২০১৮ তারিখে জারিকৃত), বাংলাদেশ ব্যাংক।

ক্রম	প্রস্তাবনা	দায়িত্ব
৩	রেমিটেন্স বা লভ্যাংশের পেমেন্টে ২০% উৎস কর প্রত্যাহার বা হ্রাস করা।	অর্থ মন্ত্রণালয় (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)
৪	রেমিটেন্স, টিকেএইচ মাশুল বা স্বত্বে বিদ্যমান ২০% উৎস কর প্রত্যাহার বা হ্রাস করা।	অর্থ মন্ত্রণালয় (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) নকশা, জটিল কারিগরি সেবা ও অন্যান্য স্বত্ব সংক্রান্ত ব্যয় কমাতে অপরিহার্য

৪. আমদানি ও রপ্তানির জন্য লিড টাইম: বাংলাদেশ ও প্রতিযোগী দেশ

সারণি ১৬: ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি*

কর্মকাণ্ড	তৈরি পোশাক	পাদুকা
	গড় দিন	গড় দিন
কাঁচামালের জন্য এলসি খোলা	৩	৩
কাঁচামাল প্রস্তুত করা ও সংগ্রহ	১৫	১৫
চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত চালানের সময় (চীন থেকে)	১৫	১৫
আউটার থেকে মালামাল নিয়ে এসে বন্দরে নামানো	৫	৫
কারখানা পর্যন্ত শুল্ক ছাড়পত্র	৫	৫
উৎপাদন সময়কাল	২০	১৫
কারখানা থেকে জাহাজ পর্যন্ত রপ্তানি চালান	২	৫
ক্রেতাদের বন্দরে যেতে সময় (ইউরোপ)	৩০	৩৫
মোট লিড টাইম	**৯৫**	**৯৮**

* বিভিন্ন রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সারণিটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সারণি গড় সময় নির্দেশ করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এসব অঙ্কে পার্থক্য ঘটতে পারে।

সারণি ১৭: প্রতিযোগী দেশগুলোর ক্ষেত্রে লিড টাইম (পঞ্জিকা-দিবসের মধ্যমার ভিত্তিতে)*

দেশ	বাংলাদেশ	ভারত	ভিয়েতনাম	কাম্বোডিয়া	চীন
আমদানির ক্ষেত্রে লিড টাইম	৩৪	২১	২১	২৪	২৪
রপ্তানির ক্ষেত্রে লিড টাইম	২৮	১৭	২১	২২	২১

* Source: World Bank, Doing Business Report, 2014.

আমদানির ক্ষেত্রে লিড টাইম: চালান প্রেরকের বন্দর থেকে আমদানিকারীর কারখানায় পৌঁছানো পর্যন্ত।

রপ্তানির ক্ষেত্রে লিড টাইম: রপ্তানিকারীর কারখানা থেকে গ্রাহকের বন্দরে পৌঁছানো পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট ২

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) ওয়ান স্টপ সার্ভিস

ওয়ান স্টপ সার্ভিস মডেল

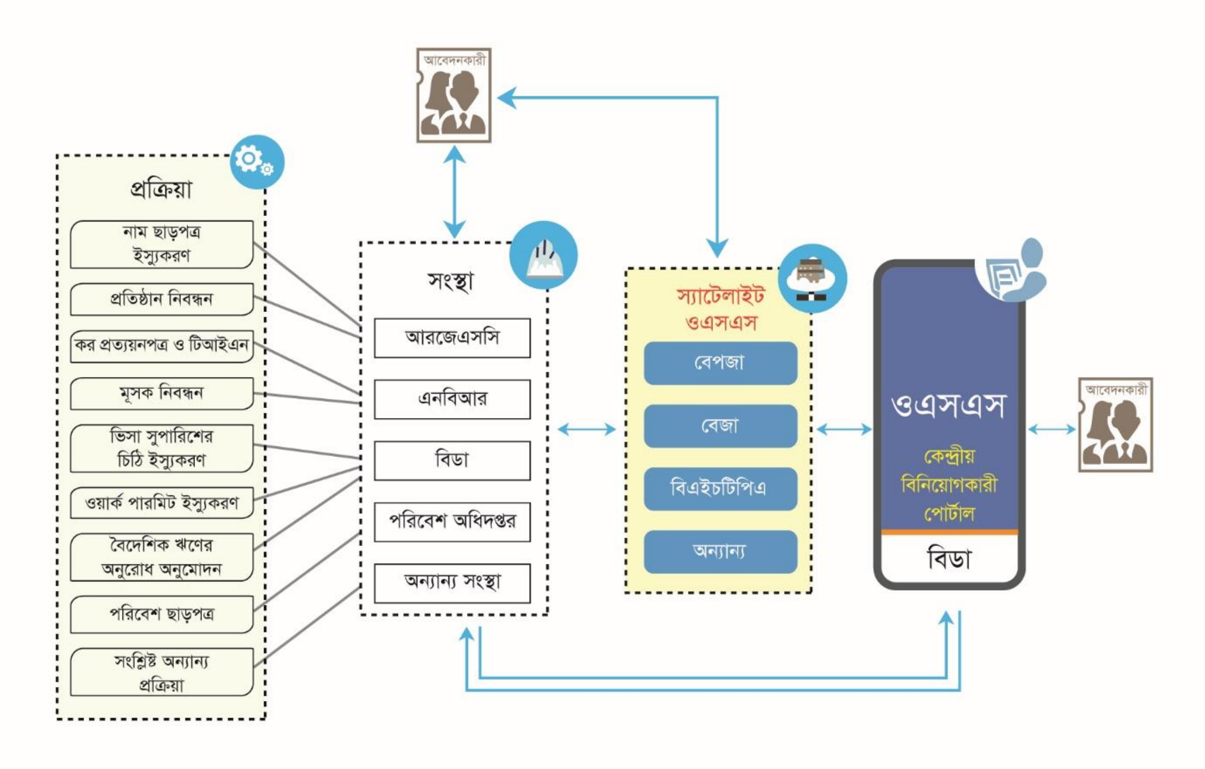

চিত্র ৬: ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) মডেল

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০ মাঘ, ১৪২৪/১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০ মাঘ, ১৪২৪ মোতাবেক ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৮ সনের ১০ নং আইন

বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিনিয়োগকারীগণকে তাহাদের প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগ এর জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিনিয়োগকারীগণকে তাহাদের প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগ এর জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ কেন্দ্র" অর্থ ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র;

(২) "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" অর্থ এই আইনের অধীন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক কেন্দ্র কর্তৃক তপশিল-খ তে বর্ণিত কোনো সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া;

(১৭৮১)
মূল্য : টাকা ১২.০০

(৩) "কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ;

(৪) "তপশিল" অর্থ এই আইনের নিম্নবর্ণিত কোন তপশিল, যথা :—

(ক) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের তালিকা তপশিল-ক; এবং

(খ) সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সেবাসমূহের তালিকা তপশিল-খ;

(৫) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) "ফোকাল পয়েন্ট" অর্থ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি; এবং

(৭) "সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ" অর্থ তপশিল-খ এ উল্লিখিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ, প্রকল্প বা উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সম্পর্কিত বিধানাবলি নিম্নবর্ণিত অবস্থাধীনেও কার্যকর থাকিবে, যথা :—

(ক) অন্য কোনো আইনের অধীন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে;

(খ) সুবিধা ও প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে;

(গ) কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের ক্ষেত্রে;

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত হয় নাই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এইরূপ কোনো ক্ষেত্রে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো সেবা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের ক্ষেত্রে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের বিধান যদি এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইন বা আইনের বিধান যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি।**—(১) তপশিল-ক এ উল্লিখিত যে কোনো সংস্থা যে আইন বা আইনগত দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উহার কার্যপরিধিভুক্ত যে কোন প্রকল্প বা উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য কোনো উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীকে প্রয়োজনীয় যে কোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয়ে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, গঠিত হইবে।

(৩) তপশিল-ক এ উল্লিখিত সংস্থার প্রধান নির্বাহী কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষেরও প্রধান নির্বাহী হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়সীমা অনুসরণে সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্টকৃত ফি আদায় সাপেক্ষে, ও সময়সীমা অনুযায়ী সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদান নিশ্চিত করিবে।

(৫) সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিজ সংস্থার উপযুক্ত কর্মচারীকে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করিবে, যিনি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন এবং তিনি নিজ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবার অধিকারী হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফোকাল পয়েন্ট কোনো বিশেষ কারণে কোনো কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম না হইলে তাৎক্ষণিকভাবে তাহার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা দ্রুততম সময়ের মধ্যে চাহিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামে অভিহিত হউক না কেন, প্রদান করিবে।

৫। **আঞ্চলিক কেন্দ্র।**—(১) সরকার, তপশিল-ক এ উল্লিখিত কোনো সংস্থার প্রস্তাব বিবেচনাক্রমে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত অঞ্চলের জন্য উক্ত সংস্থার আওতাধীন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয়ে আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র গঠন করিতে পারিবে।

(২) আঞ্চলিক কেন্দ্র ওয়ান স্টপ সার্ভিস পদ্ধতিতে সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের জন্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ।—(১) কোনো উদ্যোক্তা বা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহিলে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি উহার সভায় উপস্থাপন করিবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক চাহিত প্রয়োজনীয় সেবা, সুবিধা ও প্রণোদনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানপূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) আবেদনকারী আবেদন দাখিলের পূর্বে তাহার প্রস্তাবিত উদ্যোগ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিষয়ে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্র কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারীর সহিত আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও তথ্য আদান-প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) আবেদনকারীকে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট পৃথক কোনো আবেদন করিতে হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রে চাহিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে কাগজাদি প্রেরণ করিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট সংস্থা উহার দাপ্তরিক রেকর্ডের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

৭। ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটি।—(১) এই আইনের অধীন ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকির জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন মন্ত্রীকে প্রধান করিয়া প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটির কার্যপরিধি উক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের দায়বদ্ধতা।—(১) আঞ্চলিক কেন্দ্র উহার সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের নিকট এবং কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ উহার নিজের এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে ষান্মাসিক ভিত্তিতে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) সরকার প্রতিবেদন পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ, আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা উহার ফোকাল পয়েন্টের কার্য সম্পাদনে অবহেলা, অনীহা বা অনিয়মের উপাদান রহিয়াছে মর্মে নিশ্চিত হইলে ধারা ৯ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা পালনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত রাখিবে।

৯। জবাবদিহিতা।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ফোকাল পয়েন্ট এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন বা কার্য সম্পাদন না করিলে উহা তাহার অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ফোকাল পয়েন্টের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অসদাচরণ পরিলক্ষিত হইলে, কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক কেন্দ্র উক্ত ফোকাল পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে এতদ্‌সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অবহিত হইবার পর উক্ত ফোকাল পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা তাহার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। তপশিল সংশোধনের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো তপশিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। অসুবিধা দূরীকরণ।—এই আইনের বিধান অনুযায়ী ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে, উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১৮ ১৭৮৫

তপশিল-ক

[ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) ও ধারা ৪(১) দ্রষ্টব্য]

কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের তালিকা :

১। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ;

৩। বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ;

৪। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

তপশিল-খ

[ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) ও (৭) দ্রষ্টব্য]

সেবা, সুবিধা ও প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সেবাসমূহের তালিকা :

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা, সুবিধা ও প্রণোদনা, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ
১	২	৩
১।	ছাড়পত্র, কোম্পানি নিবন্ধন, আর্টিক্যালস অব এ্যাসোসিয়েশন ও মেমোরেন্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন এবং শেয়ার ট্রান্সফার	যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়
২।	নিবাসী ও অনিবাসী ভিসা	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৩।	অর্থনৈতিক অঞ্চল, পার্ক ইত্যাদি ঘোষণা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪।	অর্থনৈতিক এলাকার (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, অর্থনৈতিক অঞ্চল, পার্ক ইত্যাদি) অভ্যন্তরে ভূমি বরাদ্দ, ব্যাংক ঋণ এর অনাপত্তিপত্র, নমুনা প্রেরণের অনুমতি, সাবকন্ট্রাক্ট প্রদানের অনুমতি, বিনিয়োগ প্রস্তাব/প্রকল্প ছাড়পত্র ও অফসোর ব্যাংকিং লাইসেন্স এর অনাপত্তিপত্র	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৫।	ওয়ার্ক পারমিট প্রদান	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬।	ট্রেড লাইসেন্স	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন- সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ
৭।	উদ্যোক্তাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভূমি অধিগ্রহণ	ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জেলা প্রশাসন ও প্রত্যাশী সংস্থা

১	২	৩
৮।	ভূমির ক্রয় ও লিজ দলিল রেজিস্ট্রেশন	নিবন্ধন পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস
৯।	নামজারি	সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস
১০।	পরিবেশগত ছাড়পত্র	পরিবেশ অধিদপ্তর
১১।	নির্মাণ পারমিট	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও পূর্ত কাজের অনুমোদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
১২।	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ওয়ারিং সংক্রান্ত ছাড়পত্র ও জেনারেটর স্থাপনের অনুমতি	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পূর্ত কাজের অনুমোদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
১৩।	কলকারখানার মেশিন লে আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও সংশোধন	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
১৪।	বিদ্যুৎ সংযোগ	বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমুহ, যেমন- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ ও অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা
১৫।	গ্যাস সংযোগ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর আওতাধীন গ্যাস বিতরণ সংস্থাসমূহ, যেমন- তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ ও অন্যান্য গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

১	২	৩
১৬।	পানি সংযোগ ও পয়ঃনিষ্কাশন	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা
১৭।	টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড
১৮।	অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সেবা ও ছাড়পত্র	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৯।	বিস্ফোরক লাইসেন্স	বিস্ফোরক অধিদপ্তর
২০।	বয়লার সার্টিফিকেট, বয়লার নিবন্ধন ও সনদপত্র নবায়ন	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়
২১।	ডিভিডেন্ট, রেমিটেন্স ও ক্যাপিটাল এর প্রত্যাবাসন	বাংলাদেশ ব্যাংক
২২।	বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা, আমদানি ও রপ্তানি, বন্ড লাইসেন্স ও কাস্টমস সংক্রান্ত ছাড়পত্র	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
২৩।	টি আই এন ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪।	স্থানীয় ক্রয় ও বিক্রয়ের ছাড়পত্র	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
২৫।	আমদানি ও রপ্তানি পারমিট জারিকরণ, বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র, রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র এবং ইনডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
২৬।	সার্টিফিকেট অব অরিজিন	বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
২৭।	পানি ও বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের অনুমতি	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ অধিদপ্তর।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd